পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক।

শনিবার ২৪ শে আষাঢ়, ১৩২৩ সাল

মনোমোহন থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়-

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বাকুলিয়া গ্রাম

জেলা হুগলি।

গিরিশচন্দ্র।

(৭০ সত্তর খানি হাফটোন চিত্র সংবলিত)

মহাকবির শেষ বয়সের নিত্য সহচর

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত।

নাট্য-সম্রাট্ স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের শেষ বয়সের নাটকাদির গান, নটগুরুর সম্পূর্ণ জীবনী, মহাকবির অদ্ভুত জীবনের নানা প্রসঙ্গ, গল্প, যাবতীয় রচনাবলীর সময় নির্দ্দেশ প্রভৃতি নানা উপাদেয় বিষয় সন্নিবেশে গ্রন্থখানি সাধারণের বিশেষরূপে হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে। নাট্যাচার্য্যের নানা রসের ও বিবিধ অভিনয়-ভঙ্গির বহুল চিত্র ও বঙ্গ-নাট্যশালার বিখ্যাত নট-নটীগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ ৭০ খানি অভিনয়-চিত্র সংযোগে গ্রন্থখানি সুশোভিত। সুন্দর বিলাতি বাঁধাই মূল্য ১॥০ পাঁচ সিকা মাত্র।

গিরিশ গীতাবলী—প্রথম ভাগ পরিবর্দ্ধিত ছয় শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; দ্বিতীয় সংস্করণ। এই সংস্করণে গিরিশ বাবুর অদ্ভুত জীবনী এবং বঙ্গ-নাট্যশালার রহস্যপূর্ণ ইতিহাস বিশেষ পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় গ্রন্থখানি সুবৃহৎ হইয়াছে। মূল্য উৎকৃষ্ট বাঁধাই ১৲ এক টাকা।

মোঃ শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীযোগেশচন্দ্র অধিকারী,
মেট্‌কাফ প্রেস্,
৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উৎসর্গ

গুরুর মত যিনি আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন

নিঃস্বার্থভাবে পরের জন্য যিনি

আত্মোৎসর্গ ক'রেছেন

সেই উদার হৃদয় বাণীর একনিষ্ঠ নীরব সাধক

প্রবীন অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু এম, এ

মহাশয়ের করকমলে

এই গ্রন্থ ব্যাকুল আগ্রহে

উৎসর্গীকৃত হইল।

পরিচয়।

শেরশা	...	পরাক্রান্ত আফগান সর্দার পরে পাঠান সম্রাট।
আদিল	...	ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্র।
জালাল	...	ঐ পুত্র।
মুবারিজ	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র।
গাজিখাঁ	...	ঐ চুণারের সহকারী দুর্গাধ্যক্ষ।
ফকির	...	ঐ গুরু।
রহিম	...	ছদ্মবেশী সোফিয়া।
হুমায়ুন্	...	মোগল সম্রাট।
কামরান	...	ঐ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
হিণ্ডাল	...	ঐ ঐ।
বহলুল	...	ঐ মন্ত্রী।
বাইরাম	...	ঐ সেনাপতি।
রুমিখাঁ	...	ঐ গোলন্দাজ।
আবদার	...	রুমিখাঁর ক্রীতদাস।
নিজাম	...	ভিস্তি।
মল্লদেব	...	যোধপুর রাণা।
কুম্ভ	...	ঐ সেনাপতি।
কীর্ত্তিসিংহ	...	কালেঞ্জর দুর্গাধিপতি।

চাঁদ	...	শেরশার কন্যা।
সোফিয়া	...	পাঠান সম্রাট ইব্রাহিম লোডীর কন্যা
দিলদার বেগম	..	হুমায়ুনের বিমাতা।
বেগা বেগম	...	ঐ স্ত্রী।
কমলা	...	মল্লদেবের কন্যা।

মোগল-পাঠান।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চূণার দুর্গ।

শেরখাঁ ও তাঁহার কন্যা চাঁদ।

চাঁদ। হাঁ বাবা! তোমার কি একটু সবুর সইল না!

শের। কি করব মা! সারাদিন পরিশ্রমের পর ক্ষুধায় পেট জ্বলে উঠেছে তার উপর সম্মুখে পর্য্যাপ্ত আহার প্রস্তুত—তখন কি আর সবুর সয়—অগত্যা কোষ থেকে তলোয়ারখানা বের করে তদ্দ্বারাই আহার শেষ করলুম।

চাঁদ। বাবা! তুমি মোগলসম্রাট বাবরসার একজন সেনাপতি ছিলে—তুমি বার বার একখানা ছুরি চাইলে কেউ তা দিলে না!

শের। আমি একজন সামান্য সৈনিকের কার্য্য করতুম মা! তাই বোধ হয় কেউ গ্রাহ্য করলে না।

চাঁদ। আচ্ছা বাবা! তুমি যখন তোমার সেই তিনহাত লম্বা তলোয়ারখানা দিয়ে এক এক টুকরো মাংস কেটে মুখে দিতে লাগলে তখন বোধ হয় তোমার সঙ্গে আর যাঁরা আহারে বসেছিলেন তাঁরা তোমার মুখপানে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন?

শের। হাঁ মা! আমি যখন শেষ করলুম তারা তখন হাঁফ ছেড়ে আরম্ভ করলে।

চাঁদ। একথা বাবরসার কানে উঠল আর তুমি বুঝি পালিয়ে এলে?

শের। হাঁ মা! সেই দিন থেকে বাবরসা যেন কেমন হ'য়ে গেলেন আর আমার উপর লক্ষ্য রাখতে তাঁর সমস্ত কর্ম্মচারীদের সতর্ক করে দিলেন।

চাঁদ। বাবরসা লোক চিনেছিলেন ঠিক। বাবা! আমার সেই ফকিরের কথা বিশ্বাস হচ্ছে—তুমি হিন্দুস্থানের সম্রাট হবে।

শের। ফকিরের কথা! হাঁ—না মা! বলত আর একবার শুনি—দেখি প্রাণে সাহস পাই কি না।

চাঁদ। সে দিন এই ফকিরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল বাবা! আমি তাঁকে এই চুণার দুর্গে প্রবেশের স্বাধীনতা দিয়েছি।

শের। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না মা! না, বেশ করেছ—এখন বলত মা! সেই ফকির কি বলেছিলো?

চাঁদ। বাবা! তুমি যখন চার বৎসরের শিশু—তখন একদিন একটা পয়সার জন্য বড় বায়না ধরেছিলে—ঘটনাক্রমে এই ফকির সেই স্থলে উপস্থিত হন; শুনেছি তোমার মুখ পানে তাকিয়ে সেই মহাপুরুষ বললেন "আহা যিনি একদিন হিন্দুস্থানের সম্রাট হবেন—তিনি

আজ কি না একটা পয়সার জন্য লালায়িত”! এই কথা বলেই ফকির কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

শের। মা মা! সহস্রবার একথা শুনেছি—সহস্রবার আমার এই ক্ষুদ্র বক্ষ দ্বিগুণ উৎসাহে ফুলে উঠেছে—আমার ঊষর মস্তিষ্ক বিরাট প্রতিভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু মা! হিন্দুস্থানের মসনদ—শুষ্ক কণ্ঠ পথিকের সম্মুখ থেকে মৃগতৃষ্ণিকার মত দূরে আরও দূরে চলে যাচ্ছে। ফকিরের ভবিষ্যৎবাণী! অসম্ভব—না, মা—আমার বোধ হয় ফকিরের কোন গূঢ় স্বার্থ ছিল।

(সহসা ফকিরের প্রবেশ)।

ফকির। ঠিক বলেছ। কিন্তু এ স্বার্থ শুধু তোমাতে আমাতে পর্য্যবসিত নয়—এ স্বার্থ দেশের কল্যাণে, জাতির কল্যাণে উজ্জীবিত। শের! অবিচারে অত্যাচারে দেশ ভ'রে গিয়েছে—রাজ্যের রক্ষক শত শত পল্লীর উৎসাদন করে প্রমোদ কুঞ্জের প্রতিষ্ঠা করছে—দেশের পুষ্টি সরল কৃষকের রক্তে বিলাস কক্ষ ধৌত করছে। শের! দেশের দুর্গম পথ অলস ভুজঙ্গের মত কুটিল বক্রতায় পড়ে আছে - পথিক পথে পা দিচ্ছে—দস্যু তাহার আহার্য্য পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়ে তাকে সর্ব্বস্বান্ত করে দিচ্ছে—ক্ষুধা তৃষ্ণা তাকে অসাড় করে দিচ্ছে—হিংস্রজন্তু তার অবশিষ্ট হাড় কখানা পর্য্যন্ত উদরসাৎ করে ফেলছে। অগ্রসর হও শের! বাবরসা তোমার জন্য হিন্দুস্থানে সিংহাসন পেতে রেখে গেছেন—বিজয়লক্ষ্মী তোমার শিরে বিজয় মুকুট পরিয়ে দিতে ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

শের। অপরাধ হয়েছে—শত্রুর তুলভ্য গিরিদুর্গ দেখে, তাদের বিজয় দম্ভ শুনে, আমার ক্ষুদ্র প্রাণ ভয়ে সন্দেহে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল। আপনার আশীর্ব্বাদে নবীন উৎসাহে ধমনীর রক্ত প্রবাহিত

হচ্ছে।) শপথ করছি—একদিকে শেরখাঁর জীবন—অন্য দিকে হিন্দুস্থানের সিংহাসন।

ফকির। শুনে সন্তুষ্ট হলেম—শের। অন্ধকারে দেশ ভ'রে গেছে দেশের মুখ উজ্জ্বল কর। পাঠানের নাম লোপ হয় শের! পাঠানকে রক্ষা কর। খোদা তোমাকে রক্ষা করবেন।

(ফকিরের প্রস্থান—দুজনে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন

চাঁদ। বাবা! শুনেছি এই ফকিরের বয়স একশত বৎসরের উপর কিন্তু কণ্ঠস্বর এখনও কি স্থির, কি গম্ভীর—দেহ কি দৃঢ়!

শের। ভোগবিলাসত্যাগী মহাপুরুষ নিজেকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন মা!

(নেপথ্যে তোপধ্বনি)

একি! তোপধ্বনি কেন! আবার—আবার!

(শেরপুত্র জালালের প্রবেশ)

জালাল। পিতা! সম্রাট হুমায়ূন আমাদের দুর্গে দূত প্রেরণ করে একশত তোপধ্বনি করতে আদেশ দিয়েছেন—এইটুকু সময়ের মধ্যে আপনার অভিপ্রায় সম্রাটকে জানাতে হবে—যদি যুদ্ধ করেন—উত্তম—যদি সন্ধি অভিপ্রায় হয় তাহলে পাঁচশত অশ্বারোহীর সহিত আপনার যে কোন একটী পুত্রকে প্রতিভূ স্বরূপ তাঁর কাছে প্রেরণ করতে হবে। দূত অশ্বপৃষ্ঠে দুর্গদ্বারে অপেক্ষা করছে।

শের। জালাল! সম্রাট বাহাদুরসাকে দমন করতে চিতোর উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন না?

জালাল। হাঁ পিতা! পথে আমাদের এই দুর্গ গ্রহণের সংবাদ পেয়ে আপাততঃ আমাদের বিরুদ্ধে এসেছেন।

শের। যদি কোন উত্তর না দিই।

জালাল। অশ্বপৃষ্ঠে দূত হুমায়ূনের কাছে ফিরে যাবে।

শের। আর যদি বন্দী করি।

জালাল। তাহলে শেষ তোপধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সসৈন্যে হুমায়ুন দুর্গ অবরোধ করবেন।

শের। তাহলে? জালাল! আমি যে বড় নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছি।

জালাল। পিতা যুদ্ধ করুন।

চাঁদ। হাঁ বাবা! যুদ্ধ কর।

শের। তাইত! না—কিছু ঠিক করতে পারছিনা—জালাল! চিন্তা কর।

জালাল। যুদ্ধ করুন।

চাঁদ। বাবা! যুদ্ধ কর। হুমায়ুনের চতুর্দ্দিকে শত্রু—অবশ্যম্ভাবী পরাজয়।

শের। না মা! তুমি বুঝতে পারছনা—হুমায়ূনের বল এখন আমা অপেক্ষা অনেক অধিক, আমি সন্ধি করব—কিন্তু পিতা হয়ে পুত্রকে শত্রুর হাতে সমর্পণ করব কি করে! জীবন্ত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবো কোন প্রাণে—না—যুদ্ধই অবধারিত—কিন্তু জালাল! এ যুদ্ধে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। উপায় নাই—কে যাবে—কাকে বলব—না, পারবনা। জালাল! যুদ্ধ করব—হোক পরাজয়।

জালাল। তবে কাজ নাই এ যুদ্ধে পিতা!

শের। সন্ধি! না কিছুতে না—অসম্ভব।

জালাল। অসম্ভব নয়—আদেশ করুন পাঁচশত অশ্বারোহীর সহিত সম্রাট হুমায়ূনের করে আত্ম সমর্পণ করি।

শের। জালাল! জালাল! আমার সমস্ত শক্তি অপহৃত হবে—শত্রুর

বিরুদ্ধে একপদ অগ্রসর হব আমি—আর শত্রু তোমার শিরে খড়্গাঘাত ক'রবে। পুত্রের নিধন! উঃ—না জালাল! এ হ'তে পারে না।

জালাল। আপনার মত বীরপুরুষের এরূপ চিত্ত চাঞ্চল্য শোভা পায় না। আমি শত্রু-শিবিরে গমন করি—আপনি স্থির চিত্তে চিন্তা ক'রে আপনার সমস্ত শক্তি সংগ্রহ ক'রে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। চির জীবনের আশা সফল করুন পিতা!

শের। চিরজীবনের আশা! ধিক আমায়। জালাল! পুত্রের পিতা হও—তবে বুঝতে পারবে পুত্র-বাৎসল্য ও রাজ্যলিপ্সায় কত প্রভেদ।

জালাল। রাজ্যলিপ্সা নয় পিতা! পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা—নশ্বর জগতে এক অবিনশ্বর কীর্ত্তির সৃষ্টি। পিতা! অধর্ম্মের প্রলয় বিষাণ বেজে উঠেছে—এই গম্ভীর নির্ঘোষ স্তব্ধ ক'রে ধর্ম্মের ভেরী আপনাকে বাজাতে হবে। পুত্রকন্যার কথা ভুলে যান পিতা! তাদের হয়ত উত্তপ্ত মরুর বক্ষে জন্মের মত পরিত্যাগ ক'রে যেতে হবে—কিম্বা তাদেরই কঙ্কালের উপর সিংহাসন বিস্তৃত ক'রতে হবে। পিতা! অগ্রসর হন—সংসারে পুত্র কন্যা কেউ নয়। সম্মুখে বিরাট কর্ত্তব্য আপনাকে আহ্বান ক'রছে—বজ্র-হস্তে তরবারি ধ'রে অগ্রসর হ'ন।

শের। জালাল! জালাল! একটা বিরাট গরিমায় আমার সমস্ত প্রাণ আপ্লুত হ'য়ে উঠেছে। তবে এস বৎস—তুমি শত্রু শিবিরে এস—আর আমি নিভৃতে শক্তি সঞ্চয় করি। তারপর জালাল! আমায় শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে হ'বে। কিন্তু—না—আমি হৃদয় কঠিন ক'রেছি, পারব। জালাল! তুমি তবে এস।

জালাল। আশীর্ব্বাদ করুন যেন বিজয় দম্ভে ফিরে আসতে পারি।

[প্রস্থান।

শের। খোদা! তুমিই রক্ষা কর্ত্তা। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চূণার দুর্গের অপর পার্শ্ব।

(রহিম ও শেরখাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্র আদিলের প্রবেশ)

আদিল। থেমোনা রহিম! গাও—এ সংসার অসার—জন্ম বন্ধন পরমায়ু যন্ত্রণা, সুখ স্বপ্নকুহক, মৃত্যু শান্তি। গাও রহিম! তোমার মধুর কণ্ঠে সপ্তস্বর উত্থিত ক'রে দিগন্ত প্লাবিত ক'রে খোদার নাম গাও। দুনিয়া তার হিংসাদৃপ্ত কুটিল কটাক্ষ ভুলে গিয়ে নিমীলিত নেত্রে খোদার নাম করুক।

রহিম। আমি ত এ গানের নূতন মর্ম্ম কিছু বুঝতে পারলুম না। গানটি গাইতে বড় ভাল লাগে তাই গাই। এমন হ'য়ে যাবেন বুঝলে কি আর এ গান মুখে আনি।

আদিল। দুঃখ ক'রনা রহিম! হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে এ আলোক অনেকদিন জ্বলেছে। তোমার মধুর সঙ্গীতে সে আলোক আজ একটু উদ্ভাসিত হ'ল মাত্র। গাও রহিম! তোমার মধুর কণ্ঠে খোদার মহিমা গাও। চল রহিম! এ দুর্গ অতিক্রম ক'রে এ কোলাহলময়ী নগরী পরিত্যাগ ক'রে নির্জ্জনে খোদার নাম করিগে চল। রহিম। আঁধার পথে আলোক দেখাতে তুমি অশ্ব রক্ষক বেশে আমার পিতার আশ্রয় নিয়েছো—তিনি এখন হিন্দুস্থানের সিংহাসনের জন্য উন্মাদ—চিনতে পারেননি—কিন্তু আমি পেরেছি—তুমি সামান্য বালক নও—তুমি খোদার রাজ্য হতে এসেছ।

রহিম। আচ্ছা শুনেছি—আপনার পিতা এক কোপে একটা বাঘ কেটে ফেলেছিলেন।

আদিল। ভুলাচ্ছ রহিম?

রহিম। না না ভুলাইনি—আমার বড় কৌতূহল হয়েছে। আগে আপনি বলুন তারপর সুন্দর ক'রে একখানি গান গাইব।

আদিল। রহিম! পিতা একদিন সুলতান মামুদের সঙ্গে শীকারে বেরিয়েছিলেন—একটা দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্র সুলতানকে লক্ষ্য ক'রে লম্ফ প্রদান করে, কিন্তু পিতা চক্ষের নিমেষে কোষ হতে তরবারি বহির্গত ক'রে এক আঘাতে সেই ব্যাঘ্রকে দুখণ্ডে বিভক্ত করেন। আমার পিতার নাম ছিল ফরিদ—সেই দিন হতে সুলতান নাম দিলেন শের।

রহিম। সুলতান মামুদ তাহলে খুব রিক্ত হস্ত ত। অমনি ঝনাৎ ক'রে অতবড় একটা উপাধি সেইখানে দাড়িয়েই দিয়ে ফেললেন! আচ্ছা—আপনি কেন এই রকম একটা—

আদিল। যথেষ্ট হয়েছে—না গাও আমি চল্লুম।

রহিম। না না দাঁড়ান আমি গাইছি—

গীত।

জনম অবধি আমি, তোরে না ডাকিনু স্বামী—
দিন গুলো মিছে গেল কেটে।
আমার যা কিছু ছিল কি জানি কোথায় গেল
হিংসা বুঝি সব নিল লুটে।
তোমায় ডাকিব ব'লে আসিনু মায়ের কোলে
কুহকেতে গেল সব ছুটে।
কর্ণ-দ্বা'ও রুদ্ধ ক'রে কর প্রভু! অন্ধ মোরে
চরণেতে পড়ি আমি লুটে।

(শেরখাঁর প্রবেশ)

শের। অজ্ঞাতকুলশীল বালক! এই মুহূর্ত্তে এ দুর্গ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হও।

রহিম। দুর্গাধিপতি! অপরাধ আমার?

শের। অপরাধ! তোমার ব্যাকুল আগ্রহে আমি তোমাকে অশ্বরক্ষার ভার দিয়েছিলুম—কিন্তু তুমি নিতান্ত অপদার্থ। কোথায় বীরকার্য্যে তুমি আমার পুত্রের সহায় হবে, না এই সকল গান গেয়ে তার মস্তিষ্ক বিকৃত করে দিচ্ছ। বালক! এ উদাসীনের গৃহ নয়—এ ফকিরের আস্তানা নয়। যাও—এখনই এ স্থান পরিত্যাগ কর।

রহিম। দুর্গাধিপ! বুঝেছি এই সঙ্গীত আপনার মনোমত হয় নাই—বুঝি এর সময় এখনও আসে নাই। খোদা না করুন—যখন শত্রু হস্তে পরাজিত হ'য়ে দুর্গম অরণ্যে দুরারোহ গিরিগুহায় আশ্রয় নেবেন—বোধ হয় তখন সে সময় উপস্থিত হবে।

শের। উত্তম—ইচ্ছা হয় অরণ্যে গিরিগুহায় সেই সময়ের অপেক্ষা করগে। যাও—

রহিম। বেশ—তবে বিদায় হই।

[সেলাম করিয়া প্রস্থান।

আদিল। পিতা! আমায়ও বিদায় দিন।

শের। আদিল! তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র—ভবিষ্যৎ উন্নতির সহায়—তোমার কনিষ্ঠদের আদর্শ; তোমার এরূপ নিশ্চেষ্টতা শোভা পায় না—আদিল! অস্ত্র ধর, সহায় হও।

আদিল। আমার ওসব মাথায় আসে না - কিছু ভাল লাগে না।

শের। সুবোধ পুত্র আমার! চেষ্টা কর, ভাল লাগবে। আদিল! পিপাসার্ত্তকে জল দাও—ক্ষুধার্ত্তকে আহার দাও—আর্ত্তকে রক্ষা কর। শুনতে পাচ্ছনা আদিল! অত্যাচারী রাজার উৎপীড়নে প্রজার আর্ত্তনাদ!

দেখতে পাচ্ছনা আদিল! বিলাসী রাজার সৃষ্টি দুর্ভিক্ষ, মড়ক, হাহাকার খোদার সৃষ্টিকে দলিত ক'রে দিচ্ছে। আদিল—কর্ম্ম কর—ধর্ম্ম এসে নিজে তোমাকে আলিঙ্গন ক'রবে।

আদিল। পিতা!

শের। অবাধ্য হওনা আদিল! আমি পিতা—আজ্ঞা করছি পালন কর—নতুবা অধর্ম্ম হবে।

আদিল। অপরাধ হ'য়েছে—মার্জ্জনা করুন।

[প্রস্থান।

শের। যাও আদিল—তুমি আমার সুবোধ পুত্র। এত বীতানুরাগ! কিন্তু এ বালকটী কোন শত্রুপক্ষীয় নয় ত!

(নেপথ্যে জয়োল্লাস)

এ কি! এ জয়ধ্বনি কেন!

(জালালের প্রবেশ)

জালাল। পিতা! আমি ফিরে এসেছি।

শের। ফিরে এসেছ! আশা করিনি—যুদ্ধ ক'রে তাদের পরাজিত ক'রেছ?

জালাল। না পিতা। ফকিরের আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রতে পারলুম না। আমি পা'লিয়ে এসেছি।

শের। ফকিরের আজ্ঞায় শঠতা ক'রেছ?

(ফকির প্রবেশ করিলেন)

ফকির। শঠের সঙ্গে শঠতা অবশ্য কর্ত্তব্য শের! জগতে অধার্ম্মিক বড় প্রবল—যত শীঘ্র পার—ছলে বলে কৌশলে তাদের ধ্বংস ক'রে পীড়িতের পরিত্রাণ কর—তা যদি না পার—তাহলে তোমার মত সহস্র

বীরের প্রয়োজন হবে একজন অধার্ম্মিককে দমন ক'রতে। এখন ইচ্ছা হয়—স্থির চিত্তে আমার উপদেশ গ্রহণ কর।

শের। প্রভু আজ্ঞা করুন।

ফকির। শুন শের! হুমায়ুন বাহাদুরসাকে পরাস্ত ক'রে আগ্রায় ফিরে গেছে। বিজয়গর্ব্বে স্ফীত মোগল সম্রাট এখন বিলাসে মগ্ন। চতুর্দ্দিক অতর্কিত প'ড়ে আছে। এই সুবর্ণ সুযোগে তুমি তোমার সমস্ত সৈন্য নিয়ে বিহার পদানত ক'রে বঙ্গদেশ আক্রমণ কর—গৌড়ের অকর্ম্মণ্য রাজা মামুদসা পুরবিকে হত্যা ক'রে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার কর। এই মুহূর্ত্তে অগ্রসর হও শের! না পার—গঙ্গার জলে আত্মহত্যা ক'রে পৃথিবীর ভার লাঘব কর।

[প্রস্থান।

শের। জালাল! বিশ্রামের সময় পেলে না—এই মুহূর্ত্তে অগ্রসর হও।

তৃতীয় দৃশ্য।

আগ্রা—প্রাসাদ কক্ষ।

মোগল সম্রাট হুমায়ূন, মন্ত্রী সেখ বহলুল, গোলন্দাজ রুমিখাঁ।

বন্দীগণ কর্ত্তৃক স্তুতিগান।

জয় জয় প্রভু! জয় হে মহান!
তোমারি হাসি প্রকৃতি হাসে
তোমারি কিরণে ধরণী ভাসে
গাহিছে দুনিয়া তব যশ গান॥

বিজলী ঝলসে, অনন্ত আকাশে
তোমার নয়নে ভ্রূকুটি প্রকাশে
বারি বরষে, পরম হরষে
সমীর ছুলিছে গাহি তব গান ॥

(বাইরামের প্রবেশ)

বাইরাম। সম্রাট! শেরখাঁ বঙ্গদেশ জয় ক'রে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার ক'রেছে।

হুমায়ূন। একি সম্ভব সেখজী!

বহলুল। তাইত, এ যে বড় অসম্ভব কথা সম্রাট!

বাইরাম। শুধু তাইনয়—শেরখাঁ সমস্ত বিহার দখল করে ফেলেছে।

হুমায়ূন। এতটুকু সময়ের মধ্যে শেরখাঁ এতগুলো কাজ ক'রে ফেলেছে! কি বলছ বাইরাম?

বাইরাম। সম্রাট! গৌড়াধিপতি মামুদসা অতি কষ্টে পলায়ন ক'রে শেরখাঁর হস্ত হতে পরিত্রাণ পেয়েছে।

হুমায়ূন। সামান্য পাঠানের এত স্পর্দ্ধা হয়েছে! রুমিখাঁ!

রুমিখাঁ। সম্রাট! (অভিবাদন)

হুমায়ূন। তুমি একজন প্রকৃত গোলন্দাজবীর। তোমারই রণ-পাণ্ডিত্য একদিন দুর্দ্ধর্ষ রাজপুতকে স্তব্ধ ক'রে চিতোর দুর্গে প্রতিধ্বনিত হ'য়েছিল। তোমারই প্রতাপে গুর্জ্জর ভূপতি বাহাদুরসা অসংখ্য লৌহ কঠিন রাজপুতের রক্তে তাঁর প্রতিহিংসাবহ্নি নির্ব্বাপিত করেছিলেন। রুমিখাঁ! তুমিই একদিন আগ্নেয়গিরির মত মুহুর্মুহুঃ অগ্ন্যুদ্গারে আমার বিশাল বাহিনীকে ভস্ম করেছিলে।

রুমিখাঁ। রুমিখাঁ যত বড়ই বীর হ'কনা সাহানসার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের কাছে তার শির নত হয়ে গেছে।

হুমায়ুন। বিশ্বাসঘাতক পাঠানকে শাস্তি দিতে হবে - চুনার দুর্গ হতে শেরখাঁর প্রতিপত্তি সর্ব্বাগ্রে লোপ করতে হবে। কিন্তু দুর্গ বড় দৃঢ়—গোলন্দাজবীর! চিন্তা কর যে কোন উপায়ে দুর্গ অধিকার ক'রতে হবে।

রুমি। রুমিখাঁর গোলাগুলোও বড় স্থির—বড় দৃঢ়। কিন্তু সম্রাট! কৌশলে দুর্গ জয় যদি সহজসিদ্ধ হয়—তাহলে সাহানসার বোধ হয় আপত্তি হবেনা।

হুমায়ুন। বাইরাম! মন্দ কি!

বাইরাম। কৌশলে যদি জয় লাভ হয় তবে উভয়তঃ মঙ্গল। প্রথমতঃ উভয় পক্ষের প্রাণীহত্যা কম হয় - দ্বিতীয়তঃ শত্রুর সংঘর্ষে দুর্ব্বল হতে হয় না।

হুমায়ুন। কি কৌশল রুমিখাঁ!

রুমি। অনুমতি করুন জাহাপনার সম্মুখে এ কৌশলের অবতারণা করি।

হুমায়ুন। গোলন্দাজবীর! চুনার দুর্গ জয়ের ভার তোমায়: আমি অর্পণ করলুম। যে কোন উপায় অবলম্বন কর।

[রুমিখাঁর প্রস্থান।

বাইরাম! তুমি আমার সেনাপতি নও—তুমি আমার বন্ধু—রুমিখাঁর উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন করে কিছু অন্যায় করেছি কি?

বাইরাম। সম্রাট! রুমিখাঁ কিছু অহঙ্কারী, কিছু উদ্ধত, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস—সে যতদিন জাহাপনার অনুগ্রহলাভে সমর্থ হবে—তত দিন প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করবে।

(রুমিখাঁর ক্রীতদাস আবদারকে লইয়া রুমিখাঁর বেত্র হস্তে প্রবেশ)

রুমি। আবদার! আমি তোমার কে?

আবদার। আপনি আমার প্রভু।

রুমি। সম্মুখে যে ভুবন বিজয়ী সম্রাটকে দেখতে পাচ্ছ—উনি তোমার কে ?

আবদার। আমার প্রভুর প্রভু। (অভিবাদন) ওঁর সেবায় আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

রুমি। তবে চক্ষু বুজে স্থির হয়ে দাড়াও (তথাকরণ—রুমিখাঁর আবদারকে বেত্রাঘাত)

হুমায়ূন। রুমিখাঁ! করছ কি—উন্মাদ তুমি—ক্ষান্ত হও—এ কৌশল ত্যাগকর—তোমার বীরত্বই যথেষ্ট হবে।

রুমি। সম্রাট! এ আঘাতগুলো গোলার আঘাত অপেক্ষা কোমল; নিরস্ত হলুম। আমার কার্য্য শেষ হয়েছে। আবদার! তোমার বিবর্ণ মুখ দেখে সম্রাট কাতর। তাঁকে তোমার হাসিমুখ দেখিয়ে সান্ত্বনা দাও।

আবদার। (সহাস্যে) সম্রাট! গোলাম আজ বড় ভাগ্যবান—আপনি স্থির হ'ন।

হুমায়ূন। বাইরাম! একি!

রুমি। আবদার! এখনি চুনারে রওনা হবেত? দুর্গদ্বারে উপনীত হ'য়ে কি ক'রবে ?

আবদার। চীৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে দুর্গরক্ষককে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিয়ে বলব—রুমিখাঁ নামে একজন অত্যাচারী গোলন্দাজ মোগল সম্রাটের অধীনে কর্ম্ম করে। আমি তার সহকারী ছিলুম। সেই হিংসুক রুমিখাঁ আমার সুখ্যাতি শুনে বিনা কারণে বেত্রাঘাত ক'রে আমাকে দূর ক'রে দিয়েছে।

হুমায়ূন। বেশ তার পর ?

আবদার। আমি অরক্ষিত দুর্গ সুরক্ষিত ক'রতে জানি—গোলন্দাজ সৈন্যের নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রতে পারি—যদি একটি কর্ম্ম পাই—দুর্গ সুরক্ষিত ক'রে দেব—গোলন্দাজদের শিক্ষা দেব—তাদের নেতা হ'য়ে মোগল সম্রাট আর রুমিখাঁর বিপক্ষে যুদ্ধ ক'রব।

রুমি। মনে কর—সাদরে দুর্গে তুমি গৃহীত হলে।

আবদার। বেশ ক'রে অরক্ষিত স্থান গুলি দেখে নিয়ে যত শীঘ্র পারি পলায়ন ক'রব—আর আমার প্রভুর তোপধ্বনি সহসা দুর্গের ভিতর প্রতিধ্বনিত হয়ে আমার পলায়ন বার্ত্তা জ্ঞাপন ক'রে দেবে।

রুমি। চমৎকার! তবে এখনি যাত্রা কর—সম্রাটের আজ্ঞা।

হুমায়ূন। রুমিখাঁ তোমার কার্য্য তুমি কর কিন্তু শপথ কর কার্য্য শেষ হ'লে এই গোলামকে আমায় বিক্রয় করবে?

রুমি। রুমিখাঁ জাহাপনার গোলাম! বান্দার গোস্তাকি মাপ হয়, গোলাম লয়ে কি করবেন?

হুমায়ূন। পরে জানবে।

[প্রস্থান।

রুমি। আবদার! যথার্থ ই তুমি ভাগ্যবান—যাও তোমার কার্য্য কর। (রুমিখাঁ ও আবদারের প্রস্থান)

বাইরাম। রুমিখাঁ যেমন বীর, তেমনি কৌশলী কিন্তু বড় অহঙ্কারী—বড় উদ্ধত—বড় অসভ্য।

চতুর্থ দৃশ্য।

গৌড়।

শেরখাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মুবারিজ।

মুবারিজ। অন্ধকার! আহাহা! কি সুন্দর তুমি! আসমান থেকে তাড়াতাড়ি নেমে এসে দুনিয়ার বুকে জমাট হ'য়ে যাও— তোমার হাসিতে আমার মত নিষ্কলঙ্ক প্রতিভা গুলো এক সঙ্গে সব ফুটে উঠুক। আর বেরসিক খোদা! তুমি কিনা এই অতি শান্ত সুস্থ শুভক্ষণটাকে মোটে অর্দ্ধেক সময় দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিলে! আহাহা! এমন পৃথিবী—আর—

(শেরখাঁর কন্যা চাঁদের প্রবেশ)

চাঁদ। কেমন পৃথিবী মুবারিজ!

মুবারিজ। কে—চাঁদ! আহাহা তোমার মত গম্ভীর তোমার মত অপ্রেমিক নয় চাঁদ—কিন্তু একখানা ফুটন্ত চাঁদের মত ফুটে থেকে স্ফূর্ত্তির জোছনা ঢেলে দিচ্ছে।

চাঁদ। তার চেয়ে বলনা, একটা প্রশস্ত জ্যোৎস্না মোড়া স্ফূর্ত্তির পথ পড়ে আছে আর পৃথিবীটা তোমাদের মত রসিক পুরুষের করস্পর্শে, সুবর্ণ গোলকের মত সেই পথের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে চলেছে।

মুবারিজ। আহাহা। চাঁদ তুমি কবি—না দেখে—না অনুভব ক'রেই বর্ণনা ক'রে ফেলেছ।

চাঁদ মুবারিজ! ভেবে দেখদিখি কি ছিলে তুমি।

মুবারিজ। কেন? কিছু উলট পালট হয়েছে নাকি! না চাঁদ।

আমি স্ফূর্ত্তিরাজ্যের নিরীহ প্রজা, আমার মৌরসীপাট্টা কেউ কেড়ে নিতে পারবেনা।

চাঁদ। আমি কেড়ে নেব। মুবারিজ! তোমাকে এমন করে ডুবতে দেবনা। এই বিরাট সংসার সমরাঙ্গনে বীর বেশে তোমাকে দাঁড়াতে হবে।

মুবারিজ। আহাহা! অনুরাগ! অনুরাগ! চাঁদ! প্রেমে পড়নিত? দোহাই তোমার—আজকার রজনীটা মাপ কর, আজ আর চাঁদ উঠবেনা চাঁদ! বড় জমকাল অন্ধকার, চাঁদের আলোয় মজে ভাল কিন্তু বড় গা ছম ছম করে। (প্রস্থানোদ্যোগ কিন্তু ফিরিয়া) দুঃখ ক'রনা চাঁদ! তুমি বীর বেশ গুছিয়ে রাখ—আমি ভোরে এসে প'রে ফেলবো।

[প্রস্থান।

চাঁদ। মুবারিজ! সত্যই আমি প্রেমে পড়েছি। মন্দ কি—তুমি শেরখাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র—আমি শেরখাঁর কন্যা। কিন্তু তোমার এই পশুমূর্ত্তি কখনও স্পর্শ ক'রব না। মনের মত ক'রে তোমাকে গ'ড়ে নেব।

গীত।

ভাল যদি বাস কেহ মুখে ব'লো না।
নীরবে জানাও প্রেম কথা কয়ো না॥
নীরব নয়নকোণে নীরব চাহনিটী।
মধুর অধরে ওগো নীরব সে হাসিটী॥
আঁখিতে নীরব ভাষা, নীরব নবীন আশা।
হৃদয় দুয়ারে শুধু যাবে গো জানা।
নীরবে জানায়ো ওগো নীরব প্রাণের ব্যথা।

নারবে গাহিতে সুখে মিলন বিরহ গাথা ॥
নারবে যেন গো হয়, প্রাণে প্রাণে বিনিময়।
নারবে রাখিও মনে যেন ভুলো না ॥

(শেরখাঁর প্রবেশ)

শের। বিষণ্ণ মনে কি ভাবছ মা?

চাঁদ। একটা বিদ্রোহের কথা বাবা!

শের। বিদ্রোহ! আবার কোথা বিদ্রোহ মা!

চাঁদ। তোমার অন্তঃপুরে বাবা! তোমার বংশমর্য্যাদার শিরে পদাঘাত ক'রেছে।

শের। কি বলছ কিছু বুঝতে পারছি না যে মা!

চাঁদ। বাবা! যুদ্ধ কর, জয় কর, সম্রাট হও—কিন্তু অবহেলায় তোমার যা আছে তা নষ্ট হ'তে দিও না—মুবারিজকে জাহান্নমের পথে নেমে যেতে দিও না—তাকে শাসন কর।

শের। ঠিক ব'লেছ—দেখেও দেখিনি—অবসর পাইনি—ভুল ক'রেছি।

চাঁদ। বল বাবা! আজ হ'তে তাকে শাসন ক'রবে—তাকে মানুষ ক'রে দেবে।

শের। চেষ্টা ক'রব—কৃতকার্য্য হব কি না তা জানি না।

চাঁদ। তোমার মুখে এমন কথা কেন বাবা?

শের। একটা রাজ্যজয়ের চেয়ে একটা চরিত্র জয় যে শক্ত মা!

চাঁদ। তা হক—তবু তুমি বল চেষ্টা ক'রবে—তাকে ভাল কথা ব'লে বুঝাবে—না শুনে, ভয় দেখাবে তাতেও যদি না হয়—উৎপীড়নে তাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রবে।

শের। প্রতিশ্রুত হলুম মা!

চাঁদ। বুঝতে পারছনা বাবা! মুবারিজকে যদি মানুষ ক'রতে পার—তাহলে সে যে তোমার মস্ত বড় একটা সহায় হবে।

(ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। সে যদি সহায় না হয় কিছু ক্ষতি হবে না শের! কিন্তু বৃথা যুক্তি তর্কে অমূল্য সময় নষ্ট ক'রে যদি তুমি তোমার কর্ম্মের অবহেলা কর—তাহলে জগতের ক্ষতি হবে।

শের। আজ্ঞা করুন প্রভু!

ফকির। তবে শুন শের! বিংশ সহস্র সৈন্য নিয়ে হুমায়ূন স্বয়ং তোমার চুনার অধিকারে অগ্রসর হয়েছে। পঞ্চাশ সহস্র মোগল সৈন্য তোমাকে বাংলা হ'তে বিতাড়িত ক'রতে ছুটে আসছে।

শের। তাহ'লে উপায় প্রভু! মোটে বিশ সহস্র সৈন্য যে আমার সহায়।

ফকির। এ অরক্ষিত স্থানে মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে তুমি জয়ী হ'তে ত পারবে না। পরিবারবর্গ নিয়ে বিপদে প'ড়বে। এক কাজ কর—তোমার পরিবারবর্গের ভার আমায় দাও—আর তুমি এই মূহূর্ত্তে কোথায় নিরাপদ স্থান আছে অনুসন্ধান কর—জঙ্গল হয়—পাহাড় হয়—কিছু ক্ষতি হবে না। আর জালালকে এই বিশ সহস্র সৈন্য নিয়ে পঞ্চাশ হাজার মোগলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হ'তে বল। সে যেন সম্মুখ যুদ্ধ একেবারে না দেয়—পাহাড়ে জঙ্গলে লু'কয়ে থেকে শুধু অতর্কিতভাবে আক্রমণ ক'রবে আর শত্রুহস্তে বিপর্য্যস্ত হবার পূর্ব্বেই পলায়ন ক'রবে। যতদিন তোমার পরিবারবর্গকে নিরাপদ স্থানে না রাখতে পার ততদিন আর কিছু ক'রতে ব'লবো না। এমনি ক'রে শুধু হুমায়ুনকে বাধা দিতে

হবে। ভীত হ'ওনা শের! চুনার যদি তোমার হস্তচ্যুত হয়—হোক—এই বিশ সহস্র সৈন্য যদি ধ্বংস হয়ে যায়—যাক—তথাপি ভীত হ'ওনা—নূতন ক'রে সৈন্য সৃষ্টি ক'রে আবার অগ্রসর হ'তে হবে—এস—চলে এস—

[প্রস্থান।

শের। খোদা আমার সহায়—কিসের ভয়!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

চুনার দুর্গ।

শেরখাঁর পুত্র আদিল ও সৈনিক গাজিখাঁ শূর।

আদিল। গাজিখাঁ! এরা যে মোগল—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই?

গাজি। মোগল ভিন্ন এত ফৌজ কার?

আদিল। কত ফৌজ—আন্দাজ?

গাজি। বিস্তর—বিশ হাজারের কম হবেনা। তাঁবুই প'ড়েছে হাজার খানেক।

আদিল। তাইত—এত নিকটে! আচ্ছা—গতিবিধি কি রকম দেখলে?

গাজি। স্থির—যেন কান পেতে কার অপেক্ষা ক'রচে।

আদিল। গাজিখাঁ! আবদারকে সেলাম দাও।

[গাজিখাঁর প্রস্থান।

মোগলের লক্ষ্য এই চুনার দুর্গ। পিতা বাঙ্গলায়—আমার উপর এই দুর্গের ভার—মোগলের প্রভূত শক্তি (পদচারণা) এক ভরসা আবদার।

(নেপথ্যে—দুষমন—দুষমন—আবদার পালিয়েছে)

(দ্রুতবেগে গাজিখাঁর প্রবেশ)

আদিল। আবদার ..লিয়েছে! গাজিখাঁ! বলছ কি—আবদার পালিয়েছে—বেইমান পালিয়েছে!

গাজি। তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেছি—কোথাও নেই—শোবার ঘরে ঢুকে দেখলুম—এই চিরকুটটা প'ড়ে রয়েছে—দেখুন ত এটা কি!

আদিল। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি। (পত্রগ্রহণ ও পাঠ) "আমি দুষমন তবু নিমক খেয়েছি—অনেক আদর যত্ন পেয়েছি, সাবধান—আমরা গঙ্গার দিকে আক্রমণ করব"। বেইমান, বেইমান! গাজিখাঁ! সমস্ত অন্ধি সন্ধি জেনে গিয়েছে—সর্ব্বনাশ করেছে! খোদা! সরল বিশ্বাসের এই পরিণাম! গাজিখাঁ! আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হচ্ছে। কি সর্ব্বনাশ করলুম—কি সর্ব্বনাশ—

গাজি। আমার বোধ হয় বেইমান আমাদের নূতন ক'রে ঠকাতে এই চিরকুট রেখে গেছে।

আদিল। ঠিক ব'লেছ—চতুর্দ্দিকে ফৌজ মতায়েন রাখ—বরং গঙ্গার দিকে অল্প রাখ, এ নূতন কারসাজি—মানুষকে আর বিশ্বাস ক'রবনা। যাও গাজিখাঁ—সকলকে ব'লে দাও—তারা এখন আহার নিদ্রার সময় পাবেনা।

[গাজিখাঁর প্রস্থান।

হায় হায়—কি সর্ব্বনাশ করলুম—কেন বিশ্বাস করলুম! সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝ'রে শুকিয়ে জমাট হ'য়ে গেছে—সেই ভীষণ চীৎকার—ভীষণ

যন্ত্রণা—অবিশ্বাস ক'রতে পারলুম না। উঃ কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র! (নেপথ্যে তোপধ্বনি) ইয়া আল্লা! একেবারে ডুবিয়ে দিলে!

(বেগে গাজিখাঁর প্রবেশ)

গাজি। দুষমন গঙ্গার দিক হ'তে আক্রমণ ক'রেছে কিন্তু উপায় নাই বারুদ ফুরিয়ে গেছে।

আদিল। কামান দাগ—সমস্ত কামান এক সঙ্গে দাগ।

গাজি। বারুদ ফুরিয়ে গেছে—কামান দাগব কি দিয়ে?

আদিল। স্তূপাকার বারুদ ফুরিয়ে গেছে!

গাজি। দুষমন বারুদ ঘরের চাবি নিয়ে পালিয়েছে।

আদিল। দ্বার ভেঙ্গে ফেল।

গাজি। লৌহ কবাট ভেঙ্গে ফেলা অসম্ভব।

আদিল। কামান একটাও নাই? থাকে যদি কামান দিয়ে দরজা উড়িয়ে দাও। গাজিখাঁ! তোপ দেগে সমস্ত বারুদ জ্বালিয়ে দাও—শত্রু না দখল করে।

[আদিলের প্রস্থান।

(রুমিখাঁ ও বাইরাম প্রভৃতির প্রবেশ)

গাজি। সেলাম, সেলাম, ঐ শেরখাঁর পুত্র পালাচ্ছে। দোহাই—মারবেন না—বন্দী করুন।

[বাইরামের প্রস্থান।

রুমি। (নেপথ্যে বাইরামকে লক্ষ্য করিয়া) সেনাপতি! শেরখাঁর পুত্রকে হত্যা ক'রনা বন্দী কর।

(হুমায়ুন ও আবদারের প্রবেশ)

হুমা। এই নাও সহস্র আসরফি—দাও তোমার প্রতিশ্রুত ভিক্ষা দাও।

রুমি। (গ্রহণ করিয়া) জনাব! আজ হতে আবদার আপনার।

হুমা। না রুমিখাঁ! আবদার আমারও নয়, তোমারও নয়—আবদার মুক্ত। যাও আবদার! যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর।

আবদার। জাহাপনা দয়ার সাগর, কিন্তু গোলামী না ক'রতে পেলে ম'রে যাবো যে জনাব! না জনাব! স্বাধীনতা আমার কিছুতেই সহ্য হবে না—গোলামী চাই—আজ হতে আমি সাহানসার গোলাম।

গাজি। জনাব! জনাব! আমার—আমার দশা—

হুমা। তুমি কি ক'রেছ?

আবদার। সম্রাট! আমি অন্ধি সন্ধি জেনে গিয়েছিলুম বটে কিন্তু এই গাজিখাঁ সাহায্য না ক'রলে বিনা যুদ্ধে এতটা হ'ত না।

গাজি। জনাব! জনাব!

হুমা। ওঃ তাহলে তুমি বিশ্বাসঘাতক—তোমার পুরস্কার—

গাজি। জনাব! জনাব! (কাঁপিতে লাগিল)।

হুমা। না, কিছু ভয় নাই—সে পুরস্কার খোদা দেবেন। আমি তোমায় পুরস্কার দেব—আজ হতে তুমি এই দুর্গের সহকারী অধ্যক্ষ।

[প্রস্থান ও পশ্চাতে আবদারের প্রস্থান।

রুমি। (সৈন্যদের প্রতি) সৈন্যগণ! বন্দী গোলন্দাজদের সকলের হাত কেটে দাও।

(বাইরামের প্রবেশ)

বাইরাম। রুমিখাঁ! তুমি সম্রাট হুমায়ুন নও।

রুমি। স্বীকার করছি বাইরাম। তুমি না থাকলে আজ রুমিখাঁর বীরত্ব গঙ্গার গর্ভে বিলীন হয়ে যেত—তথাপি বলছি উদ্ধত হও না—

তোমার সৈন্য না পারে—আমার সৈন্য পারবে। রুমিখাঁ বেঁচে থাকতে নূতন গোলন্দাজ কেউ সৃষ্টি ক'রতে পারবে না।

[প্রস্থান।

বাইরাম। স্বার্থে আঘাত লেগেছে! আচ্ছা আরও দিনকতক তোমার উপদ্রব নীরবে সহ্য ক'রব।

[প্রস্থান।

গাজি। আমিই বারুদ ঘরের চাবি লুকিয়ে রাখলুম—চিরকুট রেখে এতটা কারসাজি করলুম—কৌশল ক'রে গঙ্গার ধার থেকে সমস্ত ফৌজ সরিয়ে দিলুম—আমাকেই ফাঁকি! এই আমায় রাজারুজি ক'রে দেওয়া হল! সহকারী দুর্গাধ্যক্ষ! আচ্ছা সহকারীটা ছেঁটে ফেলতে কতক্ষণ —ডুব দিয়েছি যখন মাটী তুলতেই হবে।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ঝাড়খণ্ড জঙ্গল।

(ধীরে ধীরে অশ্বপৃষ্ঠে শেরখাঁ জঙ্গলের সম্মুখে আসিলেন ও অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন)।

শের। (কিছুক্ষণ জঙ্গলের দিকে তাকাইয়া) এই বন ঠিক আমার মত। দুনিয়ার সভ্যতাকে তুচ্ছ ক'রে, মানুষের প্রতাপকে উপহাস ক'রে —হিংস্রজন্তু বুকে করে স্বাধীন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমারও তাই। আহার নাই—নিদ্রা নাই—নিতান্ত যে দিন জুটল অশ্বপৃষ্ঠেই সমাধা ক'রতে হল। নিদ্রার বেগ যেদিন সহ্য ক'রতে পারলুম না

অজ্ঞাতে অশ্বপৃষ্ঠে শয়ন ক'রে স্বপ্ন দেখতে হ'ল। এই সুন্দর স্থান, এই জঙ্গলে আশ্রয় নোবো। অশ্বপৃষ্ঠে প্রবেশ করা অসম্ভব—অশ্ব ছেড়ে দেব! না—যদি পথ হারাই—হিংস্রজন্তু যদি—না অশ্বপৃষ্ঠে জঙ্গল পরিষ্কার ক'রতে ক'রতে অগ্রসর হব। অশ্ব শেরখাঁর জীবন —অশ্ব কোথায় রাখব!

(সহসা রহিমের প্রবেশ)

রহিম। অশ্বরক্ষক উপস্থিত দুর্গাধিপ!

শের। একি! রহিম তুমি এখানে!

রহিম। আজ সেই সময় উপস্থিত হয়েছে। শত্রুহস্তে পরাজিত হ'য়ে আজ আপনি দুর্গম জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত আজ শীতল হ'য়ে গেছে —প্রশস্ত বক্ষ আজ দারুণ শঙ্কায় সঙ্কুচিত হ'য়ে গেছে—ললাটের উজ্জ্বলতা আজ আঁধার নৈরাশ্যে ম্লান হয়ে গেছে। দুর্গাধিপ! আজ এসেছি সেই সঙ্গীত শুনাতে—মেঘমন্দ্রের মত যার ভাষা গম্ভীর হুঙ্কারে গর্জ্জে উঠবে—নিশীথ রাত্রে তূর্য্যধ্বনির মত যার মূর্চ্ছনা বীরের নিদ্রা ভেঙ্গে দেবে।

শের। রহিম! তুমি কে?

রহিম। আমি অশ্বরক্ষক—দিন দুর্গাধিপ! অশ্ব আমি যত্নে রেখে দিই।

(অশ্বের লাগাম ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেল—শেরখাঁ নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিলেন)।

(রহিমের পুনঃপ্রবেশ ও নেপথ্যে উদ্দেশ করিয়া

রহিম। গাও বীরগণ! তোমাদের গম্ভীর কণ্ঠে এই নিস্তব্ধ জঙ্গল প্রতিধ্বনিত ক'রে সেই গান গাও।

(নেপথ্যে সঙ্গীত)

আবার পেয়েছি ফিরে
গলিত মূর্ত্তি, দলিত কীর্ত্তি, আবার তুলিব শিরে।
আবার গাহিব গান
ফিরিয়া যাইব মায়ের কুটীরে ভেঙ্গে দেবো অভিমান।
মায়েরে দাঁড়াব ঘিরে
কাঁদাবো মায়েরে, হাসাব মায়েরে, ভাসিয়া নয়ননীরে।

শের। ভস্মের আবরণ উন্মোচন কর রহিম! স্বরূপ মূর্ত্তি প্রকটিত হ'ক।

রহিম। পাঠানবীর! আমি শত্রু—একদিন শরণাপন্নকে বিনাদোষে আশ্রয়চ্যুত ক'রেছিলেন আজ তার প্রতিশোধ নেবো। দুর্গাধিপ! আজ আপনি আমার বন্দী।

(বংশীতে ফুৎকার ও দ্বাদশ বীরের অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত হইয়া প্রবেশ)

শের। রহিম! এ আবার কি!

রহিম। এই দুর্ভেদ্য জঙ্গল আমাদের দুর্গ—এই দ্বাদশ অনুচর এই দুর্গের রক্ষী। (অনুচরদের প্রতি) বন্দী কর।

শের। সাধ্য কি! শেরখাঁর হস্তে তরবারি থাক্‌তে সে কারও বন্দীত্ব স্বীকার ক'রে না।

(অসি নিষ্কাষণ)

রহিম। উত্তম—যুদ্ধকর—হত্যা ক'রনা—বন্দী করে নিয়ে এস।

[প্রস্থান।

শের। শেরখাঁ জীবিত থাকতে না—এস—আক্রমণ কর, শঙ্কা হয়,

পথ ছেড়ে দাও—না দাও, নিরীহ প্রাণী হত্যা করতেও শেরখাঁ কুণ্ঠিত হবেনা। এস (অসি হস্তে আক্রমণ উদ্যোগ ও নিজবেশে রহিমের পুনঃ প্রবেশ)

সোফিয়া। পাঠান সর্দ্দার! ক্ষান্ত হও। (শের বিস্মিত হইয়া চাহিলেন)

শের। তুমি আবার কে মা?

সোফিয়া। নারী, না, না, দলিতাফনিনী—শেরখাঁ! বীর তুমি, সহস্র বীরের প্রাণবধ ক'রতে পার কিন্তু প্রতিহিংসা পরায়ণা রমনীর রোষ সহ্য ক'রতে সাহস কর?

শের। সহ্য করা দূরে থাক আমি তাকে খোদার রোষাগ্নি ব'লে মনে করি। এই আমি অস্ত্র ত্যাগ করলুম—শেরখাঁর সর্ব্বস্ব গেছে—আজ তার দেহের স্বাধীনতাটুকু পর্য্যন্ত যা'ক।

সোফিয়া। পাঠান সর্দ্দার! এই জঙ্গল তোমার—এই সব অনুচর যাদের বিক্রমে বাবরসার দৃঢ়সঙ্কল্পও একদিন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল এও তোমার, কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর—জীবনের ব্রত কখনও ভুলবে না।

শের। জীবনের ব্রত বুঝি নিষ্ফল হয় মা! আমি সর্ব্বস্ব হারিয়েছি। দুর্ব্বৃত্ত মোগলসম্রাট বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আমার চুনার ধ্বংস ক'রেছে। নিষ্ঠুর হুমায়ূন আমার পাঁচশত সুশিক্ষিত গোলন্দাজের হাত কেটে দিয়ে জন্মের মত অকর্ম্মণ্য করে দিয়েছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র কারাগারে—মধ্যম বাঙ্গলার পথে হুমায়ুনকে আটক ক'রে বিপদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। পরিবারবর্গ আশ্রয়াভাবে পথে ব'সে আছে। আর আমি—আশ্রয় অন্বেষণে—নিঃসহায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। মা! মা! জীবনের ব্রত বুঝি নিষ্ফল হয়।

সোফিয়া। পাঠানবীর! কোমল হ'ওনা। পিতৃ সম্বোধন শুনতে

পৃথিবীতে এস নাই—জীবনের ব্রত নিষ্ফল হ'তে দিওনা। নূতন ক'রে সৈন্য সৃষ্টি কর—পুত্র কন্যা ভুলে যাও শেরখাঁ! পাঠান তুমি—প্রতিজ্ঞা কর দেহে যতক্ষণ একবিন্দু শোণিত থাকবে ততক্ষণ মোগলের পশ্চাতে ফিরবে।

শের। মা! মা! শপথ করছি।

সোফিয়া। আর একটী কথা—তোমার অশ্বরক্ষককে পূর্ব্ব পদে নিয়োজিত কর।

শের। রহিমকে? মা—তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য—রহিম তোমার কে মা?

সোফিয়া। তবে চল শের! তুমি শত্রুর বিরুদ্ধে ঘোড়া ছুটিয়ে দাও—আমি তোমার পেছু পেছু ছুটি—তুমি শত্রু ধ্বংস ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে বিশ্রাম কর—আমি অশ্বের বল্গা ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকি।

শের। কে মা তুমি?

সোফিয়া। আমিই তোমার সেই অশ্বরক্ষক—আমিই তোমার সেই রহিম।

শের। একি প্রহেলিকা খোদা! মা! মা! অপরাধ মার্জ্জনা কর—ধারণা ছিল—এ পৃথিবীতে শুধু আমিই হুমায়ুনের শত্রু—বল মা! সন্তানকে বল—মোগলের উপর তোমার এ বিদ্বেষ কেন?

সোফিয়া। কেন? আকাশকে জিজ্ঞাসা কর—বজ্রনিস্বনে সে উত্তর দেবে। বাতাসকে জিজ্ঞাসা কর—প্রলয় ঝটিকায় সে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠবে। পৃথিবীর কাছে উত্তর চাও—ভূমিকম্পে ন'ড়ে উঠে সমস্ত সৃষ্টি তার বুকের উপর থেকে ফেলে দিতে চাইবে। পাঠান বীর! আমার অনুসরণ কর—রোটাস দুর্গে তোমার সুন্দর বাসস্থান নির্দ্দেশ ক'রে দেব এস। (প্রস্থানোদ্যোগ)

শের। না মা! আগে উত্তর দাও।

সোফিয়া। তবে শুন শের! হুমায়ূন—হুমায়ূন আমার—উঃ—চোখ ফেটে জল বেরুতে চাইছে।

শের। তবে কাজ নাই—যথেষ্ট হয়েছে।

সোফিয়া। না বলব—হৃদয় দৃঢ় ক'রেছি—সেই অতীতের ঘটনা স্মরণ ক'রে আজ অট্টহাস্য করব। যেদিন চক্ষের সমক্ষে জগতের সমস্ত আলোক নিবে গেল—খোদার মধুর সৃষ্টি দেখতে দেখতে মলিন হ'য়ে গেল—সেই অভিশপ্ত দিনের কথা শুনাব। শের! প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সাম্রাজ্য শাসনে তোমার শত্রু হুমায়ূন কিন্তু আমার কে জান? আমার স্বজনহন্তার পুত্র হুমায়ুন—আমার পিতৃহন্তার পুত্র হুমায়ুন। শের! এখনও দেখতে পাচ্ছি—বিস্তীর্ণ পাণিপথক্ষেত্রে আমার পিতার ছিন্নমুণ্ড পড়ে আছে—এখনও দেখতে পাচ্ছি—দিল্লীর পাঠান সম্রাটের রাজমুকুট পাঠানের রক্তে ভেসে যাচ্ছে। এখনও শুনতে পাচ্ছি—পাঠান সম্রাট ইব্রাহিমলোডী—জনক আমার ছিন্ন মস্তকে গগনভেদী চীৎকার ক'রে বলছেন—"পাঠান! একত্রিত হও—মোগলকে ধ্বংস কর—মোগলকে ধ্বংস কর"।

দ্বিতীয় অঙ্ক

—:❋:—

প্রথম দৃশ্য ।

হুমায়ূনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হিণ্ডাল হুমায়ূনের দরবার গৃহে বিলাসে মগ্ন—নৃত্যগীত চলিতেছে ।

নর্ত্তকীগণের নৃত্যগীত ।

আয় আয় ভেসে যাই প্রেম তরঙ্গে ।
প্রণয় সাগর তীরে ভাবি মিছে বসিয়া
যা হবার হবে আয়, যাই সবে ভাসিয়া
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রাণে প্রাণে মিশিয়া
প্রেমের তরণীখানি বাহি নানা রঙ্গে ।
দূরে ফেলে, অবহেলে লাজ ভয় অভিমান—
হৃদয়ে হৃদয়ে তুলি প্রণয়ের সুখতান—
প্রণয় সুধার ধারা, পানে হ'য়ে মাতোয়ারা—
আবেশে অবশ হয়ে ভাসি এক সঙ্গে ।

নর্ত্তকীগণ । সেলাম সাজাদা !   [সকলের প্রস্থান

হিঙ্গুল। সাজাদা! সাজাদা! চিরকালই কি সাজাদা থাকতে হবে? কেন? সিংহাসনে কারও নাম লেখা আছে! কই তাত নাই! যে উপযুক্ত হবে, যার বাহুতে শক্তি থাকবে, সেই সিংহাসনে ব'সবে। এই ত সৃষ্টির নিয়ম—এই ত খোদার অভিপ্রায়। তবে কেন পৃথিবীর এ অত্যাচার—এ উন্মত্ততা!

(আবদারের প্রবেশ)

আবদার। পৃথিবীটা যে ঘুরছে সাজাদা! মাথা কি আর ঠিক থাকে।

হিঙ্গুল। কে—আবদার!

আবদার। আবদার বাপ মার কাছে আবদার—সাজাদার কাছে সাজাদার লেজ ছাড়া আর কিছু নয়।

হিঙ্গুল। তবে কি তুমি আমাকে জানোয়ার ব'লতে চাও?

আবদার। সে দুঃসাহস কি ক'রতে পারি সাজাদা! প্রকৃতির জটিল রহস্যের কথা ছেড়ে দিন—যে অতি অজ্ঞান সেও দেখতে পাবে—আকৃতিতে আপনাতে আর জানোয়ারেতে রীতিমত দুপায়ের তফাৎ হ'য়ে যাচ্ছে।

হিঙ্গুল। তাহলে কি ক'রে তুমি আমার লেজ হ'লে?

আবদার। সরলার্থ কি জানেন সাজাদা! খোদার মর্জিতে যদি মানুষের লেজ গজাত—কিম্বা সেই লেজওলা সৃষ্টিটাকে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ব'লে ভেবে নেবার শক্তি খোদা যদি মানুষকে দিতেন—তাহলে সেই শ্রেষ্ঠ বস্তু হতেন আপনি—আর আমি হতুম এই লেজ।

হিঙ্গুল। জানোয়ারকেই তাহলে তুমি শ্রেষ্ঠ বলতে চাও আবদার!

আবদার। না ব'লে খোদার কাছে অপরাধী হই কেন। আপনিই কেন দেখুন না—এই প্রথমে আকৃতিটাই ধরুন। একটা লেজ ত বেশী

আছেই—তার উপর কারও ছুট শিং কারও বড় বড় দাঁত। শক্তির কথা ধরুন—মানুষ যখন কোন রকমে একটা জানোয়ারকে পরাস্ত ক'রতে পারে তখন তার শক্তির কথা নিয়ে হৈ চৈ প'ড়ে যায়। জানোয়ার মানুষের চেয়ে দৌড়য় বেশী, লাফ দেয় বেশী, ভার বয় বেশী, সাঁতার দেয় বেশী। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য—এ সকল বিষয়ে মানুষ জানোয়ারকে পরাস্ত ক'রতে চেষ্টা করেছে বটে কিন্তু পেরে উঠছে না। মানুষের চেয়ে পণ্ডিত বেশী জানোয়ার কারণ তারা রীতিমত একটা জটিল ভাষায় কথাবার্ত্তা কয়।

হিঙাল। সব স্বীকার করছি—কিন্তু জানোয়ারের হিতাহিত জ্ঞান কোথায় আবদার?

আবদার। তা সাজাদা! জানোয়ারেও ত মানুষের মত বুড়ো বাপ মার সঙ্গে লড়াই ক'রে—ভাইকে তাড়িয়ে দেয় –পেটের ছেলেকে খেয়ে ফেলে।

হিঙাল। তাহলে তোমার মত দার্শনিকের মতে আমি হচ্ছি জানোয়ার—কিন্তু প্রমাণ কর যে তুমি আমার লেজ।

আবদার। কেন সাজাদা! আপনার ঠিক পেছুনটিতে ত আছি।

হিঙাল। আমার পেছুনে ঢের লোক ঘুরে বেড়ায়।

আবদার ঘুরে বটে—কিন্তু সাজাদা ভয়ের কথা মুখে আনতে পারি না—আপনি যখন সাহস না পান তখন যে আমি একেবারে কুণ্ডলি পাকিয়ে যাই। হাকিম যদি আপনার নাড়ী দেখে তাহলে আমার শরীরের উত্তাপ কত বেশ ব'লতে পারে।

হিঙাল। আবদার! তুমি আমার হিতৈষী।

আবদার। কথাবার্ত্তায় টের পাচ্ছেন না সাজাদা! কথাবার্ত্তায় টের পাচ্ছেন না!

হিঙ্গাল। তবে জেনে রাখ আবদার! আজ হতে এ সিংহাসন আমার—অযোগ্য হুমায়ূনের নয়।

আবদার। অযোগ্য না হ'লে সিংহাসন খালি ফেলে রেখে লড়াই ক'রতে ছুটে! কিন্তু একটা অনুরোধ সাজাদা! সিংহাসন খানা উল্‌টে নিয়ে ব'সবেন।

হিঙ্গাল। রহস্য কোরোনা আবদার! চিন্তা করতে দাও।

আবদার। রহস্য নয় সাজাদা! প্রথমতঃ অযোগ্য লোকগুলো সোজা দিকটায় ব'সেছিল—দ্বিতীয়তঃ গোলামের একটু দরাজ জায়গা চাইত। সাজাদা যখন বিনাকারণেই হঠাৎ গরম হ'য়ে উঠবেন—আমি অমনি দরাজ হ'য়ে ফুলে উঠে আপ্‌সাতে থাকব। শুধুই যে কুণ্ডলি পাকাতে হবে এমন কথা নাইত সাজাদা!

হিঙ্গাল। দেহে শক্তি থাকতে চক্ষুলজ্জার খাতিরে পরম শত্রু বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে সিংহাসন ছেড়ে দেব!

আবদার। তাকি দেয়! খুড়তুতো মাসতুতো হ'লেও বা কথা ছিল—একে আপনার পিতার পুত্র তাতে আবার বৈমাত্রেয় ভাই।

হিঙ্গাল। যাও আবদার! ঘোষণা কর এ রাজ্য আজ হ'তে আমার।

আবদার। আজ্ঞে এই চললুম।

[প্রস্থান।

(সোফিয়ার প্রবেশ।)

সোফিয়া। আমি [illegible] তাহলে আজ হ'তে তোমার হিঙ্গাল!

হিঙ্গাল। একি! [illegible]ম কি ক'রে এখানে এলে রূপসী?

সোফিয়া। সেকি [illegible]ঙ্গাল! ভুলে গেলে! এই যে তোমার সাঙ্কেতিক চিহ্ন—তুমি যখন বাদ[illegible]র প্রতিনিধি হ'য়ে রাজধানীতে রয়েছ তখন

এ হুকুম কে অমান্য ক'রবে! তুমি এই সেদিন লাহোরে আমাকে বললে যে তুমি যদি বাদসা হও তাহলে আমি হব তোমার প্রধানা বেগম—এত শীঘ্র সে কথা ভুললে চলবে কেন!

হিণ্ডাল। না না ভুলিনি—তুমি এসেছ বেশ করেছ।

সোফিয়া। এসেছি একটা মস্ত বড় কথা তোমাকে ব'লতে—দেখ সিংহাসন যদি নিতে চাও তবে এই মুহূর্ত্তে ঐ বৃদ্ধ বহলুলকে হত্যা কর তা না হলে কোন কার্য্য সিদ্ধ হবে না।

হিণ্ডাল। সেকি বলছ—বৃদ্ধ যে আমাদের কোলেপিটে ক'রে মানুষ করেছে।

সোফিয়া। তাহলেই তুমি বাদশা হয়েছ—না—তোমার পেছু এতদিন বৃথা ঘুরিছি।

হিণ্ডাল। রাগ করনা প্রিয়তমে! একটা অপরাধও ত পেতে হবে।

সোফিয়া। বিনা অপরাধে হত্যা ক'রতে হবে। আর যদি অপরাধ তুমি চাও—একটু অনুসন্ধান কোরো—পাবে—তারপর দিল্লী আক্রমণ—এখন আমি চললুম—আবার দেখা হবে—

[প্রস্থান।

হিণ্ডাল। তা ঠিক বলেছে—অপরাধ যদি খোঁজা যায়—নিরপরাধীরও অপরাধ একটু অনুসন্ধানে পাওয়া যায়—ঠিক বলেছে।

(আবদারের প্রবেশ)

আবদার। ঘোষণা ক'রে এলুম জনাব!

হিণ্ডাল। কোথায় ঘোষণা ক'রলে?

আবদার। আজ্ঞে রান্নাঘরে যে যেথানে ছিল—এই ভাঁড়ার ঘরে—

হিণ্ডাল। আবদার! সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যে দুন্দুভিধ্বনিতে ঘোষণা কর—মোগল সম্রাজ্ঞী দিলদার বেগমের পুত্র হিণ্ডাল থাকতে ভিখারিনী

পুত্র অকর্ম্মণ্য হুমায়ুন এ সিংহাসনের কেউ নয়। যে প্রশ্ন ক'রবে আমি তার শিরশ্ছেদ করব!

(সেখ বহলুলের প্রবেশ)

বহলুল। রাজ্যে কে তাহলে থাকবে সাজাদা ?

হিণ্ডাল। তুমি থাকলেই যথেষ্ট হবে। সেখজী! সহায় হও—পদমর্য্যাদা অক্ষুন্ন থাকবে।

বহলুল। মোগল সম্রাটের জয় হ'ক—সেখজীর পদমর্য্যাদা অক্ষুন্নই আছে।

হিণ্ডাল। মোগলের উন্নতি অবনতি তোমার অনুগ্রহের উপর নির্ভর ক'রবে—আমার সহায় হও—

বহলুল। মোগলের গোলাম আমি—

হিণ্ডাল। নূতন ক'রে রাজা গ'ড়ে দোব—তুমি তার স্বাধীন অধিপতি হবে। সহায় হও—

আবদার। হ'ন সেখজী! সহায় হ'ন। আপনি মন্ত্রী—আমি সেনাপতি—

বহলুল। তার আগে যেন চিরজনমের মত স্বাধীনতা লাভ হয়—

হিণ্ডাল। তবে তাই হ'ক—সিংহাসনের একমাত্র অন্তরায় দূর হ'ক (ছোরা বাহির করিয়া আঘাত)

বহলুল। উঃ (পতন) খোদা! খোদা! (পুনঃ আঘাতের চেষ্টা)

আবদার। একেবারে মারবেন না—দগ্ধে মারুন।

[ছোরা কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান।

বহলুল। সাজাদা! বড় প্রবল অন্তরায় একজন আছেন—আশীর্ব্বাদ যাঁর মুক্ত আকাশের মত উদার প্রসারে ছড়িয়ে আছে—অভিসম্পাত যাঁর ক্রুদ্ধ ঝঞ্ঝার মত অধার্ম্মিককে ধ্বংস ক'রে দেয়। উঃ

সাজাদা! কোলে পিঠে ক'রে তোমাদের মানুষ করেছি—এই তার প্রতিদান!

হিঙ্গাল। কুক্কুর কুক্কুর এখনও স্পর্দ্ধা! (পদাঘাত)

বহলুল। আর না—আর না—কে আছ হুমায়ুনকে রক্ষা কর।

হিঙ্গাল। চীৎকার করিস না কুক্কুর! (পদাঘাত)

বহলুল। উঃ উঃ—খোদা—(মৃত্যু)

(বেগে হিঙ্গাল জননী দিলদার বেগম, আবদার ও দুইজন খোজা প্রহরীর প্রবেশ)

দিলদার। হিঙ্গাল! তোর মস্তকে এখনও বজ্রাঘাত হয়নি! ক'রেছিস কি? সেখজী! সেখজী! হায় হায় ফুরিয়ে গেছে। (খোজাদের প্রতি) যাও—তোমরা এই মৃতদেহ আমার পালঙ্কে রক্ষা করগে। আমি এ পবিত্র দেহ পুষ্পে সজ্জিত ক'রে মোগলের সম্মুখে ধ'রব—দুন্দুভিধ্বনিতে তাদের ব'লে দেব—এই মহাত্মা মোগলের সিংহাসন রক্ষা ক'রতে রাক্ষস হিঙ্গালের হস্তে প্রাণ দিয়েছেন। যাও—(তথাকরণ)

হিঙ্গাল। জননী! এই বিশ্বাসঘাতক শেরখাঁর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রেছিলো।

দিলদার। হিঙ্গাল! মার সম্মুখে মিথ্যা বলিস না, জিহ্বা খ'সে যাবে। যৌবনে যে তোদের জনকের মত উপদেশ দিয়েছে—সেই নিরীহ ধর্ম্মপ্রাণ সেখজীকে যখন তুই হত্যা করেছিস তখন তুই আমাকেও হত্যা ক'রতে পারিস।

হিঙ্গাল। জননী! আজ হ'তে তুমি সম্রাট জননী।

দিলদার। হুমায়ুন সুখে থাক—তোর অনুকম্পায় আমি পদাঘাত করি।

হিণ্ডাল। জননী! হুমায়ুন তোমার স্বপত্নী পুত্র—আমার শত্রু—তোমার শত্রু—

দিলদার। হুমায়ুন যদি আমার পুত্র হ'ত—আমি তাহলে ভাগ্যবতী হ'তুম। হিণ্ডাল! ঘাতক! পিতৃহারা হয়ে যে ভাইয়ের স্নেহে ঘুমিয়ে প'ড়েছিলি—সাম্রাজ্যের হানি ক'রে নিজ প্রতিপত্তি হ্রাস ক'রে যে ভাই তোদের প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন রেখেছিল সেই ভাইয়ের বিরুদ্ধে আজ অস্ত্র ধরেছিস! হিণ্ডাল! তোর জননী আমি—তথাপি অভিসম্পাত করছি সারাজীবন সিংহাসন সিংহাসন ক'রে যেন ছটফট ক'রতে হয়।

[প্রস্থান।

হিণ্ডাল নারী! এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি মোগল সম্রাট মহিষী হয়েছিলে! কিন্তু আবদার! তুমি আমার শত্রু—হাত থেকে ছোরা কেড়ে নিয়েছ—এই উন্মত্তা রমণীকে ডেকে এনেছ।

আবদার। বান্দার গোস্তাকি মাপ হয়—সে ছোরার আর এক ঘা খেলেই তখনি শেষ হ'য়ে যেত—দগ্ধাতে পেত না—আর এমন জিনিস—পাঁচজনকে না দেখাতে পারলে কি আমোদ হয়!

হিণ্ডাল। বেশ ক'রেছ—কিন্তু নারী! যাও নির্ব্বোধ তুমি—কাজ নাই তোমার আশীর্ব্বাদে।

[প্রস্থান

আবদার। নির্ব্বোধ ত হবেই সাজাদা! একে মা—তাতে তোমার মা—কিন্তু উঃ কি ভীষণ আঘাত—রক্ষা ক'রতে পারলুম না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চুনার দুর্গাভ্যন্তর।

(গাজিখাঁ তামাক খাইতে খাইতে প্রবেশ করিল)

গাজি। ছিলুম সহকারী—কেমন কৌশল ক'রে দুর্গাধ্যক্ষকে হতে ক'রলুম—এখন আমায় ধরে কে! হুমায়ুন এখন নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত—হাঃ—হাঃ—এখন আমি সর্ব্বেসর্ব্বা।

(নেপথ্যে সঙ্গীত

ঐ ঐ বুঝি আসছে—আহাহা—যদি সম্ভব হ'ত—এ গানের ছবি তুলে রাখতুম। কিন্তু বাদসাই তামাকটা পুড়ে গেল—যাক—তামাক আর মেয়ে মানুষ—অনেক তফাৎ—

(মোগল সৈনিক বেশে সোফিয়ার প্রবেশ)

সোফিয়া। না সাহেব! দুটই প্রায় এক রকম—দুটতেই দুনিয়াটাকে ভারি মজগুল ক'রে রেখেছে। বেশ ক'রে ভেবে দেখ দেখি সাহেব! কুণ্ডলি পাকান ধোঁয়াটুকু ঠিক মেয়েমানুষের কোঁকড়া চুলের মত কি না—একটু রংয়ের তফাৎ বটে। সেই ডাকটুকু ঠিক মেয়েমানুষের গানের মত কি না—আর সেই মুহুর্মুহুঃ চুমুকটুকু রমণী অধর চুম্বনের মত কি না। বল সাহেব! বল—তবু আমি তামাকও খাই না—মেয়েমানুষের চুমুও খাই না।

গাজি। হাঃ হাঃ—এসেছো—এসেছো! আমি মনে ক'রেছিলুম—দুটাদিন মাত্র এসে, আমায় মজিয়ে রেখে—আমার গলায় ফাঁস পরিয়ে, পায়ে বেড়ী পরিয়ে—আমার—আমায়—

সোফিয়া। (স্বগতঃ) তোমার গোরের ব্যবস্থা ক'রে–

গাজি। আমায় জ্যান্ত গোরে দিয়ে—

সোফিয়া। ও কি কথা সাহেব!

গাজি। বুঝি ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেলে আর এলেনা।

সোফিয়া। না এসে কি থাকতে পারি—

গাজি। বিবি—বিবি—বিবি

সোফিয়া। চুপ চুপ—বিবি বিবি ক'রে চেঁচিও না।

গাজি। কুচ পরোয়া নেই। মোগল বাদশা আমাকে দুর্গের মালিক ক'রে দিয়ে গেছে, আমি ডরাই কাউকে। তোমায় এ পোষাকটা দিয়ে ভাল করিনি বিবি! তোমার জৌলস ঢাকা প'ড়েছে।

সোফিয়া। এই পোষাকটা না পেলে, তোমায় দেখতে না পেয়ে আমি পাগল হ'য়ে যেতুম।

গাজি। কুচ পরোয়া নেই—আর তোমায় কষ্ট ক'রতে হবে না—তুমি এলো চুলে আলুথালু হ'য়ে ছুটে এসে আমার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। বিবি! মুখ শুকিয়ে গেছে—একটু সরাপ বিবি! মুখের টোল টাল গুলো তুলে নাও, গালের গোলাপি আভা ফুটে উঠুক।

(ছুটিয়া ঘরের ভিতর হইতে পূর্ণ পাত্র মদ ও একটা গেলাস লইয়া আসিল)

সোফিয়া। (স্বগতঃ) এইবার মজালে।

গাজি। (এক গ্লাস পূর্ণ ক'রে) এস বিবি এস।

(মুখের কাছে ধরিল)

সোফিয়া। (হাত ধরিয়া) সাহেব! আহা! তোমার হাত কি নরম সাহেব! (হাত ধরিয়া সাহেবের মুখের কাছে লইয়া যাইল) আহা তোমার দাঁতগুলি মুক্তোর মত।

(সাহেব আহ্লাদে হাঁ করিয়া ফেলিল, সোফিয়া তাহার মুখে ঢালিয়া দিল)

গাজি। মিছরির পানা, মিছরির পানা, বিবি। তোমার হাত যে আমার চেয়ে মিষ্টি, আমার চেয়ে নরম।

সোফিয়া। আমার কথা কি রাখবে সাহেব! আমার রূপও নেই—যৌবনও নেই।

গাজি। বিবিজান! তোমার কথা রাখব না! আর এক গেলাস খেতে বলবে ত—বলনা—বলনা।

সোফিয়া। এত ভালবাস আমাকে সাহেব! মুখের কথাটা টেনে নিয়ে বলেছ—তোমায় আমি খেতে ব'লব! ছিঃ তোমার মুখে তুলে দেব—এস দাও। (তথাকরণ)

গাজি। দাও জান! আমি হাঁ ক'রে থাকি—তুমি ঢালতে থাক (তথাকরণ)।

সোফিয়া। যত তুমি হাঁ করছ সাহেব! তত তোমার দাঁতগুলো ঝক্ ঝক্ ক'রছে! আচ্ছা—সাহেব! এক নিশ্বাসে সবটা শেষ ক'রতে পার?

গাজি। ধর জান! তোমার আতোর মাথা তুলোর হাতে আমার নাকটা টিপে ধ'রে ঢেলে দাও—দেখ—তোমার কথায় আমি কি না পারি।

সোফিয়া। আচ্ছা তুমি আমায় কেমন ভালবাস দেখব আজ। (গাজিখাঁর ক্রমাগত পান) হাঁ—তুমি আমার কথায় সব পার। আচ্ছা সাহেব! নাচতে পার? নাচ দেখি—আমি একখানা গান ধরি—

গাজি। বেশ বেশ—এই আমি আরম্ভ করলুম (নৃত্য)।

সোফিয়া। তাইত কি গান গাই—আচ্ছা—

(গীত)

নাচে আমার মিঞা!
যেমন দুধ ছোলা দেখে নাচে দাঁড়ে ব'সে টিয়া।
বাঁশীর রবে নাচে ফনী আর হরিণ ছানা
তালে তালে নাচে হাতী বাজিলে বাজনা॥
আবার দড়ির টানে নাচে ভালুক হেলিয়া দুলিয়া।
তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে নাচে আমার মিঞা।

গাজি। বিবিজান! বিবিজান! (পতন ও অজ্ঞান হওন)

সোফিয়া। এই আমি চাই—(সমস্ত পরিধেয় অনুসন্ধান) পেয়েছি—পেয়েছি—বন্দীর ঘরের চাবি পেয়েছি—যাই, থাক্ তুই শয়তান।

[বেগে প্রস্থান।

গাজি। (শুয়ে শুয়ে) নাচে আমার মিঞা—নাচে আমার মিঞা—বেশ বিবিজান! আরও কাছে এস—আরও কাছে—নাচে আমার মিঞা! নাচে আমার—

(দ্রুতবেগে আদিলকে লইয়া সোফিয়ার প্রবেশ)

সোফিয়া। চল্লুম সাহেব—সেলাম—

গাজি। ও আবার কে বিবিজান!

সোফিয়া। ও তোমার যম। (পিস্তল উত্তোলন)

গাজি। এ্যাঃ এ যে বন্দী—বন্দী—

সোফিয়া। চেঁচিয়োনা শয়তান—অনেক উপকার করেছ—এই তার পুরস্কার।

আদিল। না না মেরোনা—শয়তানকে তার, শয়তানির চরম সীমায় দাঁড়াতে দাও—

সোফিয়া। আচ্ছা মারবনা—উপস্থিত তুমি যাতে আমাদের পেছু নিতে না পার—সেইজন্য তোমার একটা পায়ে একটু দরদ দিয়ে যাই।

[গুলিকরণ ও উভয়ের প্রস্থান।

গাজি। উঃ হুঃ হুঃ—শয়তানি—শয়তানি—পালাল, পালাল—আওরাৎ আওরাৎ—(উত্থান ও কিঞ্চিদ্দূর যাইয়া পতন) উঃ হুঃ হুঃ—পালাল—পালাল—আওরাৎ আওরৎ (উত্থান ও কিঞ্চিদ্দূর যাইয়া পতন) পালাল—পালাল—

[উত্থান—ও প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লীর উপকণ্ঠ ;

শিবির।

হিণ্ডাল, কামরান ও আবদার।

হিণ্ডাল। স্পর্দ্ধা দেখলে দাদা!

আবদার। শুধু দেখলেন—একেবারে হাঁ হ'য়ে গেছেন।

কামরান। দিল্লীর প্রভুত্ব পেয়ে সেই রাফি-উদ্দিনের এতদুর ঔদ্ধত্য!

আবদার। গাধা বলে কিনা—সম্রাটকে পরাস্ত করলেও দিল্লী ছেড়ে দেব না। নিতান্ত বালক—এত ক'রে ভয় দেখালেন—একটু ভয় খেলেনা সাজাদা! এমন একটা আহাম্মুককে কি ব'লে হুমায়ূন দিল্লী দুর্গ রক্ষার ভার দিয়ে গেছেন তা ত বুঝলুম না।

হিণ্ডাল। যাক—আমাদেরও এখন দরকার নাই।

আবদার। তা যা বলেছেন সাজাদা! যখন কিছুতেই হ'লনা—তখন কি দরকার। গাধা দিল্লী নিয়ে ধুয়ে থাক।

হিণ্ডাল। আমি কিন্তু ছাড়ছি না দাদা! তোমাকে আগ্রার সিংহাসনে বসিয়ে তোমার হুকুম নিয়ে দিল্লী ধ্বংস করবই।

কামরান। না ভাই—আমি সিংহাসন চাই না। বেশ ক'রে ভেবে দেখেছি—তুমিই সিংহাসনের উপযুক্ত—আমি শুধু ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন ক'রেছি ভাই! আমাকে রেহাই দিও।

হিণ্ডাল। তা কি হয় দাদা! বৈমাত্রেয় হ'লেও তুমি আমার জ্যেষ্ঠ! তুমি থাকতে—না—তা আমি পারব না।

কামরান। তবে আমায় বিদাও দাও ভাই! রাজ্যের বোঝা মাথায় নিতে পারব না।

আবদার। মারামারিতে কাজ নাই সাজাদা! আমার মাথায় চাপিয়ে দিন—ঘাড় ভেঙ্গে যায়—আমারই যাবে।

কামরান। বরং পারিশ্রমিক স্বরূপ তোমার আবদারকে আমায় দিও—তাহ'লেই যথেষ্ট হবে।

আবদার। সাজাদা! রক্ষা করুন, দুরকম জল হাওয়ায় পেটের অসুখ ক'রবে।

হিণ্ডাল। না দাদা—বোঝা মাথায় নিতে হয়—আমি নেব—তোমাকে আমি ছাড়বো না।

কামরান। ছাড়তেই হবে—দুনিয়ার বাদশাগিরিতেও কামরান নারাজ। কিন্তু ভাই। রাফিউদ্দিনকে শাস্তি দিয়ে তবে দিল্লী ছেড়ে যাওয়া উচিত।

আবদার। ঠিক বলেছেন সাজাদা! ভয় খেতে কি আছে—দুচারটে ফাঁকা আওয়াজও করুন।

হিণ্ডাল। বেশ—তুমি একটু অপেক্ষা কর—আমার সৈন্য বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে—তাদের একবার আমি জিজ্ঞাসা করি।

[হিণ্ডালের প্রস্থান।

(আবদার বিস্মিত হ'য়ে মাটীর দিকে তাকাইয়া রহিল)

কামরান। আবদার! অবাক হ'য়ে দেখছ কি?

আবদার। ইঁদুরে বেড়াল ধরেছে সাজাদা!

কামরান। কি রকম! কোথা হে?

আবদার। আজ্ঞে হাঁ—ঠিক ধরেছে—বেড়ালটা বেশ বড় রকমের—নিজের শরীর নিজে ভাল ক'রে দেখতে পায় না—তার উপর

ঘুমিয়ে প'ড়েছে—আর ইঁদুরটা যেমন ছোট তেমনি চালাক—ল্যাজের আড়াল থেকে ল্যাজ কামড়ে ধ'রেছে—এই কেটে নিয়ে পালায় আর কি।

কামরান। বেড়ালটাকে জাগিয়ে দাও না আবদার!

আবদার। বেড়ালটা বড় ম্যাদা। পেটের জ্বালায় লাহোর থেকে ছুটে এসেছে কিন্তু ল্যাজের জন্য বুঝি—

কামরান। আবদার! হেঁয়ালী রাখ—স্পষ্ট বল।

আবদার। তাতে আমার লাভ।

কামরান। লাভ যথেষ্ট হবে। তুমি যা চাইবে তাই দেব।

আবদার। তাহলে আগ্রার সিংহসনখানা।

কামরান। রহস্য ক'রনা আবদার! আমাকে বিশ্বাস কর।

আবদার। রহস্য নয় সাজাদা! এ আবদার—আর বিশ্বাসের কথা কি জানেন—তেমন হয় না। কিন্তু আপনার উপর আমার কি একটা বড় শক্ত টান প'ড়েছে—দেখবেন গরীব যেন না মারা যায়।

কামরান। আবদার! কামরান থাকতে তোমার ভয় নাই—বল, শীঘ্র বল।

আবদার। সাজাদা! আপনি বোধ হয় বন্দী হ'য়েছেন।

কামরান। কি রকম! (চতুর্দ্দিক চাহিয়া) আমি বন্দী!

আবদার। সেই জন্যই শিবিরে আপনাকে আহ্বান করা হ'য়েছে। সিংহাসনের একমাত্র কণ্টক এখন আপনি।

কামরান। এ কি সত্য!

আবদার। মিথ্যা মনে হয়—একটু দাঁড়িয়ে পরখ করুন—আর সত্য মনে হয়—এখনও পথ থাকলেও থাকতে পারে—পালান।

কামরান। ঘটে! হিঙাল! আমার উপর এক চাল! আঁবদার! যদি আজকার যুদ্ধে জয়ী হই তবেই—নতুবা এই শেষ।

[বেগে প্রস্থান।

(বিপরীত দিক হইতে হিঙালের প্রবেশ)

হিঙাল। আবদার! দাদা কই—

আবদার। স'রে পড়ুন সাজাদা! বড় বেগতিক—সাজাদা আপনাকে বন্দী করবার জন্য ফৌজ আনতে গেছেন—শীঘ্র পালান সাজাদা!

হিঙাল। সেকি!

আবদার। স'রে পড়ুন সাজাদা! বড় বেগতিক—আপনি উপযুক্ত থাকতে তিনি কি সিংহাসনে ব'সতে পারেন—তাই পরিষ্কার ক'রে নিচ্ছেন। স'রে পড়ুন—ল্যাজ কুণ্ডলি পাকিয়েছে।

হিঙাল। তাইত! আমি যে আগ্রায় নিয়ে গিয়ে শেষ ক'রব মনে করেছিলুম।

আবদার। স'রে পড়ুন—স'রে পড়ুন।

হিঙাল। স'রে পড়ব কি হে—হিঙালের দেহেও শক্তি আছে।

আবদার। তবে কোমর বেঁধে দাঁড়ান। (নেপথ্যে বন্দুক শব্দ) ঐ—ঐ—এসে প'ড়েছে—আপনার ল্যাজটা আগে বাঁচিয়ে রাখি সাজাদা! [বেগে প্রস্থান।

(অসি হস্তে কামরানের বেগে প্রবেশ ও অসির আঘাত)

(হিঙালের অসি নিষ্কাষণ ও আঘাত প্রতিহত করণ)

কামরান। হিঙাল! কুক্কুর! মোগল সিংহাসন আমার।

হিঙাল। (যুদ্ধ করিতে করিতে) সাবধান্ কামরান! প্রাণ হারাবে—সিংহাসন আমার।

(যুদ্ধ ও কামরানের ফৌজের প্রবেশ)

কামরান। বন্দী কর—বন্দী কর—সিংহাসনের সম্মুখে হত্যা ক'রব।

(সকলে চতুর্দ্দিকে আক্রমণ করিতেছে দেখিয়া হিণ্ডালের পলায়ন)

চলাও—চলাও— [সকলের প্রস্থান।

(আবদারের প্রবেশ)

আবদার। কেয়াবাৎ—আবদার কেয়াবাৎ! হিণ্ডাল! শয়তান! তোমাকে তাড়িয়েছি—আগ্রার অনেককে হাত ক'রেছিলে—আর কামরান! তুমি এবার আগ্রায় যাবে। চল -তোমাকেও তাড়াব - যতদিন সম্রাট না ফিরে আসেন, ততদিন আবদারের বিশ্রাম নাই। খোদা! খোদা! তুমিই রক্ষা কর্ত্তা তুমিই রক্ষা কর্ত্তা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রোটাস দুর্গ।

শেরখাঁ ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মুবারিজ।

শের। মুবারিজ! আদর ক'রে তোমায় বুকে জড়িয়ে ধ'রেছিলুম এই তার পুরস্কার! মুবারিজ! তুমি অলস লম্পট মদ্যপায়ী—এই কিশোর বয়সে তুমি ব্যভিচারের প্রতিমূর্ত্তি। সহস্রবার তোমাকে আমি নিষেধ করেছি—সহস্রবার তুমি তা উপেক্ষা ক'রেছ। প্রতিমুহূর্ত্তে তোমাকে কঠিন শাস্তি দেব ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি -তোমার পিতার মুখ মনে প'ড়েছে -আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও ভেসে গেছে—কিন্তু আর না—

মুবারিজ। আমাকে বিদায় দিন—

শের। বিদায় দেব! কোথায় যাবে মুবারিজ?

মুবারিজ। যে দিকে দুচক্ষু যায়।

শের। কি খাবে মুবারিজ?

মুবারিজ। খোদা যা মিলিয়ে দেন।

শের। খোদার নাম মনে আছে তোমার! কিন্তু অলস লম্পটকে খোদা সাহায্য করেন না।

মুবারিজ। অনশনেও ত অনেক লোক মরে।

শের। সেও ভাল! মুবারিজ! মানুষ হ'য়ে জন্মেছ—এতবড় পৃথিবীটা একদিন চোখমেলে দেখলে না! এমন কর্ম্মের জীবন—নিশ্চিন্ত আলস্যে কাটিয়ে দিলে! খাদ্যের ভাণ্ডারে বসে অনশন বেছে নিলে! তা হবে না—চিন্তা কর—অমৃত আস্বাদে পরমায়ু বৃদ্ধি ক'রবে না বিষপান ক'রে আত্মহত্যা ক'রবে?

মুবারিজ। আমাকে বিদায় দিন।

শের। তোমার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিলুম! কোন্ হ্যায়। (প্রহরীর প্রবেশ)

মুবারিজ। কারাদণ্ড! কেন? আপনার কি অধিকার—

শের। যাও—এই দুর্ব্বৃত্তকে কারারুদ্ধ কর—অবাধ্য হয়—বল প্রয়োগ কর। এই রোটাস দুর্গ যতদিন আমার অধিকারে থাকবে, মুবারিজ এ দুর্গের বন্দী; যে মুক্ত ক'রে দেবে তাকে এই কারাগারে প'চে ম'রতে হবে। যাও—

প্রহরী। আইয়ে জনাব।

[প্রহরীর সহিত মুবারিজের প্রস্থান।

শের। আমার কি অধিকার! মুবারিজ! তুমি আমার সেই

নিজামের পুত্র—আমার কি অধিকার! না মুবারিজ! এ অধিকার নয়—এ আমার স্নেহের কর্ত্তব্য।

(চাঁদের প্রবেশ)

চাঁদ। বাবা! মুবারিজ নিতান্ত অবোধ।

শের। যথেষ্ট সময় দিয়েছিলুম মা! বুঝতে একটু চেষ্টা পর্য্যন্ত ক'রলে না।

চাঁদ। বাবা! মুবারিজ পিতৃমাতৃহীন অনাথ।

শের। মা! তাই তার অত্যাচারগুলি এতদিন স্নেহের আবদার ব'লে নীরবে সহ্য ক'রে এসেছি।

চাঁদ। ক্ষমার চেয়ে কঠিন দণ্ড বুঝি বিধাতা সৃষ্টি করেননি—দণ্ড ঘৃতাহুতির মত হিংসাগুণে জ্বলে উঠে—ক্ষমা বহ্নিতেজে শয়তানের প্রাণ গলিয়ে প্রেমের উৎস প্রবাহিত করে।

শের। এ বিধান অন্ধের জন্য নয় মা! চক্ষের জ্যোতিঃ আছে যার—শুধু একটা আবরণে সে দীপ্তি যার ঢাকা আছে—এ বিধান তার জন্য। চাঁদ! যাবজ্জীবন কারাদণ্ড শুনেও মুবারিজ আমার বিরুদ্ধে তার হাত দুটো পর্য্যন্ত তুললে না! সে যদি আমার কটাক্ষ উপেক্ষা ক'রে সদর্পে একবার সোজা হ'য়ে দাঁড়াত—বুঝতেম—কীটে দংশন করেছে মাত্র—অন্তঃসার শূন্য করেনি। আনন্দে আমি ক্ষমা করতেম চাঁদ!

চাঁদ। আজ হ'তে মুবারিজের ভার আমায় দাও বাবা!

শের। না না তা হয় না—তুমি ত বলেছ—উৎপীড়ন নইলে—

চাঁদ। বাবা! তুমি ভীরু—

শের। কন্যার মুখে এ বড় মিষ্ট ভৎসনা! তুমিই ত একদিন মুবারিজের বিরুদ্ধে আমাকে উত্তেজিত করেছিলে মা! না মা—তোমার অপরাধ কি! এ যে স্নেহের কর্ত্তৃত্ব!

চাঁদ। বেশ ক'রেছ বাবা! তুমি দুর্ব্বলকে শাস্তি দিতে বড় ভালবাস কিন্তু ভয়ে মোগলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছ না।

শের। ভয়ে! না মা! বড় ক্লান্ত আমি—একটু বিশ্রাম করছি—চিন্তা করছি—চূণারে হুমায়ূনের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ, নিম্মম অত্যাচারের কঠিন শাস্তি, কঠোর হ'তে কঠোরতর কি ক'রে হবে।

চাঁদ। বাবা! বর্ষায় দেশ ভেসে গিয়েছে—একপা এগুবার বা একপা পেছুবার শক্তি হুমায়ূনের নাই। দিল্লীতে বিদ্রোহ—আগ্রায় বিশৃঙ্খলা। এ সুযোগ যদি ছেড়ে দাও বাবা! তাহলে বুঝি আর আসবে না।

শের। না মা! ছেড়ে দেব না—আমার চিন্তার শেষ হ'য়েছে। আচম্বিতে আমি মোগল শিবির আক্রমণ ক'রব। চাঁদ! ছিন্ন হস্ত আমার সেই গোলন্দাজ সৈন্যের মূর্ত্তি দেখতে পাচ্ছি। চক্ষের জল মুছবার শক্তি নাই—পরিশ্রম ক'রে উদর পূর্ত্তি করবার সামর্থটুকু মোগল কেড়ে নিয়েছে। চাঁদ! এই মুহূর্ত্তে আমি আক্রমণ ক'রব—ঘুমন্ত দেশের উপর দিয়ে প্রবল বন্যার মত শুধু প্রলয় চিহ্ন রেখে ভেসে যাব। হত্যার মত দুর্ব্বার বিক্রমে মুহূর্ত্তে সহস্র মোগলকে ধ্বংস ক'রে হুমায়ূনকে দেখাব—মোগল পাঠানে কত প্রভেদ—পাঠানের প্রতিহিংসা কত ভয়ঙ্কর।

(সোফিয়া আদিলের হস্ত ধরিয়া প্রবেশ করিল)

সোফিয়া। তাই কর পাঠান বীর! এই দেখ তোমার পুত্র ফিরে এসেছে।

শের। আদিল। আদিল! (বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন)

চাঁদ। দাদা! (কাঁদিয়া ফেলিলেন)

শের। মা মা—মৃত্যুর মুখ হ'তে কেমন ক'রে ফিরিয়ে আনলে!

সোফিয়া। খোদা ফিরিয়ে দিয়েছেন সর্দার।

(জালালের প্রবেশ)

জালাল। দাদা! তুমি এসেছ! ভাই ভাই! (আলিঙ্গন)

আদিল। ভাই—এই রমণীর অনুকম্পা—এই রমণীর দুর্জ্জয় শক্তি।

জালাল। কে মা তুমি! নিস্তেজ পাঠানের দ্বারে শক্তি মূর্ত্তিতে এসে দাঁড়িয়েছ—ভক্তিহীন পাঠানের হস্তে মুক্তির ডালা বিনামূল্যে তুলে দিচ্ছ।

সোফিয়া। জালাল! খোদার করুণা—

শের। মা মা—বুকের ভেতর তরঙ্গ উঠেছে—ভাষা নাই—ফুটে বেরুতে পারছে না—চেয়ে দেখ মা! পাষাণ ফেটে আজ জল ঝরছে! তোমায় কি দেব মা!

সোফিয়া। পাঠান বীর! আমায় কি দেবে! তা কি পারবে? না—তা পারতেই হবে। সর্দ্দার! আমি কি চাই জান? আমি চাই—একটা যুগের কীর্ত্তির মাথা কেটে দিতে—একটা বিরাট স্ফূর্ত্তির গায়ে আগুন ঢেলে দিতে। পাঠান বীর! ছিন্নমুণ্ড চাই—আমার পিতৃহন্তাপুত্রের ছিন্নমুণ্ড চাই—দাও—এনে দাও—আমি সেই তপ্তরক্তমাখা মুণ্ডের উপর পাঠানের সিংহাসন পাতব—আমি হুমায়ুনের শিরে পাঠানের কীর্ত্তি গ'ড়ব। [বেগে প্রস্থান।

চাঁদ। খোদার আলো আগে চ'লে গেল—অগ্রসর হও বাবা! হিন্দুস্থানের রাজা হবে এস। [প্রস্থান।

শের। তবে চল আদিল! চল জালাল! দ্বার দিয়ে খোদার করুণা বুকের ভেতর সৃষ্টি লুকিয়ে রেখে বন্যার জোরে ভেসে চলেছে। চল আদিল—চল জালাল—সেই প্রবাহে ঝাঁপিয়ে পড়ি—অগাধ গভীরতা—অসংখ্য রত্ন—ডুব দিতে হবে—খোদার নিহিত সৃষ্টি মাথায় ক'রে তুলতে হবে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

মোগল শিবির-

হুমায়ূনের শয়ন কক্ষ।

হুমায়ূন স্বপ্ন দেখিতেছেন—অদূরে নহবৎ বাজিতেছে—সে স্বর বেশ স্পষ্ট।

হুমায়ুন। (স্বপ্নে) হিণ্ডাল! কেঁদনা (কামরান! হিণ্ডাল! ভাই! (নহবৎ কিছুক্ষণ বাজিয়া থামিল ও সম্রাজ্ঞী বেগাবেগম ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন) তাকে পারি! হিণ্ডাল! ভাই!

বেগা। জাহাপনা! (হুমায়ূন চমকিয়া উঠিলেন)

হুমায়ুন। আল্লা! আল্লা! কে? সম্রাজ্ঞী! (উঠিয়া বসিলেন)

বেগা। আজ একি ঘুমের ঘটা জনাব! দামামার ছোট ছোট মেঘমন্দ্র গুলি উষার বাতাসকে কর্ম্মের পথে নাচিয়ে দিয়ে চ'লে গেল—সানাইয়ের কতগুলি কাকুতি প্রজার প্রতিভূ হ'য়ে রাজার দ্বারে গুটিকতক অশ্রুবিন্দু রেখে গেল – কতগুলি সমবেদনা দুনিয়ার ক্ষত বক্ষে শান্তি প্রলেপ ঢেলে দিয়ে চ'লে গেল—

হুমায়ুন। তবু আমার ঘুম ভাঙ্গলো না—নয়! না, ঘুম অনেকক্ষণ ভেঙ্গেছিল স্বপ্ন দেখছিলুম। সম্রাজ্ঞী! সে আমার সোণার স্বপ্ন—মনে হচ্ছে আবার দেখি—আবার দেখি।

বেগা। সে স্বপ্ন সত্য হ'ক জাহাপনা! (হুমায়ূন উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

হুমায়ুন। না তা ব'লনা—অধর্ম্ম হবে (বল—সে স্বপ্ন সপ্তই থাক,—সে আমার সোণার স্বপ্ন!

(সহসা ঘন ঘন বন্দুকধ্বনি)

একি! এখনও যে জগতের অর্দ্ধেক প্রাণী ঘুমিয়ে আছে!

বেগা। তাইত—বোধ হয় আপনি হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন।

হুমায়ুন। হুকুম! কেন? না—এযে এলোমেলো—এলোমেলো—

(নেপথ্যে তূরীধ্বনি)

একি! এযে বাইরামের তূরী! এযে মোগলের রণভেরী (ছুটিয়া একখানি অসি লইলেন ও প্রস্থান)

(নেপথ্যে—পাঠান—পাঠান)

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। চ'লে আসুন সম্রাজ্ঞী! বড় বিপদ—

বেগা। সাবাস মোগল সাবাস! বড় বিপদ—বড় বিপদ।

প্রহরী। পালিয়ে আসুন—পালিয়ে আসুন—মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'রলে আর রক্ষা ক'রতে পারবনা।

বেগা। বাহবা বীর! বাহবা—বড় বিপদ—বড় বিপদ—যেখানে মোগল সেখানে বিপদ—যেখানে শত্রু সেখানেই মোগলের পলায়ন।

প্রহরী। সম্রাজ্ঞী! পাঠান চতুর্দ্দিকে আক্রমণ ক'রেছে। অনেক কষ্টে এখানে আসতে পেরেছি—চ'লে আসুন।

বেগা। বল—বল—অনেক কষ্টে, অক্ষতদেহে, পর্ব্বত লঙ্ঘন করে নদী পার হয়ে—

প্রহরী। চেয়ে দেখুন সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছে।

বেগা। এনাম পাবে—ভয় কি।

প্রহরী। জাহাপনার হুকুম—পালিয়ে আসুন—পাঠান এসে পড়েছে।

বেগা। চ'লে যা গোলাম। তোদের ভীরু সম্রাটকে ব'লগে—শত্রু মোগল সম্রাজ্ঞীকে ছিঁড়ে কুটে খেয়েছে।

[প্রস্থান ও প্রহরীর বিপরীত দিকে প্রস্থান।

(নেপথ্যে—আল্লা হো ধ্বনি)

(পাঁচ বৎসরের ঘুমন্ত তনয়াকে বক্ষে লইয়া সম্রাজ্ঞীর বেগে প্রবেশ)

বেগা। কি সর্ব্বনাশ ক'রলুম—কে আছ—আমার দুলারীকে রক্ষা কর—কে আছ রক্ষা কর—

(বাইরামের প্রবেশ)

বাইরাম। চ'লে এস মা! এখনও বাইরাম আছে।

বেগা। বাইরাম! তুমি আমার দুলারীকে রক্ষা কর।

বাইরাম। দাও মা—চ'লে এস—খোদা রক্ষা ক'রবেন।

[দুলারীকে লইয়া বেগে প্রস্থান।

বেগা। না—আমি যাবনা—দুজনকে তুমি রক্ষা ক'রতে পারবে না। আমার দুলারীকে তুমি রক্ষা কর—আমি মরব—

(জালাল প্রবেশ করিলেন)

জালাল। আপনি আমার বন্দিনী।

বেগা। কে? পাঠান! শত্রু! বন্দী ক'রতে এসেছ? মোগল সম্রাজ্ঞীকে বন্দী ক'রতে এসেছ? কিন্তু পাঠান! এই ছুরি খানা যদি বুকে বসিয়ে দিই। (নিজবক্ষে স্থাপন)

জালাল। তাহলে বুঝি পাঠানের বীরত্বকে মুগ্ধ ক'রে একটা আসমানের রাগিণী আসমানে মিশে যাবে। কিন্তু তাতে কাজ নাই মা! আমি চল্লম—

বেগা। না—তবেনা—আমি বন্দীত্ব স্বীকার ক'রছি। পাঠান! মোগলের মথিত শির দলিত কর—যন্ত্রণায় মোগল জোর ক'রে একবার যদি মাথা নাড়া দেয়।

জালাল। তবে এস মা।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বর্ষা সমাগমে—তরঙ্গায়িত জাহ্নবীর তীর।

(বক্ষে ঘুমন্ত শিশু—বামহস্তে জড়াইয়া তূরী ধরিয়া—দক্ষিণহস্তে অসি নিষ্কোষিত করিয়া বেগে বাইরামের প্রবেশ)

বাইরাম। এই মোগল বাবরসার সঙ্গে এসেছিলো! অসম্ভব—পাণিপথেই তাহ'লে শেষ হ'য়ে যেত। সিক্রীর রণভেরীতে মোগলের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যেতনা। সে গুলো ছিল প্রাণ—এগুলো শুধু তার কঙ্কাল। মোগল! মোগল! প্রাণ নাই—সাড়া দেবে কে! দুলারী! দুলারী! ওহোহো—এযে হাসির রাশি, ফুলের বোঝা! কাকে দেব? কোথায় নামাব! বাইরাম! এ আস্মানের চেরাগ মাটিতে নামিয়ো না।

[বেগে প্রস্থান।

(একদল মোগলকে তাড়াইয়া একদল পাঠানের প্রবেশ—পশ্চাৎ জালাল প্রবেশ করিল)

জালাল। ডুবিয়ে মার—ডুবিয়ে মার। হাজার পাঁচেক শেষ করা গেছে—আর হাজার তিনেক। তাহলেই বাস—ঐ পালাচ্ছে—চলাও।

[প্রস্থান।

(এই সময়ে দেখা গেল গঙ্গা বক্ষে একজন ডুবিতেছে ও উঠিতেছে)

হুমায়ূন। খোদা! (ডুবিয়া গেলেন—একটু পরে উঠিলেন) যে হাতে হিন্দু গড়েছ—সেই হাতে মুসলমান গড়েছ—গঙ্গায় যে হাতে জল ঢেলেছ—মক্কায় সেই হাতে মাটী ছড়িয়েছ।

(এই সময়ে একটা ভিস্তিকে তার মসক নিয়ে সেই স্থানে ভাসিতে দেখা গেল)

ভিস্তি। (মসক সম্মুখে দিয়া) এটার উপর ভর দাও—এটার উপর ভর দাও।

হুমায়ূন। কে—কে তুমি? (ডুবিলেন ও উঠিলেন)

ভিস্তি। কোন ভয় নাই—বেশ ক'রে ভর দাও।

হুমায়ূন। তুমি কি মানুষ! না—মানুষ মানুষকে ডুবিয়ে মারে। তুমি খোদার প্রেরিত—যে হও—আমাকে বাঁচাও—আমার বাঁচতে বড় সাধ (ভিস্তি সাঁতার দিয়া মসক টানিয়া কিনারায় লাগাইল ও তীরে দাঁড়াইল। হুমায়ূন কোনরূপে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিলেন) খোদা! বেঁচেছি না মরেছি। (দুই একপদ যাইতে না যাইতে অচেতন অবস্থায় ভূপতিত হইলেন, ভিস্তি বসিয়া শুশ্রূষা ক'রিতে লাগিল—কিয়ৎক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া অর্দ্ধোত্থিত অবস্থায়, ভিস্তির দিকে তাকাইয়া

হুমায়ূন। মানুষ! ভিস্তির প্রাণে এত দয়া! (উত্থান ও তন্ময় ভাবে) তোমার নাম?

ভিস্তি। আমার নাম নিজাম।

হুমায়ূন। নিজাম! বল কি চাই? বল? অর্থ চাই? মণি মুক্তা পান্না জহরৎ—কি চাই? বল—বল—তাই দেব।

ভিস্তি। একেবারে বদ্ধ পাগল—তমি ত নাচার—ফকির। এসব কোথায় পাবে?

হুমায়ূন। আমি নাচার! আমি ফকির! নিজাম! আমি কে জান? আমি—আমি—না, নিজাম! তুমিই বল—বেশ ক'রে ভেবে দেখে বল আমি কে! না—তুমি ত জান না—তবে! না—আকাশ! বলে দাও আমি কে—আমার নাম উচ্চারণ ক'রে আমার মাথায় ভেঙ্গে পড়। বাতাস! তোমার প্রলয়শ্বাসে একবার আমি কে ব'লে দাও। মাটী! আমার নাম ক'রে একবার কেঁপে উঠে ফেটে যাও—আমি তোমার গর্ভে নেমে যাই। নিজাম! আমি কে জান? ওঃ—আসমানে গড়া বিরাটকীর্ত্তি! নিজাম! আমি মোগল সম্রাট হুমায়ূন। হুমায়ূন! অর্থ কি জান? ভাগ্যবান—ওঃ দেখলে—ভাগ্য দেখলে—ঐ বর্ষাস্ফীতা উন্মত্তা গঙ্গাকে জিজ্ঞাসা কর—ব'লতে পারবে। (হস্ত হইতে অঙ্গুরী খুলিয়া প্রদান) নিজাম-এই নাও—আগ্রায় যেও—প্রাণদাতা! আমি তোমার নাম—মোগলের ইতিহাসে সোণার অক্ষরে খুদে রেখে দেব।

[বেগে প্রস্থান।

তাইত—এত আলো! এত আলো—আরে বা—বা—বা!

(সোফিয়ার প্রবেশ)

সোফিয়া। হাতে কি! এ্যাঃ—এ আংটী কোথায় পেলি? চুরি ক'রেছিস বুঝি?

ভিস্তি। না না—আমায় দিয়ে গেল।

সোফিয়া। দিয়ে গেল! কে দিয়ে গেল—কেন দিয়ে গেল?

ভিস্তি। একটা লোক গঙ্গায় ডুবে যাচ্ছিল—আমি তাকে তুললুম—তাই বল্লে আমি মোগল সম্রাট হুমায়ূন।

সোফিয়া। হুমায়ূন! কোন দিকে গেল? এতক্ষণ কত দূরে গেছে বলতে পারিস?

ভিস্তি। তা অনেকটা গেছে—ছুটে চলে গেল—

সোফিয়া। তোকে কি বলে গেল—

ভিস্তি। বল্লে—এই আংটিটা নিয়ে আগ্রায় যাস—তুই যা চাইবি—তাই দেব!

সোফিয়া। ব'লে গেল! দেখ—বড় ভাল বাদশা। তুই যাস—গিয়ে বাদশাই চাইবি—বুঝলি—ঠিক দেবে—একধার থেকে সোণা রুপো মণি মুক্তো যেখানে যা আছে সব আনতে বলবি—তার পর তোর যে যেখানে আছে—সবাইকে ডেকে বিলিয়ে দিবি। তাহ'লে আর তোদের ভিস্তিগিরি ক'রতে হবে না। আর তোর মসকটাকে টাকার মত গোল গোল ক'রে কাটিয়ে বলবি যে আমি এগুলো সোণার দামে চালাতে চাই—বুঝলি—তাহলে তোর একটা নাম থেকে যাবে। এই দিকে গেল বললি না?

[বেগে প্রস্থান।

ভিস্তি। হাঁ—হাঁ—মাগী ও বেশ ব'লে গেল—যেতে হবে—যাক—আপাততঃ পিরদীম জালবার তেল খরচটাত বেঁচে গেল—উঃ এত আলো—এত আলো!

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

(মোগল সম্রাজ্ঞী বেগা বেগম)

বেগা। হাতে ক'রে বিষ খেয়েছি—মরতেই হবে। সাধ করে দস্যুর হাতে ধরা দিয়েছি মান মর্য্যাদা সব যাবে। হায়—হায়—কি সর্ব্বনাশ ডেকে আনলুম।

(সোফিয়ার প্রবেশ)

সোফিয়া। কি ভাবছ বেগম সাহেবা ?

বেগা। ভাবছিলুম একটা অতীতের ইতিহাস—এখন ভাবছি শেরখাঁই বা কে—তুমিই বা কে—আমিই বা কে ?

সোফিয়া। এ আর বুঝতে পারলে না মোগল সম্রাজ্ঞী! শেরখাঁ একজন অত্যাচারী দস্যু—আমি সেই দস্যুকে দুনিয়ার রত্নের ভাণ্ডার দেখিয়ে দিই—আর তুমি—মোগল সম্রাজ্ঞী! আজ আমাদের লুণ্ঠিত রত্ন, ভাণ্ডার লুণ্ঠন ক'রে মোগলের হাত হ'তে তোমাকে ছিনিয়ে এনেছি।

বেগা। স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব স্বীকার ক'রেছি—শেরখাঁর সাধ্য কি।

সোফিয়া। গর্ব্ব করবার বিষয় বটে। তা ভালই ক'রেছিলে বেগমসাহেবা! তা না হলে গঙ্গায় ডুবে জাহান্নমের পথ পরিষ্কার ক'রতে হ'তো

বেগা। কেন ?

সোফিয়া শুননি ? তোমার সমস্ত সৈন্য আমরা গঙ্গার জলে ডুবিয়ে দিয়েছি। আগ্রায় ফিরে যেতে কাউকে দিইনি। একটা পুরুষ একটা ঘুমন্ত শিশুকে নিয়ে পালাচ্ছিল। তাদের দুজনকে একসঙ্গে জলে ডুবিয়েছি—পুরুষটার জান্ বড় কঠিন কোন রকমে উদ্ধার পেলে—কিন্তু সেই ঘুমন্ত শিশু আহা! ঘুম ভাঙ্গতে না ভাঙ্গতে জাহান্নমের পথে নেমে গেল।

বেগা। ঘুমন্ত শিশু!

সোফিয়া। আহা! এক গোছা ফুলের মত ফুটফুটে—শুনলুম নাকি—দুলারী ব'লে বাদসার এক মেয়ে ছিল।

বেগা। কি নাম—কি নাম—দুলারী ? সত্য বলছ—সত্য বলছ—

সোফিয়া। আহা! তোমার সে কি কেউ হয় বেগম সাহেবা?

বেগা। দুলারী! দুলারী! মা আমার—মা আমার—আমায় ফেলে কোথা গেলি মা!

সোফিয়া। হাঃ—হাঃ—হাঃ—আমার প্রাণের ভেতর কিন্তু কোথা হ'তে একটা জৌলস ফুটে উঠল বেগম সাহেবা! হাঃ—হাঃ—হাঃ—

বেগা। মা! মা! কেন তোকে ছেড়ে দিলুম। দুলারী! দুলারী! আমায় ফেলে কোথা গেলি মা!

সোফিয়া। হাঃ হাঃ হাঃ—দুলারী তোমায় বুঝি মা ব'লে ডাকত বেগম সাহেবা! হাঃ—হাঃ—হাঃ—

বেগা। তুমি কি পিশাচী!

সোফিয়া। হাঃ হাঃ—ধরেছ ঠিক—পিশাচী ছিলুম না—মানুষে করেছে। যেদিন একটা নূতন জগতের আলো তোমাদের মুখে এসে প'ড়ল—একটা কীর্ত্তির সূর্য্য আমাদের মাথার উপর দিয়ে রক্তের সমুদ্রে ডুবে গেল—যেদিন তোমাদের বিজয়বাদ্যে একটা ঘুমন্ত সমারোহ নেচে উঠল—পাঠানের জাগ্রত গরিমা হাহাকারে কেঁদে উঠে মূর্চ্ছা গেল—সেই দিন—মোগল সম্রাজ্ঞী! সেই দিন হ'তে পিশাচী হ'য়েছি।

বেগা। দুলারী! দুলারী! আর কাঁদব না—তুই ত এ পৃথিবীর ন'স। তুই যে আসমানের তারা—আসমানে চলে গেছিস। দে মা! খোদার রাজ্য থেকে মোগলের দেহে শক্তি দে—মোগল প্রতিশোধ নিক।

সোফিয়া। পাঠান সে শক্তি ছাপিয়ে উঠেছে বেগম সাহেবা! কিন্তু সম্রাজ্ঞী! তুমি বড় ভাগ্যবতী—ছিলে আঁধারে—এসেছ আলোকে! মোগল সম্রাজ্ঞী! একবার আমার পায়ে ধর—আমি তোমাকে পাঠান সম্রাজ্ঞী ক'রে দেব।

বেগা। দূর হ রাক্ষসী। দূর হ—আমায় কাঁদতে দে।

সোফিয়া। হাঃ হাঃ হাঃ—যথেষ্ট সময় দেব—কেঁদে ফুরুতে পারবে না। বেগম সাহেবা! এখনও ব'লছি সাবধান হও—এই উত্থান পতনের সূক্ষ্ম ব্যবধানে, এই জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে সব ভুলে যাও। চিন্তা কর—বেছে নাও—আকাশ না পাতাল—অমৃত না গরল—বেহেস্ত না জাহান্নম।

বেগা। জাহান্নম—জাহান্নম—দূর হ শয়তানি! আমার সুমুখ থেকে দূর হ'য়ে যা।

সোফিয়া। যাব—যাব—তোমাকে একটু একটু ক'রে জাহান্নমের পথে নামিয়ে দিয়ে তবে যাব। মোগল সম্রাজ্ঞী! পায়ে ধ'রতে লজ্জা হচ্ছে! হাঃ হাঃ হাঃ—ভাগ্যচক্র! ভাগ্যচক্র! একদিন আমি ছিলুম উপরে তুমি নিম্নে—তারপর তুমি উঠেছিলে উপরে—আমি পড়েছিলাম নিম্নে—এখন আবার শিখর হতে তোমায় নামিয়েছি—এবার তোমায়—হাঃ হাঃ হাঃ—দাঁড়াও—দাঁড়াও—এখনও অনেক বাকি। শোন বেগম সাহেবা—স্থির হ'য়ে শোন—শেরখাঁ তোমায় দেখে উন্মাদ হয়েছে। তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর—যদি না পার—তাহলে—উঃ—ভাবতে পার'ছ না কি বিষম সেই শাস্তি।

বেগা। খোদা! তোমার শাস্তি কি শুধু দুর্ব্বলের জন্য! শক্তিমান যে, অত্যাচারী যে, তার কাছে তোমার শক্তিও কি নীরব, নিথর—শেরখাঁকে অভিসম্পাত দিতে তুমিও কি ভয় করছ খোদা!

সোফিয়া। শেরখাঁর শক্তি খোদার শক্তিকে তুচ্ছ ক'রেছে বেগম সাহেবা! সাবধান—সহস্র রমণী তোমার মত খোদাকে ডাকতে ডাকতে শেরখাঁর অত্যাচারে ভস্মীভূত হ'য়ে গেছে।

[বেগে শেরখাঁর প্রবেশ।

(সম্রাজ্ঞী একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন)

শের। মিথ্যাকথা—মিথ্যাকথা। সম্রাজ্ঞী! মোগল সম্রাট আগ্রায় পৌঁছেচেন। অনুমতি করুন সসম্মানে আপনাকে সেখানে পাঠিয়ে দিই।

সোফিয়া। সর্দার! উন্মাদ তুমি—হাতে পেয়ে ছেড়ে দিও না—প্রতিশোধ নাও।

শের। প্রতিশোধ! রমণীর উপর অত্যাচার! খোদার বিপক্ষে বিদ্রোহ! চুপ কর মা! শেরখাঁ শঠ, খল, বিশ্বাসঘাতক কিন্তু সে যেদিন রমণীর উপর অত্যাচার ক'রতে হাত বাড়াবে সেদিন যেন তার দেহের সমস্ত গ্রন্থি শিথিল হ'য়ে যায়, হৃদয়ের সমস্ত শোণিত যেন জমাট হ'য়ে যায়।

সোফিয়া। শেরখাঁ! আমি তোমার পুত্রকে উদ্ধার করেছি—আমার আদেশ—প্রতিশোধ নাও।

শের। স্থির হ'য়ে দাঁড়াও মা! দেহের সমস্ত শোণিত তোমার পায়ে ঢেলে দিই।

সোফিয়া। আমি ছাড়ব না, মুঠোর মধ্যে পেয়েছি—প্রতিশোধ নেব।

শের। সাবধান ভুজঙ্গিনি! বিষ নিশ্বাস ছেড় না। মোগল সম্রাজ্ঞী! (জানুপাতিয়া) মাতৃস্নেহ কেমন তা ভুলে গিয়েছি—উৎপীড়নের কোলে তুলে দিয়ে জননী আমার অকালে এ জগৎ ছেড়ে চলে গিয়েছেন। পিতা অবিচার ক'রেছিলেন—বিমাতা অত্যাচার ক'রেছিলেন—বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা ষড়যন্ত্র ক'রে পদাঘাতে শেরখাঁকে দূর ক'রেদিয়েছিলো। সংসারের উপর দারুণ বীতশ্রদ্ধায় তাই সেই বাল্যের ফরিদ আজ এই নির্মম শেরখাঁর মত পাষাণ হয়ে গেছে। মোগল সম্রাজ্ঞী! মার মুখ মনে পড়েছে—মাতৃহীন আমি—তুমি আমার মা, আমি তোমার সন্তান।

বেগম। পাঠানবীর! পাঠানবীর! এত উচ্চে তুমি! কে বলে তুমি শঠ– তুমি বিশ্বাসঘাতক—তুমি ত মানুষের মত আমার সুমুখে এসে দাঁড়াওনি! একটা বিরাট তীর্থের মত পুণ্যের জ্যোতিঃ মেখে আমার সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছ। রমজানের চাঁদের আলোর মত আমার চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়েছ। পাঠানবীর! আমি যে সব ভুলে যাচ্ছি—আমি যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ না ক'রে থাকৃতে পারছি না। শেরখাঁ! তোমার জয় হ'ক—মুক্ত কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করছি মোগলের সিংহাসন তোমার হ'ক— মোগলের মুকুট তোমার শিরে শোভিত হ'ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

হুমায়ূনের কক্ষ।

হুমায়ুন, কামরান, হিণ্ডাল, দিলদার বেগম।

দিলদার। হুমায়ুন! মৃত্যু দণ্ড দাও।

হুমায়ুন। মা, মা!

দিলদার। হিণ্ডাল নরহন্তা। হুমায়ুন! বিচার কর, মৃত্যু দণ্ড দাও।

হুমায়ুন। একি মূর্ত্তি তোমার মা!

দিলদার। কর্ত্তব্যের দ্বারে স্নেহের এ পাষাণ মূর্ত্তি। হুমায়ুন! হিণ্ডালের অপরাধে তোমার আজ এই দশা—হিণ্ডালের অত্যাচার ব্যাধির মত সাম্রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে প'ড়েছে।

কামরান। দাদা! হিণ্ডাল বালক, কুমন্ত্রণায় বিজ্ঞের প্রাণ ট'লে যায়।

দিলদার। সাবধান কামরান! পাপের পথ অবলম্বন কোরো না।

হুমায়ুন। কোন নির্জীব দেশের পাষাণ কেটে খোদা তোমাকে গ'ড়েছেন মা! মা! মা! তুমি যে হিণ্ডালের জননী! চক্ষে জল কই, বক্ষে বেদনা কই মা?

দিলদার। হুমায়ুন! কে বড়? পুত্র না ধর্ম্ম? পুত্র বাৎসল্য না কর্ত্তব্যের আহ্বান? স্বার্থের সেবা না সহস্রের আশীর্ব্বাদ? হুমায়ুন! চক্ষে জল দেখতে পাচ্ছনা? হয়ত তপ্ত অশ্রুপাতে চক্ষু গ'লে যাবে। বেদনা খুঁজছ? হয়ত বক্ষ ফেটে যাবে। তথাপি হুমায়ুন! এ খোদার পরীক্ষা—সাবধান।

হুমায়ুন। খোদার পরীক্ষা! মা! মা। তোমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য—আমি শাস্তি দেব। তবু একটু অবসর দাও মা! আমি একবার চিন্তা করব—

হিণ্ডাল। খোদা! এমন ভাই আমাকে দিয়েছ! দাদা! নরহন্তা আমি—মোহবশে তোমার মত ভাইয়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধ'রেছি—মৃত্যু দণ্ড দাও—আমি হাসতে হাসতে প্রাণ দেব। মার কথা শুন ভাই! মৃত্যু দণ্ড দাও।

(ক্রন্দন)

হুমায়ুন। হিণ্ডল! ভাই! ভাই! দুনিয়ার পায়ে ধ'রে তোমার প্রাণ ভিক্ষা ক'রে নেবো। মা! মা! হিণ্ডাল যে আমার ভাই আমার যত্নে গড়া স্নেহ। মা! মা! এরা যে আমার ভাই। আমার দেহের শক্তি, সাম্রাজ্যের ভিত্তি, মুকুটের জ্যোতিঃ। সেখজী! মহাপুরুষ! স্বর্গ হ'তে ক্ষমা কর। খোদা! তোমার [illegible] তুমি কর। অক্ষম আমি, আমায় শাস্তি দাও। আর মা! [illegible]ক কি ব'লব মা! তুমিও ক্ষমা কর। একবার কাঁদ মা! আমার [illegible] নাই কিন্তু আমার ভায়েরা আছে। আমার কামরান, আমার হি[illegible] আমার দুর্ভাগ্যের চতুর্দ্দিকে

ভাবী দৌভাগ্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। আয় হিণ্ডাল! আয় কামরান! শত্রুকে দেখাই—আজ আর আমি একা নই—

[হিণ্ডালকে লইয়া প্রস্থান।

দিলদার। হুমায়ূন! হুমায়ূন! শান্তি দিলে না! (কাঁদিয়া ফেলিলেন) তুমি যে প্রজার রক্ষক—খোদা! হুমায়ূন আজ স্নেহের দায়ে কর্ত্তব্যের বোঝা নামিয়ে দিলে—তুমি ক্ষমা কর। (চক্ষে বস্ত্র প্রদান পরে) কামরান! কই কাঁদছ না? কাঁদ কাঁদ—আর মনে মনে ঈশ্বরকে জানাও জন্মে জন্মে যেন এমন ভাই পাও।

[প্রস্থান।

কামরান। তাইত কি হল!

(আবদারের প্রবেশ)

আবদার। আজ্ঞে বোড়ের কিস্তি মাৎ—

কামরান। আবদার! ফাঁসল না—শেষে কিনা কেঁদে জিতলে!

আবদার। আজ্ঞে জনাব! সংসারে কেঁদে জেতাটা ঠিক বোড়ের চাল। একবার কেঁদে ফেললে আর পেছু ফেরবার জোটী নেই। গেল—গেল—থাকল থাকল। একবার কাণ ঘেঁসিয়ে যদি ফেলতে পারেন—তাহলে আর দেখে কে—আপনার ষড়যন্ত্রও ঘুরে গেল—অশ্বচক্রও ফেঁসে গেল—বিনা খরচায় রাজা কায়দা।

কামরান। আচ্ছা ফিরে পাটে দেখা যাবে।

[প্রস্থান।

আবদার। ঘাবড়াবেন না—একধার থেকে সব তাড়াবে তবে আবদার আগ্রা ছাড়বে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রোটাসদুর্গ।

(কারাগারে শেরখাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মুবারিজ)

(অন্তরালে চাঁদ বিষণ্ণ বদনে দাঁড়াইয়া আছে)

মুবারিজ। ওঃ—গেল—সমস্ত একহ'য়ে গেল—দুদিন পরে বুঝি মাথাটাও মাটীতে ঠেকে যাবে। তাহ'লে কি হবে! মৃত্যু যে তার চেয়ে ভাল কিন্তু মৃত্যুত হবেনা। চাঁদ যে আমায় রাজার ভোগে রেখেছে—সে যে বন্দীর আহারের আবরণে বাদসার খানা পাঠিয়ে দেয়—সে যে আমায় মানুষ করতে চেয়েছিলো। ধিক মুবারিজ! জ্যেষ্ঠতাতের উপদেশ মনে প'ড়ছে? কাঁদ কাঁদ, মৃত্যু কামনা কর পশু। না—আমি মরব—লৌহ কপাটে আছড়ে প'ড়ে মরব—তাতে যদি না ম'রতে পারি—অনাহারে মরব—রমণীর অনুগ্রহে আর বেঁচে থাকতে চাইনা—ম'রব এখনই ম'রব। (লৌহকপাটে আছড়াইতে উদ্যোগ)

(বেগে চাঁদ প্রবেশ করিলেন)

চাঁদ। মুবারিজ! মুবারিজ!

মুবারিজ। কে? চাঁদ! তফাৎ যাও—আমি ম'রব।

চাঁদ। আমি তোমাকে মুক্ত ক'রে দিতে এসেছি।

মুবারিজ। চাইনা—রমণীর অনুগ্রহ চাইনা। আমি ম'রব—

চাঁদ। মৃত্যুত তোমার হাতে নয় মুবারিজ! তার অমিত তেজ মানুষকে যখন দগ্ধ করতে চায়—সাধ্য কি মানুষের—সে প্রকোপ সহ্য করে। আবার সে যখন উদাসীন থাকে তখন সাধ্য কি মুবারিজ! তাকে ডেকে আন—এই লৌহ কপাট হয়ত ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

মুবারিজ। তা যদি যায়—আমি তাহলে একবার আলোয় গিয়ে

দাঁড়াব—চীৎকার ক'রে সকলকে ডেকে ব'লব—মুবারিজের দেহে এখনও শক্তি আছে—তবে তার প্রাণে বড় জ্বালা—সে ম'রবে তোমরা দেখ।

চাঁদ। আবার ঐ কথা মুবারিজ! প্রাণে এত অনুতাপ জেগেছে!

মুবারিজ। এতটা বুঝি হ'ত না! প্রাণ বুঝি এত কাঁদত না। তুমিই কাঁদতে শিখিয়েছ। চাঁদ! কারাগারের অন্ধকারে তোমার করুণা, তোমার আদর, তোমার যত্ন যখন দেখতে পাই তখন না কেঁদে থাকতে পারি না। চাঁদ! বড় নেমে গেছি—মানুষের শক্তির বাইরে গিয়ে প'ড়েছি—উপায় নাই—আমি মরব—নিশ্চিন্ত হ'য়ে ম'রব—লম্পট মুবারিজের জন্য কেউ কাঁদবে না।

চাঁদ। কাঁদবে বই কি মুবারিজ! কেউ না কাঁদুক একজন কাঁদবে।

মুবারিজ। চাঁদ! সে বুঝি তুমি! চাঁদ! শেরখাঁর কন্যা তুমি—সাবধান পশুর সঙ্গে সংস্রব রেখনা। মান মর্য্যাদা সব যাবে। কিন্তু চাঁদ! যদি ফিরতে পারতুম—তাহলে—না—গেছে—যাক—আরনা—আমি মরব।

চাঁদ। কিছু যায় নি মুবারিজ! পুরুষ তুমি—দেহে শক্তি আছে, বক্ষের সাহস ফিরে এসেছে, চক্ষের দীপ্তি ফুটে উঠেছে—আর ভয় কি মুবারিজ! পুরুষ তুমি ঘুমিয়ে ছিলে—উঠে ব'সেছ। বিবেক বুদ্ধি সব জেগেছে—আর কাকে ভয় মুবারিজ!

মুবারিজ। সত্য ব'লছ ফিরতে কি পারব?

চাঁদ। শুধু ভুলে যাও—যা চলে গেছে—শুধু ছেড়ে ফেল—জীর্ণ বস্ত্রের মত তোমার দেহের আলস্য—শুধু মুছে ফেল চক্ষের জল—শুধু কান পেতে শুন কর্ত্তব্যের ডাক। মুবারিজ—যাও মুক্ত তুমি—

মুবারিজ। কোথায় যাব। আমি যে কারাগারে!

চাঁদ। তুমি মুক্ত—যাও—জ্যেষ্ঠতাতের পায়ে ধরে ক্ষমা চাওগে—দয়ালু পিতা আমার তোমাকে ক্ষমা না ক'রে থাকতে পারবেন না।

মুবারিজ। আর তুমি চাঁদ! আমার জন্য এই কারাগারে পচে মরবে।

চাঁদ। ক্ষতি কি? আমি নারী, তুমি পুরুষ—তুমি বেঁচে থাকলে দেশের অনেক কাজ হবে।

মুবারিজ। চাঁদ! চাঁদ! এত ভালবাস তুমি আমাকে (হস্তধারণ)

চাঁদ। বাসি—বুঝি এত ভাল কেউ বাসে না।

মুবারিজ। আর আমি—তোমার মাথার উপর একটা অত্যাচারের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে স'রে দাঁড়াব! না—তাই যাব, তা না গেলে—আমার পশুবৃত্তি পরিস্ফুট হবে না ত! তাই যাব—চাঁদ! তুমি প'চে মর আর আমি—আমিও আর ফিরব না চাঁদ! আমি একবার মোগলকে দেখাব মুবারিজ যুদ্ধ করতে পারে কিনা। তারপর যদি শত্রুর হাতে মরতে পারি তবেত বেহেস্ত পেলুম—না পারি—নিজের বুকে নিজে ছুরি মারব। আমি মরব—আর ফিরব না। তাই যাবার আগে চাঁদ! এস একটিবার—

(চুম্বন করিতে উদ্যত ও শেরখাঁর প্রবেশ)

(চাঁদ ও মুবারিজ পরস্পর সরিয়া দাঁড়াইল)

শের। সাবধান মুবারিজ! চাঁদ! জান আমি তোমার দুর্দ্দান্ত পিতা—জান এ মুক্তিদানের পরিণাম কি?

চাঁদ। জানি বাবা! এই কারাগারে আমাকে প'চে মরতে হবে।

শের। পারবে? বেশ ক'রে চিন্তা ক'রে বল পারবে?

চাঁদ। দুর্দ্দান্ত পিতার দুর্দ্দান্ত কন্যা আমি—কেন পারব না বাবা?

শের। মুবারিজ! নারীর অনুকম্পায় মুক্তি চাও?

মুবারিজ। বড় যন্ত্রণা—উঃ মানুষে বুঝি সহ্য ক'রতে পারে না!

শের। তাই বুঝি অবোধ রমণীর স্কন্ধে সে যন্ত্রণার বোঝা চাপিয়ে দিয়ে চোরের মত স'রে যাচ্ছ?

চাঁদ। না বাবা! স্বেচ্ছায় এ বোঝা আমি মাথায় নিয়েছি।

মুবারিজ। না না—আমি জোর ক'রে—না—মিথ্যা ব'লে ভুলিয়ে রেখে চোরের মত পালাচ্ছি। কিন্তু আমি আর সে মুবারিজ নই। প্রাণের ভেতর থেকে কে যেন ব'লছে মুবারিজ মানুষ হয়েছে, চাঁদের ডাকে তার বিবেক বুদ্ধি সব জেগেছে।

শের। মুবারিজ! কঠোরতর যন্ত্রণার জন্য প্রস্তুত হও।

মুবারিজ। উঃ উঃ, ম'রে যাব—এর চেয়ে যন্ত্রণা বুঝি পশুতেও সহ্য-ক'রতে পারে না—পশুর ন্যায় ছট ফট ক'রে ম'রে যাব। আমায় মুক্তি দিন। আমি মৃত্যুর ভয়ে মুক্তি চাইছিনা—আমি মরব, মানুষের মত মরব দেশের জন্য, জাতের জন্য মানুষ যেমন মাটির উপর শুয়ে তলোয়ারের উপর মাথা রেখে মরে—সেই রকম ম'রব—আমায় মুক্তি—

(জানুপাতিয়া বসিল)

শের। অসম্ভব মুবারিজ! তোমার পাপে নিরীহ অবলার কারাদণ্ড হ'ল।

মুবারিজ। আমার পাপে! তাহ'লে—না সহ্য ক'রব। কঠোরতর যন্ত্রণা সহ্য ক'রব। চাঁদকে মুক্তি দিন। সে যে আমার দেহে শক্তি এনে দিয়েছে—হৃদয়ে ভক্তি এনে দিয়েছে—আমার মুক্তির পথে আলো ধরেছে।

চাঁদ। বাবা! চাঁদ সাধ ক'রে এ কারাদণ্ড বেছে নিয়েছে। সে শেরখাঁর মেয়ে যন্ত্রণাকে ভয় খায় না। কিন্তু বাবা! তার মুঞ্জরিত বাসনা, তার মুকুলিত সাধনা নষ্ট ক'রে দিও না। সে যে একটা লুপ্ত রত্নের

পুনরুদ্ধার ক'রেছে—একটা সুপ্ত প্রাণকে অনেক ডাকে জাগিয়েছে। বাবা! সে যে একটা গলিত বিবেকের শুশ্রূষা ক'রে তাকে বিচারের পথে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বাবা! তার এ কীর্ত্তিটুকু জগতকে জানতে দাও—নষ্ট ক'রে দিওনা। বাবা! মুবারিজকে মুক্তি দাও—চাঁদ সাধ ক'রে কারাগার বেছে নিয়েছে।

শের। না, তা হবেনা। আমি বিচার ক'রে শাস্তি দেব। কাউকে মুক্তি দেব না। এক কারাগারে দুজনকে আবদ্ধ করব—এক দণ্ডে দুজনকে দণ্ডিত ক'রব। চাঁদ! চাঁদ! এই নাও মা! (উভয়ের হস্ত ধরিয়া) যে আঁধারের বুকে তুমি আলোর সমারোহ তুলে দিয়েছ—যে পাথরের বুকে তুমি দেবতার মূর্ত্তি এঁকেছো—যে দেহে তুমি নূতন ক'রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রেছ—এই নাও মা! সে দেহ আজ হ'তে তোমার। মুবারিজ! ভ্রাতুষ্পুত্র আমার—নিষ্ঠুর নই আমি—কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্নেহের এই অত্যাচার—অভিমান ক'রনা বাপ! আজ পূর্ণ আমার কামনা—সফল চাঁদের সাধনা।

[প্রস্থান।

মুবারিজ। চাঁদ! চাঁদ। (আলিঙ্গন)

চাঁদ। মুবারিজ! মুবারিজ!

(গীত)

বাঁধতে দাও ধরা বাহু বাড়ায়ে,
ওগো সাধনার ধন, মাণিক রতন অঙ্গে রহোগো জড়ায়ে।
আজি পুলকে ভূলোক কাঁপিয়া জানাক জগৎ ব্যাপিয়া
হৃদয়ের প্রীতি, মিলনের গীতি, যাক গো বিশ্বে ছড়ায়ে॥
(আজি) বাঁধনে মিলন মিলনে বাঁধন, অটুট হক ধরায় এ।
তুমি জনমে জনমে জীবনে মরণে রেখ রেখ তব চরণ ছায়ে।

তৃতীয় দৃশ্য।

আগ্রা দরবার গৃহ।

(হুমায়ুন, কামরান, হিণ্ডাল, বাইরাম, মন্ত্রী প্রভৃতি সভাসদ ও নিজাম)

হুমায়ুন। বল কি চাই ? তোমার যা প্রাণ চায়—মণি, মুক্তা, পান্না, জহরৎ—না তা কেন—তোমার যা ইচ্ছা বল, প্রাণ খুলে বল—ভয় ক'রনা—সঙ্কুচিত হওনা—নিজাম! তুমি আমার প্রাণ দিয়েছো—যা চাইবে তোমায় তা দিতে পারব না! নিশ্চয় পারব।

নিজাম। তাইত কি নিই—মণি মুক্তো কত নেব। না—সেই মাগী বলেছিলো রাজ্য নিতে—যা নিলে ধন দৌলতও আসবে—বাদশাই স্ফূর্ত্তিও হবে। বেশ বলে দিয়েছে।

হুমায়ুন। ভাবছ ? ভাব, বেশ করে ভেবে বল—ভয় করিনা, সঙ্কুচিত হ'ওনা।

নিজাম। জনাব! আমাকে বাদশাই দিন।

হুমায়ুন। বাদশাই কেন—মণি: মুক্তা পান্না জহরৎ—যত ইচ্ছা চাও না নিজাম!

নিজাম। জনাব! ভিক্ষা ক'রতে এসেছি বটে কিন্তু—

হুমায়ুন। না না—অপরাধ হয়েছে। নিজাম! বন্ধু! অভিমান ক'রনা। আমি শুধু ভাবছিলুম—মোগলের সিংহাসন আর—না, আমায় ক্ষমা কর। নিজাম! তোমায় অর্দ্ধদিনের জন্য সিংহাসন ছেড়ে দিলুম আজকার রাজকার্য্যের ভার তোমার উপর—এস—(বসাইয়া দিলেন)।
রাজার আজ্ঞা পালন কর। [প্রস্থান।

কামরান। মূর্খ মূর্খ তুমি মোগল সম্রাট!

[কামরানের প্রস্থান।

বাইরাম। সব যদি যায়—এটুকু কীর্ত্তি বুঝি কখনও যাবে না!

[প্রস্থান।

হিঙাল। এত উচ্চে! এযে ধারণার অতীত! ধন্য সম্রাট! ধন্য ভাই!

[প্রস্থান।

নিজাম। এইবার একটু স্ফূর্ত্তির জোগাড় দেখ মন্ত্রী! গোল গোল টুকটুকে এক ঝাঁক মেয়ে মানুষ—গালে টোকা মারলে রক্ত ফেটে পড়বে। আহাহা! হুকুম কর হুকুম কর। এত গুলো লোক এসেছে এরাও একটু আরাম পাবে।

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা জাঁহাপনা!

[প্রস্থানোদ্যত।

দরবারস্থিত ব্যক্তিগণ। হায়! হায়! আমাদের দশায় কি হবে।

মন্ত্রী। ব্যস্ত হওনা সব—সবুর কর।

[প্রস্থান।

নিজাম। (চারিদিকে তাকাইয়া) বা, বা, বা—দিনের বেলায় চাঁদের আলো! ঝুড়ি ঝুড়ি নক্ষত্র যেন কে চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। বাহবা কি বাহবা! দেওয়াল গুলো অবধি হাঁসছে! বাবা একেই বলে বাদশাই—ভাবনা নেই চিন্তা নেই, সোণার বিছানায় শুয়ে—মণি মুক্তর বালিস মাথায় দিয়ে, পান্না জহরের হাওয়া খেতে খেতে—কেবল মেয়ে মানুষের গান শোনো—কেবল মেয়েমানুষের গান শোনো—কেবল মেয়েমানুষের গান শোনা।

(গাহিতে গাহিতে নর্ত্তকীদল আসিল)

(গীত)

আমরা প্রেমের ভিখারিণী।
বিয়োগে মিলনে, কুটীরে ভবনে, তোমাদের অনুগামিনী॥
(আমরা) প্রখর রবির প্রখর কিরণ পারা।
(মোরা) বরিষার মেঘ ঢালিগো (অমিয়) ধারা॥

(আমরা) আঁধারে ভ্রমি হয়ে দিশে হারা।
(মোরা) আলো ধরে ডাকি "এসো পথহারা" ॥
কত সাধিয়ে, কত কাঁদিয়ে, শেষে ভুলায়ে সবারে পথে আনি।

(মোরা) বিনামূল্যে করি যা কিছু দান।

(আমরা) প্রতিদানে শুধু শিখায়েছি অভিমান ॥

ভালবাসা বাসি প্রাণে মেশামিশি।

(দুটো) মিষ্টি কথার কাঙ্গালিনী।

ও হো হো—কোতল কর, কোতল কর, ধর ধর—তোমরা আমায় ধর।

নর্ত্তকী। বক্‌সিস্ জনাব!

নিজাম। আহাহা—তা আর বল্‌তে! মণি মুক্ত পান্না জহর দিয়ে বড় বড় গরুর গাড়ী বোঝাই করব আর এক এক খানার উপর এক এক জনকে বসিয়ে নিয়ে যাব।

নর্ত্তকী। তবে আমরা চললুম জনাব!

[প্রস্থান।

নিজাম। আহাহা! গেলে গা গেলে! তা যাও-শুধু রূপেত পেট ভ'রবে না—কিছু দানা যোগাড় ক'রে নিই তারপর তোমাদের সঙ্গে চিঁহিঁ করব। মন্ত্রী! মন্ত্রী! (মন্ত্রীর প্রবেশ) আমি খয়রাত ক'রব, গরীব দুঃখীকে আমি বিলুব। দুথলে মণি—চার থলে মুক্ত, ছথলে পান্না, আটথলে জহর, দশথলে সোণার ট্যাকা আমাকে এনে দাও। আমি নিজের জন্য কিছু চাই না।

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা জাহাপনা! (যাইতে উদ্যত)

নিজাম। আর একটা কথা—আমার ষাঁড়টা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, তার পিঠে একটা মসক চাপান আছে—সেইটা থেকে সোণার ট্যাকার মাপে গোল গোল ক'রে কেটে নিয়ে এস—আমি সেগুলোকে সোণার দামে চালাতে চাই। [মন্ত্রীর প্রস্থান।

এ সব আমার চাই বললেও পারতুম—সেটা ভাল দেখায় না। বেড়ে ফন্দি খাটান গেছে—দেওয়া যাক ফাঁক ক'রে—মাগী খাসা ব'লে দিয়েছে—কিন্তু বাবা! ছুঁড়ী কটাকে না বাগিয়ে যাচ্ছিনা। যাক— (দরবারস্থিত ব্যক্তিদিগের প্রতি) ওহে তোমরা আর বসে কেন? আর গান হবে না আজ—স'রে পড় সব—দেখতে এসেছ মিনি পয়সায় তামাসা—পেট ভরিয়ে খেতে চাও যে। স'রে পড়—

১মব্যক্তি। তামাসা দেখতে আসিনি সম্রাট! আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়েছে।

২য় ঐ। প্রাণের দায়ে এসেছি জাহাপানা!

তৃতীয় ঐ। আমরা ধনে প্রাণে ম'রতে বসেছি জনাব! তামাসা দেখতে আসিনি।

বহুব্যক্তি। বিচার করুন জনাব! বিচার করুন—আমাদের রক্ষা করুন।

(মন্ত্রী ও দুতিন জন অর্থের থলি লইয়া প্রবেশ করিল)

নিজাম। এনেছ? বেশ ক'রেছ কিন্তু এই লোকগুলো বড় চীৎকার ক'রছে মন্ত্রী! এদের বিদেয় করে দাও।

মন্ত্রী। এরা দুর্দ্দশাগ্রস্ত প্রজা, দরবারে প্রাণের বেদনা জানাতে এসেছে।

নিজাম। বাদশার কাছে!

মন্ত্রী। তবে কার কাছে আসবে জনাব! প্রজার কর্ম্মসূত্র যে রাজারই কর ধৃত।

(বাইরামের প্রবেশ)

বাইরাম। জনাব! শেরখাঁ মোগল রাজ্য আক্রমণ ক'রে দেশ ধ্বংস ক'রছে—আদেশ করুন।

নিজাম। শেরখাঁ! সে কে? না না এসব আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, আমাকে জব্দ করবার জন্য এ সব মতলব। বাদশার কার্য্য এসব নয়—এই সব ঝাঁক ঝাঁক মেয়ে মানুষের গান শুনতেই ত দিন রাত্ত ফুরিয়ে যাবে—সময় পাবে কোথায়?

বাইরাম। এ সব বাদশার কাজ নয়! তবে কার? লক্ষ লক্ষ প্রাণের শুভাশুভ যাঁর আজ্ঞাধীন এ কাজ তাঁর নয়! না—একাজ সেই মহাপুরুষের। বড় গুরুভার বাদশার দায়িত্ব—

নিজাম। মন্ত্রী! মন্ত্রী! তোমাদের বাদশাকে ডাক।

মন্ত্রী। জনাব! (ইতস্ততঃ করিলেন)

নিজাম। এই রকম ক'রে বুঝি তোমরা বাদশার হুকুম তামিল কর? যাও—ডাক-কেন শুনবে? তোমাদের বাদশাকে আমি কোতল করব।

(হুমায়ূনের প্রবেশ)

হুমায়ূন। এই আমি এসেছি—হুকুম কর নিজাম! (নিজামের দ্রুত অবতরণ ও হুমায়ূনের পদধারণ)

নিজাম। জনাব! জনাব! আমায় রক্ষা করুন।

হুমায়ূন। একি! একি!

নিজাম। পায়ে ধরি—মাপ করুন জনাব! আমায় এক মাগী শিখিয়ে দিয়েছিল জনাব! আমি চোর ডাকাত মিথ্যাবাদী।

হুমায়ূন। নিজাম! বন্ধু! একি—তুমি এমন ক'রছ কেন?

নিজাম। দোহাই জাহাপনা! ছোট লোক আমরা, মনে ক'রতুম রাজা রাজড়ারা পরের পয়সায় কেবল স্ফূর্ত্তি করে—তা নয়—তাঁদের মাথায় বড় ভারি বোঝা—সে বোঝা প'ড়লে শুধু রাজার ঘাড় ভাঙ্গে না—সেই বোঝার চাপে হাজার হাজার প্রজা প্রাণে মারা যায়। দোহাই

জনাব! রক্ষা করুন। আমি শুধু আপনাকে ফাঁকি দিইনি, আপনার অমূল্য সময় নষ্ট ক'রেছি—হাজার লোকের অনিষ্ট ক'রেছি—আপনার জিনিস আপনি ফিরে নিন—আমায় বিদায় দিন।

হুমায়ূন। না নিজাম! ঠিক ব'লেছ—যথার্থই রাজা রাজড়ারা প্রজার রক্তপাতে আনন্দ করে। মন্ত্রী! শুধু এ ধন রত্ন নিজামের নয়—তাকে জায়গীর দাও। সমাগত প্রজাদের ব'লে দাও—আমি অপরাহ্ণে দরবার করব—আর দেখ তাদের যেন কোন কষ্ট না হয়—নিজাম! এস কোন ভয় নাই—

নিজাম। না জনাব! আমার কিছু চাইনা—

[সকলের প্রস্থান।

দরবারস্থিত ব্যক্তিগণ। জয় হ'ক—বাদশার জয় হ'ক।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

জঙ্গল মধ্যস্থিত ভগ্ন মসজিদ

(সোফিয়া ও আদিল আসিয়া প্রবেশ করিল)

আদিল। এ যে নিবিড় জঙ্গল।

সোফিয়া। ভয় হচ্চে? হাতে তলোয়ার রয়েছে—বাঘ যদি বেরোয় কাটতে পারবে না?

আদিল। এ জঙ্গলে বাঘের চেয়ে তোমার আমার মত—মানুষকেই ভয়।

সোফিয়া। কেন? এ কথা কেন আদিল! আমি কি তোমার কখনও কোন উপকার করিনি?

আদিল। তুমি উপকার করনি! তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ।

সোফিয়া। তবে আমায় অবিশ্বাস কেন আদিল?

আদিল। তবে কাকে অবিশ্বাস করব? সুলতান কন্যা! সরল উদার সেই বালকের মোহনমূর্ত্তি ভুলতে পারিনি। সাহাজাদি! সে কি তুমি? সে যে মুক্ত আকাশের মত নির্ম্মল—তুহিনের মত শীতল—দর্পণের মত স্বচ্ছ—ফুলের একটা গুচ্ছ। সাহাজাদি! সেই তুষারের মাথায় উষার মুকুট, আগুনের ফুল্কি দিয়ে কি ক'রে সাজালে! সেই সুরভি সিক্ত স্নিগ্ধ শ্বাসে বিষের জ্বালা কি ক'রে মেশালে!

সোফিয়া। এই কথা আদিল! এস আমায় বিশ্বাস কর।

(সোফিয়া ভিতর হইতে দুইখানি বসিবার জায়গা
আনিলেন ও একখানি আদিলকে দিলেন)

আদিল! ব'স (উভয়ে উপবেশন) বুঝতে পারছ এটা কি? এখানে শুধুই যে বাঘ ভালুক থাকে তা নয়।

আদিল। বুঝেছি সাহাজাদি! একটা অতীত গরিমা খোদার আশীর্ব্বাদ বুকে ক'রে পড়ে আছে। কিন্তু আমায় এখানে কেন?

সোফিয়া। তোমায় দেখাতে, যে প্রাণে শুধু হিংসার কোলাহল—বিষের গর্জ্জন শুনেছ—লহরে লহরে সেই প্রাণে কত আনন্দ উৎসব, কত প্রেমের রাজ্য, কত মিলন গীতির সৃষ্টি হচ্ছে।

আদিল। বিচিত্র কি নারী! সৃজন প্রভাতে সমস্ত বৈচিত্র্যটুকু যে তুমিই চেয়ে নিয়েছিলে। আশ্চর্য্য কি নারী! বক্ষের কটাহে, স্নেহের উত্তাপে হৃদয়ের সমস্ত শোণিত গলিয়ে সুধার উৎসে তুমিই ত সৃষ্টির মুখে ঢেলে দাও—তরুণ সৃষ্টি আকণ্ঠ পান ক'রে তোমারই করুণায় অরুণ কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। আবার তুমিই ত নারী! সৃষ্টির বুকের উপর দাঁড়িয়ে তাণ্ডব নৃত্য কর—হিংসার গর্জ্জনে প্রলয়কে ডেকে আন।

সোফিয়া। আদিল! আমি তোমায় ভালবাসি।

আদিল। হৃদয়ের সমস্ত রক্ত দিয়ে পূজা করলেও বুঝি তার প্রতিদান হয় না। প্রাণদাত্রী! আমিও তোমায় ভালবাসি।

সোফিয়া। ভালবাস? ভালবাস? (উঠিয়া দাঁড়াইলেন)।

আদিল। এ দেহ যে তোমার সাহাজাদি! ভালবাসব না!

সোফিয়া। তবে এস আদিল! পায়ের তলায় এ মাটী নয়—এ তীর্থের রেণু, মক্কার মাটী—সম্মুখে এই ধর্ম্মরাজের জয়পতাকা। এস আদিল! শপথ করি—আজ হ'তে আমি তোমার—তুমি আমার।

আদিল। সে কি—অসম্ভব—(উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

সোফিয়া। অসম্ভব কেন আদিল! অতীতই একদিন বর্ত্তমান ছিল—ভিখারিণীরই একদিন ঐশ্বর্য্য ছিল।

আদিল। সম্রাট নন্দিনী! আজ যদি প্রথম দেখা হ'ত তাহলে হয়ত আদিল ভুলে যেত। কিন্তু সুন্দরী! আমি যে দেখেছি—এক চক্ষে তোমার উদাস দৃষ্টি—অন্য চক্ষে ভ্রূকুটী সৃষ্টি। এক চক্ষে ধারা তোমার—এক চক্ষে হাসি। আমি যে শুনেছি—লক্ষ গীতির মধুর ঐক্যতান—আবার পাছে পাছে লক্ষ যুগের প্রলয়ের গান। কেমন ক'রে বিশ্বাস ক'রব—কেমন ক'রে তোমায় জীবনের সঙ্গিনী ক'রব নারী! না—তা পারব না।

সোফিয়া। আদিল! আদিল! ভেঙ্গে দিও না।

আদিল। ভুলে যাও—শক্তিস্বরূপিনী নারী! এস পাঠানকে জাগাবে এস।

সোফিয়া। আদিল! যাও—চ'লে যাও।

আদিল। তাই যাই—বৈচিত্রময়ী নারী! তোমাদের এক এক কণা বৈচিত্র নিয়ে পৃথিবীর বিস্ময় গুলি বুঝি গড়া! [প্রস্থান।

সোফিয়া। ভেঙ্গে গেল—ছিঁড়ে গেল—আদিল! আদিল! না—কেন?' অশ্রু ঝ'রো না—পুড়ে যাবে সব। কিসের দুঃখ—কিসের হা, হা, রব—হাস হাস—আনন্দ কর।

(ভিতর হইতে একটী এসরাজ আনিয়া গাহিতে লাগিলেন)

(গীত)

ভেঙ্গে গেছে মোর সোণার স্বপন
ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার।
(আজি) হৃদয় ভরিয়া উঠিছে কেবল
মরম ভেদী হাহাকার।
যেদিকে তাকাই (শুধু) নাই নাই নাই
সকলি গিয়াছে চলিয়া।
আছে বাকী শুধু জীর্ণ স্মৃতিটুকু
তাই লয়ে মরি কাঁদিয়া।
টুটে গেছে আশা, মিছে কেন আশা
ফিরে আসা আশা নাহিক আর।

সোফিয়া। একি গান গাইলুম! এ যে ব্যথায় বেজে উঠল—ক্ষোভে কেঁদে উঠল। আদিল! আদিল!

(সহসা পিস্তল হস্তে গাজিখাঁর প্রবেশ)

গাজি। এই যে এসেছি—শয়তানি! খুঁজে পেয়েছি—কে তোকে রক্ষা করে। (পিস্তল লক্ষ্য)

সোফিয়া। কে? চিনেছি—চিনেছি—মারবে না মরতে চাও? (কটিবন্ধ হইতে পিস্তল বাহির করিল) না—না—(পিস্তল নিক্ষেপ) মার মার—বড় জ্বালা—(নিজের বক্ষ চাপিয়া ধরিলেন)

গাজি। মারব না! শয়তানি! এই মর—

(পিস্তলের ঘোড়া টিপিতে গেল সহসা আদিল আসিয়া গাজিখাঁকে গুলি করিলেন)

গাজি। ইয়া—আল্লা—(মৃত্যু)

সোফিয়া। কে? আদিল! কেন আমায় বাঁচালে—কেন আমায় ম'রতে বাধা দিলে? না—আদিল! না—আমি ম'রব—তোমায় ভালবাসি আমি—এস - সঙ্গে যাবে এস সঙ্গে যাবে এস—

(পিস্তল কুড়াইয়া আদিলের প্রতি লক্ষ্য করিলেন)

বিস্মিত হ'ওনা—নারী আমি—বল—কেন আমায় বাঁচালে?

আদিল। হত্যায় ক্ষেপেছ উন্মাদিনী! শুন নারী। আজ ঋণ পরিশোধ। [প্রস্থান।

সোফিয়া। (কিছুক্ষণ পরে) কই—কই হাতের পিস্তল হাতে র'য়ে গেল—মারতে ত পারলুম না। না—না—যাও—একা আমি সহস্র হ'য়ে তোমাকে অনুসন্ধান ক'রব—বিভিন্ন মূর্ত্তিতে তোমার সুমুখে দাঁড়াব—প্রয়োজন হয় ঘৃণ্য বারবিলাসিনীর বেশে তোমার গায়ে ঢলে প'ড়ব। দেখব সে আক্রমণ তুমি কেমন ক'রে প্রতিহত কর—দেখব আদিল! তুমি তখন আমার পায়ে ধর কি না।

(ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। প্রেমে প'ড়েছ মা!

সোফিয়া। হাঁ বাবা! অন্যায় হ'য়েছে কি?

ফকির। কাজ বাকী রয়েছে যে মা!

সোফিয়া। কাজ সেরে এসেছি—আর যাব না।

ফকির। (ক্রুদ্ধভাবে) সেরে এসেছিস! তোর সমস্ত চেষ্টা বৃথা হয়েছে। এতদিন যে হিণ্ডালকে তুই হুমায়ুনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রেছিলি সেই হিণ্ডাল আবার ভাইয়ের সঙ্গে মিলিছে—তাদের মিলিত শক্তিতে কাল্পীর রণক্ষেত্রে শেরখাঁ পরাজিত হয়েছে। হুমায়ুনের অর্থবল হানি ক'রতে ভিস্তিতে তুই পাঠিয়েছিলি—সে রাজ্য হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছে—সব চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে।

সোফিয়া। বেশ হ'য়েছে—কাজ সেরে এসেছি ফকির! আর যাবনা।

ফকির। অভিমান ক'রেছিস! আবার ব'লছিস সেরে এসেছিস—পাঠান যে অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে—শেরখাঁ যে উন্মাদ। মোগল যে পাঠানের প্রতিপত্তি একেবারে নষ্ট ক'রতে মহাসমারোহে যুদ্ধ আয়োজন ক'রেছে।

সোফিয়া। যাক, ডুবে যাক—কিসের দুঃখ।

ফকির। কিসের দুঃখ! সুলতানকন্যা! পাণিপথের রক্তছবি মনে পড়ছে না! পিতার ছিন্ন মুণ্ড!

সোফিয়া। চুপ কর—চুপ কর ফকির—চেঁচিও না—

ফকির। চেঁচাব না! অভিমানে সব পণ্ড কর্‌ছিস—কাজ সেরেছিস! একি! কাঁদছিস যে! কাঁদ—কাঁদ—দূর হ'য়ে যা—

সোফিয়া। বাবা! কি করি! অভিমান ভূলে যাব?

ফকির। আগুন ছোটা—

সোফিয়া। তাই যাই বাবা! একবার দেখি যদি ফিরাতে পারি।

ফকির। যা মা! পাঠানের এ জীবন মরণের সন্ধিস্থল। যেটা ছেড়েছো—সেটা গ্রহণ কর; যেটা ধ'রেছ—সেটা ছেড়ে দাও।

সোফিয়া। না বাবা! হুকুম কর—দুটোই নিয়ে কর্ম্ম সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

ফকির। ডুবে যাবি।

সোফিয়া। ডুবে যাব! কিন্তু এ যে বড় কঠিন—

ফকির। কঠিনটাই সহজ ক'রে নিতে হবে। যাও মা। সময় ব'য়ে যায়।

সোফিয়া। তাই হোক ফকির, কঠিনটাই বেছে নিলুম—পারি কি হারি। [প্রস্থান।

ফকির। যাও নারী— [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

যুদ্ধ ক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

(জালাল ও পশ্চাৎ:পশ্চাৎ মুবারিজ আগমন করিলেন)

জালাল। ধন্য তোমার সাহস মুবারিজ! ধন্য তোমার যুদ্ধ কৌশল। আজ তুমি পাঠানকে রক্ষা ক'রেছ।

মুবারিজ। কোথায় রক্ষা ক'রেছি—এখনও দুর্দ্দান্ত গোলন্দাজ রুমিখাঁর সাক্ষাৎ পাওনি জালাল! এস দাঁড়িয়োনা—হুমায়ূন কোথায় অনুসন্ধান কর বন্দী করে নিয়ে যেতে হবে। আজকার যুদ্ধ জয়ে পাঠানের অভ্যুত্থান—পরাজয়ে পতন—এস ছুটে এস।

[প্রস্থান।

(হুমায়ুনের বেগে প্রবেশ)

হুমায়ুন। ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! লক্ষ বীরের জন্মভূমি! লক্ষ কীর্ত্তি কিরীটিনী! তুমি না কবির কবিতা, যুগের প্রতিভা! তুমি না পুণ্য জ্যোতিঃর হিরণ কিরণ—তরল স্নেহের পূত ক্ষরণ! আজ এ কি মূর্ত্তি! তুফানে বিমানে একি এ নৃত্য—রন্ধ্রে রন্ধ্রে একি ঐ ধ্বনি! ওঃ—বুঝেছি—আজ তুমি একটা যুগ পালটে দিতে ব'সেছ—একটা জাতিকে চির বিদায় দিতে সেজেছ। বুঝেছি—আজ মোগলের পালা এসেছে—তাই বুঝি আকাশে বাতাসে আজ বিষের জ্বালা—তুফানে তুফানে অভিসম্পাত।

(ছদ্মবেশী একটী সৈনিকের প্রবেশ)

সৈন্য। জনাব! হাতী তয়েরি।

হুমায়ুন। কে তুই? হাতী সাজাতে কে তোকে ব'ললে?

সৈন্য। পাঠানের গুলিতে ছুটতে ছুটতে ঘোড়াটা ম'রে গেল দেখে গোলাম জনাবের জন্য—

হুমায়ুন। না না চলে যা গোলাম, অনেক জানোয়ার মেরেছি—আর না—

সৈন্য। আপনাকে দেখলে ছত্রভঙ্গ মোগল প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ ক'রবে।

হুমায়ুন। ক'রবে? ঠিক ব'লছিস? তবে চল্—তবে চল্।

(যাইতে উদ্যত ও পিস্তল হস্তে আবদারের প্রবেশ)

আবদার। যাবেন না। ও হাতী পাঠানের—আপনাকে বন্দী ক'রে নিয়ে যাবার ষড়যন্ত্র হয়েছে। এ লোকটা পাঠান—

(আবদার গুলি করিলেন)

সৈন্য। (নেপথ্যে) ইয়া আল্লা—(পতন ও মৃত্যু)

আবদার। দেখলেন জনাব! চলে আসুন—

হুমায়ুন। তাইত - কিন্তু আবদার! আমি ঐ হাতী চ'ড়ব—আমায় দেখতে না পেলে বিশ্বাসঘাতক মোগল প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ ক'রবে না। না না—আমি ধরা দেব—আমি ঐ হাতী চড়ব—বড় জ্বালা।

[প্রস্থান।

আবদার। জনাব, জনাব, দাড়ান। মাহুতটা মল বটে—শত্রু লুকিয়ে আছে কি না দেখতে হবে।

(প্রস্থান ও তূর্য্যধ্বনি করিতে করিতে রুমিখাঁ আসিল)

রুমি। মোগল পালাচ্ছে—আগে ভীরু মোগলগুলোকে গুলি কর—তা নইলে শৃঙ্খলা আসবে না। তারপর পাঠানকে দেখাও রুমিখাঁ

কেমন গোলন্দাজ সৃষ্টি ক'রেছে। (তূর্য্যধ্বনি) দাসত্ব ক'রতে বড় ভালবাসি আমি কিন্তু শুধু ঘৃণ্য দাসত্বের ধূলা সর্ব্বাঙ্গে মেখে ফিরে যেতে চাই না। আমি চাই—প্রভুর উন্নতির প্রত্যেক সোপানটিতে বীরের পায়ের চিহ্ন রেখে যেতে—অবনতির প্রত্যেক স্তরটিতে পরাজয়ের গরিমা মাখিয়ে রেখে যেতে।

(নেপথ্যে) বাইরাম—বাইরাম—রুমিখাঁ—রুমিখাঁ—

রুমি। একি! জাহাপনার কণ্ঠস্বর! জনাব! জনাব!

(বেগে প্রস্থানোদ্যোগ ও সোফিয়ার প্রবেশ)

(ও পশ্চাৎ হইতে রুমিখাঁকে আহ্বান)

সোফিয়া। রুমিখাঁ! রুমিখাঁ!

(রুমিখাঁ চমকিত হইয়া দাঁড়াইলেন, সোফিয়া কটাক্ষ করিলেন)

রুমি। (কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) রূপ না এ ছবি!

সোফিয়া। রুমিখাঁ! চিনতে পারছ না বুঝি? তা পারবে কেন—পুরুষ যে তুমি—

রুমি। কণ্ঠস্বর না এ বংশীধ্বনি! রুমিখাঁ! কই—এত রূপ ত আমি কখন দেখিনি—তবে কেমন ক'রে বলব চিনি—না—সাবধান—(প্রকাশ্যে) সুন্দরী!

সোফিয়া। তাই কি! সে চক্ষু কি তোমার এখনও আছে রুমিখাঁ

রুমি। (স্বগত) একি! এ যে প্রেমের ছবি—ছবির গান! রুমিখাঁ! বুঝি কঠিন জীবনের অবসান আজ!

সোফিয়া। বাহাদুরসাকে মনে পড়ে?

রুমি। পড়ে বই কি সুন্দরী! (স্বগত) কিন্তু কই এ রূপ ত সেখানে দেখিনি—না—তা কেন—এ অযাচিত সৌভাগ্য—মাথা পেতে নাও রুমিখাঁ! (প্রকাশ্যে) সুন্দরী! মনে পড়েছে—মনে পড়েছে—

সোফিয়া। কাকে ধন্যবাদ দেব! তোমাকে না খোদাকে?

রুমি। তুমি এখানে কেন সুন্দরী?

সোফিয়া। তুমি এখানে কেন রুমিখাঁ?

রুমি। গোলাম আমি—প্রভুর আজ্ঞা পালন ক'রতে এসেছি।

সোফিয়া। তোমার বাহাদুর সা থাকতে পারে হুমায়ূন থাকতে পারে আমার কি কেউ থাকতে নেই পাষাণ!

রুমি। (স্বগতঃ) বুঝেছি আমায় উপলক্ষ্য। (প্রকাশ্যে) বেশ—আর কিছু বলবার আছে? সুন্দরী! থাকে প্রাণ খুলে বল আমি দাঁড়িয়ে শুনতে প্রস্তুত আছি। না থাকে বল—আমার বড় তাড়াতাড়ি।

সোফিয়া। তাত হবেই—না—যাও আর কিছু বলবার নাই।

রুমি। বেশ তাহলে (প্রস্থান করিতে করিতে ফিরিয়া) সুন্দরী! বেশ ক'রে ভেবে দেখে তোমার যা প্রাণ চায় আমাকে বল—

(সোফিয়া গম্ভীর হইলেন রুমিখাঁ দুচার পা যাইয়া ফিরিল)

সুন্দরী! আমার বিবেক বুদ্ধি সব আছে বল—প্রাণ খুলে বল—কিছু যদি বলবার থাকে—একটু ভাব হয় ত মনে প'ড়বে।—তাহলে—

(যাইতে যাইতে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে লাগিল)

তাহলে—তাহলে—(প্রায় বাহির হইয়া যায় এমন সময়ে)

সোফিয়া। শোন শোন—আমার মনে প'ড়েছে।

রুমি। (দ্রুত আসিয়া) বল—বল—তাইত বললুম—ভাবলেই মনে পড়'বে।

সোফিয়া। বিবেক বুদ্ধিহীন রুমিখাঁ! প্রভু যে তোমায় আর্ত্তকণ্ঠে আহ্বান ক'রলে! কই গোলাম! প্রভুর উদ্ধারে গেলে না! বিবেক যে তোমার তুচ্ছ রমণীর রূপের পায়ে তার কর্ত্তব্যের বোঝা নামিয়ে

দিলে! মূর্খ রুমিখাঁ! এই বিবেক নিয়ে তুমি গোলামি ক'রতে এসেছ! গোলাম! এই বুদ্ধি নিয়ে মোগলকে রক্ষা ক'রতে এসেছ!

রুমি। একি!

সোফিয়া। ভয় নাই কামান্ধ কুক্কুর। মিত্র নই আমি—শত্রু। আমি মোগলের শত্রু—তোমার শত্রু। যাও মূর্খ। এখনও যাও—দেখ তোমার কর্ত্তব্য ত্রুটীতে হুমায়ুন বুঝি গঙ্গার জলে ডুবে যায়। (নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি—রুমিখাঁ চমকিয়া উঠিল) পাঠান! পাঠান! রুমিখাঁকে বন্দী কর।

[বেগে প্রস্থান।

রুমি এঁ্যাঃ-এঁ্যাঃ—শয়তানি—শয়তানি—

(গুলি করিল)

(নেপথ্যে—হাঃ হাঃ হাঃ—ব্যর্থ ব্যর্থ রুমিখাঁ)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

জাহ্নবীতীর।

(হুমায়ুনের প্রবেশ)

হুমায়ুন। আবার জেগেছিল—হাতীর পিঠে বাদশাকে দেখে ভীরু মোগল আবার যুদ্ধে মেতেছিল—আবার পাঠান ডুবছিল—হাতী ম'রে গেল—অপদার্থ মোগল আবার ডুবে গেল। মোগল! যুদ্ধ কর—হুমায়ুন মরেনি এখনও বেঁচে আছে—যুদ্ধকর।

(শেরশার প্রবেশ)

শের। এইবার পেয়েছি—এস হিন্দুস্থানের ভাগ্যবিধাতা! অস্ত্র ধ'রে আজ শেরখাঁর হস্ত হ'তে তোমার সাধের সাম্রাজ্য রক্ষা কর।

(আক্রমণ উদ্যোগ)

না—না—অস্ত্রাঘাত ক'রব না—তুমি ত শুধু মোগল সম্রাট নও—তুমি যে সেই হুমায়ূন—বিলাসী হলেও তুমি সৎ, মহৎ। সাম্রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনে অসমর্থ হ'লেও—তুমি উদার, মহাপুরুষ। তুমি এত সৎ, এত মহৎ যে এই অভিশপ্ত সংসারে বিমাতার আশীর্ব্বাদ লাভে সমর্থ হ'য়েছ—বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের দেহের শোণিতের মত যত্ন ক'রেছ। মহান উদার বাদশা! নগণ্য ভিস্তিকে তুমি মোগলের সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছ—না—এ আদর্শ আমি নষ্ট করে দিতে চাই না। এস বাদশা! সন্ধিকরি—আজ হতে এ মোগল রাজ্য অর্দ্ধেক মোগলের—অর্দ্ধেক পাঠানের।

হুমায়ূন। আর—তুমি—পাঠানবীর তুমি! তুমি যে শত্রুপত্নীকে আয়ত্তের মধ্যে পেয়েও একটু সুবিধা নাওনি—মা বলে ডেকেছো—শত্রু হ'য়েও শত্রুর মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছো। অর্দ্ধবিজয়ী বীর! খোদা যখন আজ হু'হাত ধ'রে তোমাকে সিংহাসনের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন—তখন সন্ধি ক'রে তোমার এ বিজয় গরিমার হ্রাস ক'রতে চাই না—এস পাঠানবীর! অস্ত্রধর—যুদ্ধ করে আজ পূর্ণ বিজয়ের অধিকারী হও।

শের। মা ব'লে ডেকেছি—না—তোমার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত ক'রতে পারব না। মোগল সম্রাট! এ বুকে বড় জ্বালা—যাকে স্পর্শ ক'রব সেই জ্বলে যাবে—না—আমি এই নিশ্চেষ্ট দাঁড়িয়ে রইলুম।

হুমায়ুন। কিন্তু শত্রু তুমি—আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না।

শের। কর সম্রাট! তবে আক্রমণ কর—এই আমি স্থির দাঁড়িয়ে রইলুম—যখন বড় অসহ্য হবে—শুধু আত্মরক্ষা করব—তোমাকে হত্যা করব না।

হুমায়ুন। তাহলে আমিই বা তোমাকে কি করে আক্রমণ করি।

শের। তবে কাজ নাই—আক্রমণ প্রতিআক্রমণে সম্রাট! যাও বাদশা! ভবিতব্যতার উপর নির্ভর করে আবার মোগলকে উত্তেজিত করগে—এস ভাই! মোগল পাঠানকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে আবার তুজন তুজনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হই—ভাগ্যে যা আছে তাই হ'ক। পাঠান। পাঠান! মোগলকে আক্রমণ কর। [প্রস্থান।

হুমায়ূন। ভাগ্যবান হুমায়ূনকে এ আবার কি এক নূতন দৃশ্য দেখালে খোদা! না না—শত্রুর মহত্বে মুগ্ধ হ'য়ে শক্তি হারিয়ো না হুমায়ূন! মোগল! মোগল! আক্রমণ কর, পাঠানকে ধ্বংস কর।

[প্রস্থান।

(মুবারিজের প্রবেশ)

মুবারিজ। সৈন্যগণ! এখনও সম্পূর্ণ বিজয়ী হ'তে পারনি। এখনও একবার মোগল জিতছে একবার পাঠান জিতছে—এখনও পাঠান জীবন মরণের সন্ধি স্থলে দাঁড়িয়ে আছে—কর—আক্রমণ কর, জীবিত বা মৃত হুমায়ূনকে বন্দি ক'রে নিয়ে চল।

(মুবারিজের প্রস্থান ও সোফিয়ার প্রবেশ)

সোফিয়া। পাঠান! পাঠান! আবার বাদশা হাতী চড়েছে, আবার মোগল প্রাণ পেয়েছে। কোন দিক লক্ষ্য ক'র না—সমস্ত শক্তিতে শুধু বাদশাকে আক্রমণ কর। তাহলেই জয়। [প্রস্থান।

(রুমিখাঁ ও বাইরামের প্রবেশ)

বাইরাম। বাদশাকে আর দেখতে পাচ্ছ রুমিখাঁ?

রুমি। কই আরত দেখতে পাচ্ছি না!

(বেগে আবদারের প্রবেশ)

আবদার। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, একটা হাতী ম'রে গেল—আবার একটা নূতন হাতী সংগ্রহ ক'রে বাদশাকে অনুসন্ধান ক'রছিলুম,

বাদশাকে পেয়েছিলুম সেনাপতি! বাদশা হাতীর উপর চ'ড়তে না চ'ড়তে অসংখ্য পাঠান আমাদের পেছু নিলে, হাতী ক্ষেপে গেল—আমাকে ফেলে দিয়ে হাতীটে জাহাপনাকে নিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে প'ড়ল—উঁচু পাড় ভেঙ্গে হাতীটে উঠতে পারলে না এই ধারে ভেসে আসছে।

বাইরাম। ঐ যে—ঐ যে আবদার! হাতীর পিঠে ঐ যে বাদশা! ঐ যে মহাত্মা বাবরশার কীর্ত্তিস্মৃতি—একটা মুমূর্ষু জাতির জীর্ণ কঙ্কাল! ক'রেছিস কি গঙ্গা! আবার গ্রাস ক'রতে উদ্যত হ'য়েছিস! না না তাহবে না—বাইরাম বেঁচে থাকতে তা পারবি না—এই তোর উদর বিদীর্ণ ক'রে কেমন ক'রে আজ বাইরাম বাদশাকে রক্ষা করে দেখ।

(ঝম্প প্রদান)

আবদার। রুমিখাঁ! এস সকলে মিলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বাদশাকে রক্ষা করি।

(সকলে ঝম্প প্রদানে উদ্যত)

(সোফিয়া, মুবারিজ ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

সোফিয়া। কোথায় যাবে রুমিখাঁ! আপাততঃ মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়।

(রুমিখাঁকে গুলি করণ ও রুমিখাঁর পতন)

মুবারিজ! আক্রমণ কর—

আবদার। পারলুম না সেনাপতি! তোমাকে সাহায্য ক'রতে পারলুম না—খোদার কাছ হ'তে শক্তি চেয়ে নাও। রক্ষা কর—বাদশাকে রক্ষা কর। যতক্ষণ আবদারের শক্তি থাকবে ততক্ষণ সে একটি প্রাণীকেও জলে নামতে দেবে না।

(যুদ্ধ করণ)

সোফিয়া। সকলে মিলে আক্রমণ কর—আবদারকে হত্যা কর।

আবদার। উঃ—আর পারলুম না সেনাপতি! বাদশাকে রক্ষা কর প্রভুকে রক্ষা কর। (পতন)

সোফিয়া। বাস এই বার সকলে এই গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়—ঐ হুমায়ূন ভেসে যাচ্ছে—ঐ বাইরাম তাকে রক্ষা করতে গঙ্গায় ভেসেছে—ঝাঁপিয়ে পড়—ঝাঁপিয়ে পড়—দুজনকেই টুটি চেপে ধরে গঙ্গার জলে ডুবিয়ে মার।

সৈন্যগণ। আল্লাহোঃ—(ঝম্পপ্রদানে উদ্যোগ)

(বেগে শেরশার প্রবেশ)

শের। সাবধান—একটি পা যে জলে দেবে—তাকে আমি হত্যা ক'রব—স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখ সব—দুনিয়ার ঐশ্বর্য্য, দুনিয়ার গৌরব গঙ্গার জলে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়ে প্রাণের দায়ে হজরতের নাম নিচ্ছে। সাবধান—একপদ কেউ অগ্রসর হওনা—রাজ্য নিয়েছি—প্রাণ নেবো না। স্থির হ'য়ে দেখ—মানব জীবনের এক একটি অঙ্কের সমাপ্তি কেমন ক'রে হয়।

চতুর্থ অঙ্ক

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

আগ্রা প্রাসাদ।

শেরখাঁ শাহ উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট
পুত্রগণ, ফকির প্রভৃতি চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান—
ফকিরের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক সঙ্গীত।

গীত।

এস হে মহান কীর্ত্তিগরিয়ান নবীন সাজে সাজিয়া
এস শিশুর অধরে হাসির মত, [illegible] গা বিশ্ব গলিয়া
এস আঁধার জীবনে সোণার উষা শোনা[illegible] আশীষ বাণী
আজ বেদনা ভাঙ্গিয়া [illegible] বিশ্বে গভীর মঙ্গল ধ্বনি।
এস বিশ্বপ্রেমের গানের মত, আকাশ বাতাস ব্যাপিয়া ॥
এস হে মহান কীর্ত্তিগরীয়ান নবীন সাজে সাজিয়া ॥
এস প্রকৃতির মত দয়া মায়া ফুলে সারাটী অঙ্গ ঢাকিয়া
বস বিচার আসনে বিবেকের মত ন্যায়ের দণ্ড ধরিয়া
কর পুণ্যের সেবা, কীর্ত্তির পূজা দুষ্টের কর বলিদান
দাও তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার আহার পীড়িতেরে কর ত্রাণ।
জনকের মত গম্ভীর হইয়া, জননীর স্নেহে গলিয়া
এসহে মহান কীর্ত্তি গরীয়ান্ নবীন সাজে সাজিয়া ॥

ফকির। শেরশা! খোদার কৃপায় আজ তুমি জয়ী—একটা গরিমার আভা তোমার মুখে ফুটে উঠেছে—একটা মহিমার সমারোহ তোমার সাধনার পথে নেচে চলেছে। শেরশা! ধন্য তুমি! ধন্য তোমার সাধনা!

শের। খোদার কৃপায়—আপনার আশীর্ব্বাদে।

ফকির। কিন্তু তুমি রাজা নও শের শা! তোমার মুকুটের জ্যোতিঃ—ঐশ্বর্য্যের দীপ্তিও রাজা নয়। তোমার সিংহাসন, বাহুর শক্তি, অসির তীক্ষ্ণতাও রাজা নয়। যদি প্রজার সুখে তৃপ্তি পাও—প্রজার দুঃখে কাঁদতে পার—তবেই তুমি রাজা। যদি পিতার মত গম্ভীর বেদনা বুকে ক'রে—মাতার মত তরল আশীর্ব্বাদ সঙ্গে নিয়ে সিংহাসনে ব'সতে পার—তবেই তুমি রাজা। তা না হ'লে রাজ্যের ব্যাধি তুমি—মহামারী তুমি—অভিসম্পাত তুমি।

শের। একটা জাতির উৎসাদন ক'রে—একটা যুগের কীর্ত্তি নষ্ট ক'রে—আমি সিংহাসনে বসেছি। আমি রাজা নই—প্রজার গোলাম।

ফকির। না শের! গোলামেরও জীবনে স্বাধীনতা আসে—তোমার জীবনে স্বাধীনতা কখনও আসবে না। তুমি গোলাম নও শের! তুমি রাজ্যের জনক জননী—তুমি বিবেকের দাস—বিবেকের শুশ্রূষা ক'রতে তোমার জন্ম।

শের। তরবারি স্পর্শ ক'রে শপথ করছি—প্রজার দুর্দ্দশা, দেশের অভাব, রাজকর্ম্মচারীদের অত্যাচারের কথা আমাকে যে জানাবে—তাকে আমি প্রচুর পুরস্কার দেব—রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ক'রব—বন্ধু ব'লে আলিঙ্গন ক'রব।

ফকির। শের! পূর্ণ হবে কামনা তোমার। [প্রস্থান।

সভাসদ। জয় সম্রাটের জয়—

(মুবারিজের প্রবেশ)

মুবারিজ। জ্যেষ্ঠতাত! কামরান পাঞ্জাব ছেড়ে দিয়ে আমাদের সঙ্গে সন্ধি করেছে।

শের। সামান্য পাঞ্জাবের লোভে তুমি সে শয়তানকে শাস্তি না দিয়ে ফিরে এলে? সে যে মহাপাপ ক'রেছে। ভাই হয়ে ভাইয়ের সর্ব্বনাশ করেছে—কি করলে মুবারিজ! এমন শাস্তি দিয়ে এলে না যা শেরশার রাজত্বে বিভীষিকার মত, ভাইকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে ভয় দেখাবে।

মুবারিজ। আমায় ক্ষমা করুন জ্যেষ্ঠতাত! তার স্ত্রী পুত্র কন্যার কাতর ক্রন্দন আমি উপেক্ষা করতে পারলুম না।

শের। দু ফোঁটা চোখের জলের অনুরোধে মস্ত বড় একটা কর্ত্তব্য ভুলে এসেছ? যাক—কিন্তু এ আমার মনের মত হলো না মুবারিজ! জালাল! এবার বন্দী বাইরামকে নিয়ে এস।

জালাল। যথা আজ্ঞা। [প্রস্থান।

(বন্দী বাইরামকে লইয়া জালালের প্রবেশ)

শের। বন্ধন খুলে দাও—বন্ধন খুলে দাও।

(সিংহাসন হইতে অবতরণ ও স্বয়ং বন্ধন উন্মোচন)

শের। বাইরাম! বল তুমি কি চাও?

বাইরাম। কিছু চাই না সম্রাট! নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে, বাদশাকে তাঁর স্বাধীন জীবনের নূতন অধ্যায় আবৃত্তি করতে দিতে পেরেছি, আর আমি কিছু চাই না সম্রাট!

শের। কিছু চাও না? ব্যাঘ্রের গহ্বরে এসে দাঁড়িয়েছ, শত্রুর হাতে পড়েছ, কিছু চাও না!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যোধপুর।

মল্লদেব, কুম্ভ, হুমায়ূন।

হুমায়ূন। একটু আশ্রয় রাজা! মহান উদার রাজপুত রাজ! একটু করুণা—ক্ষুধায় পেট জ্বলে গেলেও আহার চাইবনা—অশ্রুজলে চক্ষু ভরে গেলেও কেঁদে তোমার গৃহে অশান্তি জাগাবনা—শুধু একটু আশ্রয়—ম'রতে পারছি না ব'লে শুধু একটু আচ্ছাদন—

মল্লদেব। ক্ষমা করুন সম্রাট! আমি নির্ব্বিবাদে থাকতে চাই—এ বয়সে—না—উৎপাত, উপদ্রব আমি সহ্য করতে পারব না—যান—এস্থান ত্যাগ করুন।

কুম্ভ। বলছেন কি মহারাজ! রাজপুতের জীবন নিয়ে জন্মেছেন, ক্ষুদ্র উপদ্রবের ভয়ে আশ্রয় প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান ক'রে রাজপুতের ইতিহাসে একটা উপদ্রব রেখে যেতে চান—অগ্রগামী রাজপুতকে সমস্ত জাতির পশ্চাতে ঠেলে ফেলে দিয়ে যেতে চান!

মল্লদেব। রাজপুতের নাম ইতিহাসে যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে আমি তাই করছি। তর্ক কর না। যান সম্রাট! বিবেচনা ক'রে দেখেছি—আমি আশ্রয় দিতে পারি না—

হুমায়ূন। দয়ার্দ্রচিত্তে আর একবার বিবেচনা করুন মহারাজ! আজ দীনহীন হুমায়ুন—আপনার দ্বারে একটু আশ্রয়—একটু সহানুভূতি—একটু কৃপার জন্য যুক্তকরে দণ্ডায়মান—রাজা! পথশ্রমে আমি ক্লান্ত—আমার সর্ব্বস্ব অপহৃত—সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত—শত্রু মিত্রের আশ্রয়দাতা রাজপুত! একটু আশ্রয়—একটু দয়া—

মল্লদেব। দয়া ক'রে আমি নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে আ'ন্‌তে পারি না—যান সম্রাট! দয়া ক'রে এ স্থান ত্যাগ করুন—আমি পার্‌ব না।

কুম্ভ। পার্‌তেই হবে মহারাজ! রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, আত্মীয়স্বজন, সর্ব্বস্ব বিনিময়েও রাজপুতের এ গরিমা উজ্জ্বল রাখতে হবে। এমন সুযোগ আর আসবেনা রাজা! রাজপুতের ইতিহাস কীর্ত্তির অক্ষরে খচিত কর্‌তে—রাজপুতের জীবন সহস্র গুণে গৌরব বিমণ্ডিত ক'রে দিতে এমন দিন আর পাবেন না। দি'ন মহারাজ—আশ্রয় দি'ন—আজ হিন্দুস্থানের ভাগ্য-বিধাতাকে আপনার কুটীরে আশ্রয় দিয়ে ধন্য হন—রাজপুতের'মত লক্ষ বিপদ তুচ্ছ ক'রে—রাজপুতের নামের সার্থকতা জগৎকে দেখান।

মল্লদেব। একজন উন্মাদের উপর তা'হ'লে এতদিন সেনাপতিত্বের ভার দিয়ে এসেছি! তোমার নিজের শক্তির কথা একবার ভাব্‌চনা—কেবল—না—এ তোমার উদারতা নয় কুম্ভ—এ তোমার উন্মত্ততা।

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। উন্মত্ততা! এই সজীবতা উন্মত্ততা বাবা! তাই যদি হয়—তবে বল বাবা, এই উন্মত্ততায় রাজপুতের সমস্ত ইতিহাসখানা গড়া কিনা—সিন্ধুরাজ দাহিরের আত্মবিসর্জ্জন হ'তে—রাণা সংগ্রামসিংহের জীবন সংগ্রাম পর্য্যন্ত একটি ক'রে পাতা উল্টে দেখ বাবা—এক একটি গুরু গম্ভীর উন্মত্ততায় আত্মহারা হ'য়ে, এক একটি মহাপুরুষ—এক একটি রাজপুত কর্ম্মবীর সর্ব্বস্ব পণ করে স্থির লক্ষ্যে ছুটে চ'লে গেছেন—তাঁরা জয় পরাজয় কাকে বলে জানতেন না বাবা! কুরুক্ষেত্রের সেই মর্ম্মবাণী মাধবকণ্ঠ নিঃসৃত সেই মহান্ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, অন্যায়ের বিপক্ষে বিবেকের খড়্গ উচ্চ করে স্ফীত বক্ষে তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন—কত যুগ

চ'লে গেছে কিন্তু রাজপুতের কীর্ত্তি মলিন হয়নি—পৃথিবীর পরমায়ুর সঙ্গে সঙ্গে সেই কীর্ত্তি উজ্জ্বল হ'তে উজ্জ্বলতর হ'চ্ছে।

মল্লদেব। রাণা সংগ্রামসিংহের শত্রুর বংশধর—না—কিছুতেই না—যান সম্রাট!

কমলা। ভুল ক'রেছ—সে দিন চ'লে গেছে বাবা! গুর্জ্জর সম্রাট সেই দুর্দ্দান্ত বাহাদুরসার অত্যাচারের কথা স্মরণ কর—মহারাণা সংগ্রাম সিংহের বিধবা মহিষী রাণী কর্ণাবতীর কাহিনী ভুল না—সেই পবিত্র রাখীর কথা স্মরণ কর—আজ তোমার দ্বারে কে বাবা! সেই প্রবল পরাক্রান্ত মোগল বাদশা—সেই দয়ার্দ্র-চিত্ত, পরদুঃখ-কাতর, হিতব্রত হুমায়ুন—যিনি রাণী কর্ণাবতার রাখী ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মত গ্রহণ ক'রে—সমস্ত রাজপুতের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হ'য়েছিলেন—যিনি বাহাদুর হস্ত হ'তে রাণা সংগ্রামের চিতোর রক্ষা ক'রে আমাদের মুখ উজ্জ্বল ক'রেছিলেন—যা তোমরা পারনি বাবা—যিনি নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে তা সম্পাদন করেছিলেন। শত্রু নয় বাবা! বিধাতার ভবিতব্যে যে বাবরসা একদিন রাজপুতের বক্ষ তাদের চক্ষের-জলে সিক্ত করেছিলেন—তাঁরই পুত্র—এই মহাত্মা হুমায়ুন—দু হাত দিয়ে সেই অশ্রু যে মুছিয়ে দিয়েছেন বাবা!

মল্লদেব। চুপ কর কমলা! আমাকে আর শিক্ষা দিতে আসিস্ নে। সরল কথা তোরা কিছুতে বুঝবি না! শক্তি কোথা? শেরসা মোগলের এত বড় একটা শক্তিকে যখন নিমেষে চুরমার ক'রে দি[illegible]—তখন সে শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে মল্লদেবের শক্তি কোথা?

কমলা। শক্তি আকাশ থেকে নেমে আ'স[illegible] বাবা! একবার অভয় দাও, একবার ভাই ব'লে ডাক, একবার বুকে [illegible]ডিয়ে ধর—দেখ্‌তে পাবে দেবতার শক্তিতে তোমার হৃদয় ভ'রে উঠেছে—প্র[illegible] উপশিরায়

রাজপুতের রক্ত নৃত্য কর্‌ছে—প্রতি লোমকূপ দিয়ে সে শক্তির উত্তেজনা ফুটে বেরুচ্ছে। আশ্রয় দাও বাবা! বাদশা আজ ফকির হ'য়েছে—আশ্রয় দাও। প্রয়োজন হয়, আশ্রিতের জন্য প্রাণ দিয়ে এমন কীর্ত্তি সঞ্চয় ক'রে যাও—যা সহস্র পৃথিবী জয় ক'র্‌লেও উপার্জ্জন ক'র্‌তে পার্‌বে না—যা দ্বাপরে অষ্টবজ্র সম্মিলনে পাণ্ডব-গৌরবের মত রাজপুতের ইতিহাসকে পুরাণের মহিমায় মহিমান্বিত ক'রে রাখ্‌বে।

মল্লদেব। না—না—অসম্ভব—যা'ন সম্রাট—আমার উচিত—আপনাকে বন্দী করে শেরসার হস্তে সমর্পণ করা—কিন্তু আমি রাজপুত—তা ক'র্‌ব না—সময় দিচ্চি যা'ন সম্রাট! এই মুহূর্ত্তে এ স্থান ত্যাগ করুন—নতুবা—

কমলা। তা'হলে আমি আশ্রয় দিলুম বাবা—এস সেনাপতি! বিকৃত-মস্তিষ্ক রাজার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ—প্রয়োজন হয়, উন্মত্ত রাজাকে বন্দী কর—রাজপুতবীর! বর্ম্মের মত আশ্রিতের শরীর শত্রুর আক্রমণ হ'তে রক্ষা কর—আসুন বাদশা! আজ আপনি আমাদের অতিথি।

মল্লদেব। হুমায়ুন! হুমায়ুন! জান্‌তুম তুমি সৎ মহৎ উদার—কিন্তু একি তোমার অত্যাচার! দুর্ভাগা বাদশা! ভাগ্যদোষে নিজের রাজ্য হারিয়েছ—আজ আবার একটি শান্তি কুটীরে অন্তর্বিপ্লবের আগুন জ্বেলে দিয়ে পুড়িয়ে ছারখার ক'রে দিতে চাও! দেখ্‌ছ কি—কন্যা পিতৃদ্রোহী—সেনাপতি রাজদ্রোহী—আর একটু পরে—

হুমায়ুন। ঠিক ব'লেছেন মহারাজ! এই আমি চল্লুম—

কমলা। কোথায় যাবেন বাদশা!

হুমায়ুন। পথ ছাড় মা! প্রাণের ভেতর দারুণ আশঙ্কা জেগেছে! পথ ছাড়—শক্তি পেয়েছি—যেতে পা'র্‌ব—ছেড়ে দাও মা—আমার সঙ্গে

সঙ্গে হাহাকার চ'লেছে—পালাও—পালাও—আমাকে যেতে দাও। এখানে আর নয়—না, এখানে কেন—এ দেশে আর নয়—এ ভারতবর্ষে আর নয়। পিতৃভূমি সেই তুর্কস্থান অভিমুখে চললুম—যতদিন সুযোগ না পাই তত দিন আর এ ভারতবর্ষে নয়।

[বেগে প্রস্থান।

(কিছুক্ষণ সকলেই নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন)

কমলা। ওঃ! আজ রাজপুতের কীর্ত্তিস্তম্ভ একটি আঘাতে তুমি ভেঙ্গে দিলে বাবা! রক্তে গড়া একটা পবিত্র সমৃদ্ধি তস্করের ভয়ে আবর্জ্জনার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে! কিন্তু স্থির যে জে'ন রাজা! যে শেরসার ভয়ে তোমার কম্পিত বিবেক আজ কর্ত্তব্য ভুলে গেল—সেই শেরসার হস্ত হ'তে তুমি পরিত্রাণ পাবে না। ঐশ্বর্য্য মদমত্ত পাঠান অচিরেই রাজপুতের ধ্বংসে ছুটে আ'সবে। একটা না একটা মূর্ত্তিতে এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বিচারের দেশ থেকে নেমে আ'সবে।

(অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত মুবারিজের প্রবেশ)

মুবারিজ। সময় বড় কম—তাই অনুমতির অপেক্ষা করিনি আমার বেয়াদফি মাপ কর্‌বেন।

মল্ল। আপনার পরিচয়!

মুবারিজ। পাঠান-সম্রাট শেরসার ভ্রাতুষ্পুত্র আমি—আমার নাম মুবারিজ।

মল্ল। এঁ্যাঃ এঁ্যাঃ—কি প্রয়োজনে এসেছেন সাজাদা!

মুবারিজ। বিশেষ কিছু নয়—তবে একটা কৈফিয়ৎ নিতে এসেছি।

কমলা। দাও বাবা! যুক্তকরে জানুপেতে ব'সে পাঠানকে কৈফিয়ৎ দাও—কমলার আবেদন আকাশে পৌঁছেচে—হুমায়ূনের দীর্ঘশ্বাসে দেবতার প্রাণে ব্যথা জেগেছে। দাও বাবা! কৈফিয়ৎ দাও—

মল্ল। কই জ্ঞানতঃ কিছু অপরাধ ত করিনি—কৈফিয়ৎ—

মুবারিজ। গুরুতর অপরাধ—হুমায়ূনের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে আপনার রাজ্যাভিমুখে আমরা ছুটে আসছিলুম—আশা ক'রেছিলুম হুমায়ূনকে বন্দী ক'রে আপনি আমাদের হস্তে সমর্পণ ক'র্‌বেন কিন্তু শুন্‌লুম নির্ব্বিঘ্নে হুমায়ূন এ রাজ্যের উপর দিয়ে চ'লে গেছে। শীঘ্র এর কৈফিয়ৎ দিন—

মল্ল। কে ব'ল্লে? না না—কই আমি ত এ সব কিছু—

কমলা। সাবধান বাবা! রাজপুতের জিহ্বায় মিথ্যা ব'লো না। পাপের বোঝা আর বাড়িয়ো না বাবা! যে পাপ ক'রেছ তা রাজপুতকে সহস্র যোজন নিয়ে নামিয়ে দিয়েছে—এখনও সময় আছে। বৃদ্ধ রাজা! বুকের ভেতর থেকে তোমার জড়ত্ব দূর ক'রে ফেল—হৃদয়ের দুর্ব্বলতা নিংড়ে বা'র ক'রে দিয়ে রাজপুতের ভঙ্গিমায় সোজা হ'য়ে দাঁড়াও। শুনুন সাজাদা! মোগল সম্রাটকে আশ্রয় দেওয়া উচিত ছিল আমাদের; কিন্তু সামর্থ্য অভাবে তা পারিনি—আমরা তাঁকে ছেড়ে দিয়েছি—পালিয়ে যেতে সুবিধা ক'রে দিয়েছি। প্রয়োজন হয়—

মুবারিজ। আমাকে রাজার সঙ্গে কথা কইতে দাও মা!

মল্ল। না না—আর প্রয়োজন নাই—আমারও ঐ কথা—তাঁকে ছেড়ে দিয়েছি—বেশ ক'রেছি—যান সাজাদা! আর কিছু শুনতে চাই না। শেরসাকে বলুনগে রাজপুত এর কৈফিয়ৎ অস্ত্রের মুখে দেবে। যান—

মুবারিজ। উত্তম—তবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ন।

[প্রস্থান।

মল্ল। আমায় ক্ষমা কর কুম্ভ!

কুম্ভ। রাজা! রাজা! আজ এক নবীন উৎসাহে আমার বক্ষ ফুলে উঠেছে—আনন্দে আমার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হ'য়ে আসছে—আজ আমরা

আপনাকে ফিরে পেয়েছি। চলুন রাজা—রাজপুতকে শত্রু উপেক্ষা ক'রেছে রাজপুতকে শত্রু ভ্রূকুটী দেখিয়েছে—চলুন রাজা সে ভ্রূকুটী-কুটীল চক্ষু উপড়ে ফেলে দিতে হবে।

মল্ল। চল্ সেনাপতি—চল্ মা কমলা—আর একবার জ্বলে উঠবি চল্—অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধ রাজাকে আজ যেমন ক'রে ক্ষেপিয়ে দিলি তেমনি ক'রে সমস্ত রাজপুতকে ক্ষেপিয়ে দে। গুরু গম্ভীর উন্মাদনায় রাজপুত আবার একখানা ইতিহাস গড়ে ফেলুক। বেজে উঠ মা! দ্বাপরের সেই পাঞ্চজন্য শঙ্খের মত বেজে উঠ—রণোন্মাদে মত্ত ক'রে সমস্ত রাজপুতকে শত্রুর বিরুদ্ধে ছুটিয়ে দে—শত্রু মূর্চ্ছিত হ'য়ে রাজপুতের পদতলে লুণ্ঠিত হ'ক।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

পাঠান শিবির।

শেরসা, জালাল, মুবারিজ।

শের। বল কি মুবারিজ! যোধপুরের রাজা মল্লদেব হুমায়ুনকে তার অধিকারের ভেতর পেয়েও ছেড়ে দিলে—অধীনতা স্বীকার করা দূরের কথা—এত বড় একটা উদ্ধত অপরাধের জন্য একবার মার্জ্জনা চাইলে না! মোগলের প্রচণ্ড শক্তিকে আমি নিমেষে বিপর্য্যস্ত ক'রে দিলুম, এ দেখেও একটু ভয় খেলে না! আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রলে।

জালাল। মোগলে আর রাজপুতে একটু তফাৎ আছে বাবা।

শের। সে তফাৎটুকু আমি এক ক'রে দেবো—আমাদের কত ফৌজ তৈরী হ'য়েছে জালাল?

জালাল। আশি হাজার।

শের। আশি হাজার! মুবারিজ! রাজপুত কত অনুমান কর?

মুবারিজ। প্রায় পঞ্চাশ হাজার—

শের। পঞ্চাশ হাজার! পঞ্চাশ হাজার রাজপুতকে হঠাতে আশি হাজার তরবারি যদি কোষ মুক্ত ক'রতে হয়, তাহ'লে পাঠানের নামে কলঙ্ক প'ড়বে।

(সোফিয়ার প্রবেশ)

সোফিয়া। ভুল বুঝ্‌ছেন সম্রাট! যদি রাজ্যের মঙ্গল চান, তবে এই পঞ্চাশ হাজার রাজপুতকে একেবারে শেষ ক'র্‌তে হবে। এর জন্য আশি হাজার কেন—রাজ্যের সমস্ত শক্তি যদি ব্যয় ক'র্‌তে হয়, তাও ক'র্‌তে হবে।

শের। কেন—এমন কথা কেন ব'ল্‌ছ মা?

সোফিয়া। ব'ল্‌ব না! আমি যে রাজপুতকে চিনি। মনে আছে সম্রাট! একদিন এই রাজপুতই পাঠানকে নির্ম্মূল ক'র্‌বার জন্য বাবরকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছিল। তাকে নির্ম্মূল ক'র্‌তে না পা'র্‌লে পাঠান সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভাল নয় জেনে রাখবেন।

শের। পাঠান কি এতই দুর্ব্বল!

সোফিয়া। পাঠান দুর্ব্বল! না সম্রাট! কিন্তু রাজপুতের শত্রুতা বড় ভয়ঙ্কর। ভূমিকম্পের মত এ জাত যখন মাথা নাড়া দেয়—তখন সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তি পর্য্যন্ত ন'ড়ে ওঠে। সহস্র বীরের প্রাণের উন্মাদনা কেঁপে উঠে মাটীর নীচে নেমে যায়। আগুনের মত এ জাত যখনই জ্ব'লে উঠেছে, তখনই পতঙ্গের মত লক্ষ আততায়ী তাতে পুড়ে

ম'রেছে! জনাব! আবার বলি, যদি পাঠানের মঙ্গল চান, তা'হ'লে এ জাতকে কিছুতেই বর্দ্ধিত হ'তে দেবেন না।

শের। ভয় দেখিও না মা!

সোফিয়া। ভয় নয় জনাব! এ জাতের রমণীগুলো তূর্য্যধ্বনির মত পুরুষকে জাগিয়ে তোলে—হাস্‌তে হাস্‌তে তাদের বীরসাজে সাজিয়ে দেয়। তারা আগুন চিবিয়ে খায়—শত্রুর রুধির গায়ে মেখে নিজের দেহ ভস্ম করে।

শের। চুপ কর মা—চুপ কর—

সোফিয়া। জনাব! এ জাত বীরত্বের পরীক্ষা নিতে যেন পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে আছে। ভারতে যে এসেছে, একবার ক'রে এ জাতের সম্মুখে মাথা নামিয়ে গেছে। এবার আপনার পালা এসেছে জনাব! যদি পূর্ব্ব ইতিহাসের পুনরভিনয় দেখ্‌তে না চান, ত'হলে এ জাতকে ছলে বলে কৌশলে যেমন ক'রে হ'ক ধ্বংস ক'রতে হবে—তারপর সেই ভস্মের রেণু মাথায় মেখে বীরের পূজা ক'র্‌তে হবে।

শের। এ বীরত্বের পূজা ছলে কেন মা? হজরতের প্রেরণায় আজ পাঠানেরও প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। খোদার প্রত্যাদেশে আজ লক্ষ পাঠানের প্রাণ সমস্বরে বেজে উঠেছে। তারা বীরের পূজা শিখেছে বিশ্বাসঘাতকতা কেন মা!

(ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। শেরসা! কাফের, কাফের—বৃথা শক্তি নষ্ট কর না। ছলে বলে কৌশলে তাদের ধ্বংস কর—তারপর তোমার অক্ষয় শক্তি নিয়ে দুষ্টের দমন কর—শিষ্টের পালন কর—জগতে এমন কীর্ত্তি রেখে যাও যা স্মরণে মানুষ ধন্য হবে—বরণে জগতের শ্রী ফুটে উঠবে।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। জনাব! একটা রাজপুত আচম্বিতে এসে একজন পাঠানকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে ছুটেছে—দু'শ পাঠান তার পেছু নিয়েছে।

শের। পাঠানকে যদি উদ্ধার ক'রতে না পারে—সমস্ত পাঠান আমি হত্যা ক'রব। জালাল! মুবারিজ! সমস্ত পাঠান নিয়ে আমার অনুসরণ কর।

[সকলের প্রস্থান।

ফকির। তাইত মা! শেরসার মতিগতি ত ভাল বোধ ক'র্‌ছি না। কাফের ধ্বংস ক'র্‌তে এত ইতস্ততঃ ক'র্‌ছে!

সোফিয়া। দাঁড়াও ফকির—একটু অপেক্ষা কর। ঐ একজন রাজপুত দু দশ জন পাঠানের শির মাটীতে নামা'ক তারপর। একটু অপেক্ষা কর সমস্ত ঠিক ক'রে রেখেছি।

ফকির। কি ঠিক ক'রে রেখেছিস্ মা!

সোফিয়া। যোধপুরের মহারাজ মল্লদেবের প্রধান সেনাপতি কুম্ভ যেন আমাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চেষ্ট থাকবে—এই মর্ম্মে একখানি পত্র যেমন ক'রে হ'ক মল্লদেবের হস্তগত করা'তে হবে। পত্র লিখে ঠিক ক'রে রেখেছি—শুধু একটা দস্তখত চাই।

ফকির। এ পত্রে দস্তখত ত সম্রাট ক'র্‌বে না।

সোফিয়া। কৌশলে করা'তে হবে—না হয় জাল ক'র্‌তে হবে। একটু ধৈর্য্য ধর ফকির! রাজপুত দিয়ে রাজপুত ধ্বংস ক'র্‌ব। পাঠানের রাজ্যে পাঠান থাকবে—রাজপুত কে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপুত শিবির।

(সঙ্গীত সমাপনান্তে চারণ কবিগণ দাঁড়াইয়া আছেন—যোধপুরাধিপতি মল্লদেবের সেনাপতি কুম্ভ ও পশ্চাতে তাঁহার অধীন সৈন্যগণ অপেক্ষা করিতেছে)

কুম্ভ। শুনলে রাজপুত! তোমার কর্ম্মজীবনের অগ্রভেরীর উচ্চরব—তোমার ধর্ম্ম-মন্দিরের গভীর শঙ্খধ্বনি! দেখ্‌লে রাজপুত! মানস-চক্ষে তোমার মাতৃমূর্ত্তি—ব্যোমস্পর্শী তোমার জয়পতাকা—তোমার দ্বারে শত্রু এসেছে—কিসের শঙ্কা। ঐ শোন—আবার শোন—ঐ বিজয় দুন্দুভি, ঐ শোন চারণের গান—নূতন তানে—নূতন ছন্দে আকাশ ভ'রে উঠেছে।

(চারণ কবিগণ গাহিলেন)

গীত।

প্রতাপে যাঁহার অরাতি স্তব্ধ বিরাট বাহিনী ছত্রাকার
হুঙ্কারে যাঁর মোগল কীর্ত্তি করিয়া উঠিল হাহাকার
কোরাণ স্পর্শে কহিল বাবর "কভু না মদিরা করিব পান"
চূর্ণ করিয়া সুরার পাত্র ভিক্ষুকে দিল করিয়া দান।
শৌর্য্য আধার সে' রাজপুত রাখিব তাঁহার মান,
ধন্যা হইল যাঁহারে পাইয়া জননী রাজস্থান॥

(মল্লদেবের প্রবেশ)

মল্লদেব। থামিয়ে দাও, থামিয়ে দাও—এ গান রাজপুতানায় কেন? এ শিলাদিত্যের জন্মভূমি—এখানে যে এ গান গাইবে তার জিহ্বা কেটে দেবো—যে রাজপুত এ গান শুনবে তাকে হত্যা ক'রব।

কুম্ভ। এ সংগ্রামের জন্মভূমি—এখানে যে এ গান না গাইবে সে মূক—যে রাজপুত এ গান না শুনবে সে বধির।

মল্লদেব। কুম্ভ। তাই এত আড়ম্বর! বিশ্বাসঘাতক রাজপুত! মল্লদেব যে তোমাদের সন্তানের মত পালন ক'রে এসেছে—

কুম্ভ। রাজা! রাজা! একি কথা!

মল্লদেব। রাজাকে তুমি হত্যা ক'রে নিজে রাজা হ'লে না কেন কুম্ভ?

কুম্ভ। উন্মাদ—উন্মাদ আপনি।

মল্লদেব। উন্মাদ আমি! কুম্ভ! রাজপুতবীর! রাজপুতের সিংহাসন যবনকে ডেকে দিচ্ছ! এই দেখ—তোমার ষড়যন্ত্রের মানচিত্র—ভয় নাই শেরসা অনুকম্পা ক'রে দস্তখত ক'রে দিয়েছে—নাও ধর।

(কুম্ভের পত্রগ্রহণ, পাঠ ও ছিন্ন করিতে করিতে)

কুম্ভ। মিথ্যা মিথ্যা—আমি রাজপুত।

মল্লদেব। কুম্ভ! (অসি নিষ্কোষিত করিতে যাইলেন)

কুম্ভ। রাজা! রাজা! হত্যা করুন আমাকে। (জানু পাতিয়া বসিলেন) কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ শত্রুর ষড়যন্ত্র।

মল্লদেব। শত্রুর ষড়যন্ত্র! না—তোকে হত্যা ক'র্‌ব না—রাজপুত তোকে ভাল ক'রে চিনুক। সৈন্যগণ! আমি তোমাদের রাজা, তোমাদের সেনাপতি কুম্ভ শত্রুর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে দেশের সর্ব্বনাশে উদ্যত—দেশটাকে শত্রুর হাতে তুলে দেবার জন্যই তার এই সমরায়োজন। তোমাদের আর নিজের সর্ব্বনাশের জন্য এ যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। আমার আজ্ঞা তোমরা ফিরে চল।

কুম্ভ। না না—তা হ'তে পারে না (উঠিয়া) সৈন্যগণ! আমি তোমাদের সেনাপতি—তোমাদের শিক্ষাদাতা আমি—শত্রুর বিপক্ষে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে—অসির আঘাতে দেশের কলঙ্ক অপসারিত ক'রতে আমি তোমাদের শিখিয়েছি। আমার আজ্ঞা—

মল্লদেব। কুম্ভ! কুম্ভ! (অস্ত্রাঘাতের উদ্যোগ)

কুম্ভ। না রাজা! এখন নয় (অস্ত্র নিবারণ) কুম্ভের অনেক কাজ বাকী রয়েছে—সে বৃথা প্রাণ দিতে পারে না। তার কর্ত্তব্যের শেষ হ'ক রাজার পদতলে ব'সে সে নিজের বুকে ছুরি মা'র্‌বে।

মল্লদেব। না ধিক আমায়—তোর মত কুলাঙ্গারকে—না—সৈন্যগণ! তোমরা রাজাকে চাও—না সেনাপতিকে চাও?

সৈন্যগণ। আমরা রাজার দাস—আমরা রাজাকে চাই।

মল্লদেব। বেশ, তবে রাজার আজ্ঞা পালন কর।

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। আর তোমাদের সেনাপতিকে? যে তোমাদের হাসি মুখ দেখে হেসেছে—দুঃখ দেখে কেঁদেছে—সেই সেনাপতিকে চাও না! তার মাথায় জোর ক'রে কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে—বিশ্বের বুকে বিদ্রূপের মত তাকে ফেলে রেখে যাচ্ছে—এই দুর্দ্দিনে তাকে ফেলে রেখে যেতে চাও? পঞ্চাশ হাজার রাজপুতের মধ্যে পঞ্চাশ জন তার সহগামী হ'তে পার না! একজন তার জন্য প্রাণ দিতে পার না! না পার—যাও—রাজকন্যা তার নিজের রক্তে বীরের কলঙ্ক ধৌত ক'রে দেবে।

সৈন্যগণ। সব ফিরুক আমরা ফিরব না। আমরা সেনাপতিকে চাই।

কমলা। তবে এস—একজন হও একজন এস—কিন্তু সাবধান! ম'র্‌তে হবে রক্ত দিয়ে সেনাপতিকে মুক্ত ক'র্‌তে হবে। রাজার গৌরব রাজপুতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে হবে।

[কমলার সহিত সৈন্যগণের প্রস্থান।

মল্লদেব। ক্ষেপিয়ে দিলে ক্ষেপিয়ে দিলে—এই মেয়ে হ'তে আমি পাগল হলুম। [প্রস্থান।

কুম্ভ। একি শক্তি দিয়ে পাঠালে ঈশ্বর—একি জ্যোতিঃ—একি এ আহ্বান! অগ্রসর হও কুম্ভ! এই বিশ্ববিজয়িনী শক্তিতে হৃদয় পূর্ণ ক'রে নাও—এই তীব্র জ্যোতিঃতে পথ দেখে নাও—ঐ ভেরীর ডাকে ছুটে চল—জয় তোমার—

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্ব।

দুইজন সৈনিক।

১ম সৈ। লড়াই কই হে চাচা?

২য় সৈ। আরে শুন্‌নি চাচা! আমাদের মূর্ত্তি না দেখে, আটত্রিশ হাজার হিঁদু রাজার সঙ্গে আর বার হাজার সেনাপতির সঙ্গে দে দৌড়। খিড়কি খুলে দিতে তর সইল না—ভেঙ্গে অন্দরে ঢুকে প'ড়েছে। আরে চাচা! হিঁদু কি আর লড়্‌তে জানে।

(বেগে ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। বার হাজার রাজপুত আশি হাজার পাঠানকে গ্রাস ক'র্‌তে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসছে—সাবধান পাঠান! সাবধান।

(বেগে প্রস্থান ও নেপথ্যে কলরব)

২য় সৈ। চাচা! চাচা! বেঁকে যাচ্ছ কেন? বেগতিক—তলোয়ার ধ'রে সোজা হ'য়ে দাঁড়াও।

[প্রস্থান।

(নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে কুম্ভের প্রবেশ)

কুম্ভ। সৈন্যগণ! রাজপুত বীরগণ! এ কলঙ্ক শুধু আমার মাথায়

পড়ে নাই—আমার আত্মাকে কলুষিত ক'রে তোমাদেরও সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে প'ড়েছে সমগ্র জাতির অস্তিত্বে এ কালিমা লিপ্ত হয়েছে। শুধু আমার রক্তে হবে না—বার হাজার রাজপুতের হৃদয়ের রক্তে এ কলঙ্ক ধৌত ক'রে যশের দীপ্তি ফুটিয়ে তুলতে হবে। সম্মুখে অগণ্য শত্রু—ভয় পেওনা রাজপুত! পশ্চাতে নরকের কলরব—পেছিয়োনা রাজপুত! মুক্ত অসি সসম্মানে কোষ নিবদ্ধ ক'রে যদি ফিরতে পার—গর্ব্বদৃপ্ত শেরশার মুণ্ড রাজপদে যদি উপহার দিতে পার—তাহলে নূতন গরিমায় সমগ্র রাজস্থান উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে—নূতন শক্তিতে রাজপুত সোজা হ'য়ে দাঁড়াবে। না পার—ক্ষতি কি—অক্ষয় অমর কীর্ত্তি।

[প্রস্থান।

(শেরসার প্রবেশ)

শের। পাঠান! পাঠান! মুষ্টিমেয় রাজপুতকে যদি পদদলিত না ক'রতে পার—তোমার নাম কেউ ক'রবে না। ইতিহাস আবর্জ্জনার মত তোমাকে দূরে ফেলবে—দুনিয়া কুটিল নেত্রে তোমাকে বিদ্রূপ ক'রবে। (সম্মুখ দেখিয়া) জালাল! জালাল! পালিয়ো না—পিতার স্নেহ, মার ভালবাসা সন্তানকে মৃত্যুর গ্রাস হ'তে রক্ষা ক'রতে পারবে না—ম'রতেই হবে জালাল! মৃত্যুমুখরিত এই রণাঙ্গনে, বীরের এই তীর্থ ক্ষেত্রে যদি সমাধি গ'ড়তে পার হজরতের করুণায় তোমার নামে দুন্দুভি বেজে উঠবে—তোমার নামে ফুল ফুটে উঠবে।

[প্রস্থান।

(বল্লমের উপর ভর দিয়া আহত কুম্ভের প্রবেশ)

কুম্ভ। খাসা রক্ত দিয়েছো রাজপুত! খাসা রক্ত নিয়েছো।

(অর্দ্ধ শয়ন অবস্থায় উপবেশন)

সব শেষ ক'রেছিলুম—আবার কোথা হ'তে কাতারে কাতারে পাঠান

এল—যাক—কার্য্য শেষ হ'য়েছে—আশা মিটেছে—একটি একটি ক'রে বার হাজার রাজপুত বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে। ওঃ—

(বেগে নিষ্কোষিত অসি হস্তে কমলার প্রবেশ)

কমলা। কুম্ভ! কুম্ভ! কোথায় যাবে তুমি—আমায় ফেলে নিষ্ঠুর!

(তরবারি রাখিয়া মস্তক ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন)

কুম্ভ। এ আবার তুমি কি ব'লছ রাজনন্দিনী! কুম্ভের আজ এ বিদায়ের দিনে নূতন জীবনের প্রলোভন কেন সুমুখে ধ'রেছ কমলা!

কমলা। কি বলছি—হা পাষাণ! কমলার নীরব সাধনা আজ আকাশ কুসুমে পরিণত ক'রে কোথায় তুমি চ'লেছ প্রাণেশ্বর!

কুম্ভ। প্রাণেশ্বর! কমলা! কমলা! এতদিন তবে একবার ভাল ক'রে কেন বলনি—কুম্ভও যে তার ব্যাকুল সাধনার কণ্ঠ চেপে ধ'রে এতদিন চ'লে এসেছে!

কমলা। স্থির হও—ক্ষত মুখ হ'তে প্রবলবেগে রক্ত ছুটছে।

কুম্ভ। ছুটুক কমলা! এ সুখের স্বপ্ন টুটতে না টুটতে সমস্ত অস্তিত্ব আমার ছুটে বেরিয়ে যাক। একি স্পর্শ রাজনন্দিনী—একি উত্তেজনা—এ কি আনন্দ! যাও কমলা! ভাল যদি বেসে থাক একটি কাজ কর—তোমার পিতার কাছে যাও—গিয়ে বলগে—কুম্ভ বিশ্বাসঘাতক নয়—রাজভক্ত সে রাজার নামে প্রাণ দিয়েছে—যাও—আমার আর বেশী দেরী নেই!

কমলা। কোথায় যাব না না—যাব—প্রতি রাজপুতের দ্বারে দাঁড়িয়ে এ কথা ব'লে যাব—যাবার আগে একবার দেখে যাবো কোন্ বলে পাঠান বলীয়ান্।

(দশ বার জন সৈন্যের প্রবেশ)

সৈন্য। হাঃ—হাঃ—হাঃ এই পেয়েছি—কাফেরের সেনাপতি এই যে প'ড়ে আছে —বাঁধ—বাঁধ—বেঁধে নিয়ে চল—

কুন্ত। পালাও কমলা! পালাও—এ রাক্ষসদের সঙ্গে তুমি পা'র্‌বে না।

কমলা। চুপ ক'রে দাড়া রাক্ষসের দল। এ রাজপুতের দেহ, রক্তে গড়া এ একটা স্বর্গের সম্ভার—এ কীর্ত্তির রক্ষী একজন রাজপুতবালা—চক্ষের জলে গড়া নয়—হিন্দুস্থানের কোমল মাটীতে বর্দ্ধিত নয়—পাথর গলিয়ে এ দেহ তৈরী—মরুভূমিতে এ দেহ বর্দ্ধিত—লক্ষ রাষ্ট্রবিপ্লবের শক্তিতে এ দেহ ভরপুর। পা'র্‌বিনা শয়তানের দল—পৃথিবীর শক্তি নিয়ে এসে দাঁড়ালেও এ রাজপুতবালাকে হঠাতে পা'র্‌বি না। চুপ করে দাঁড়া।

সৈন্য। বাঁধ—বাঁধ—ভয় করিস না—

কমলা। চুপ ক'রে দাঁড়া সয়তানের দল—প্রাণের চেয়ে কিছু প্রিয় নেই মনে ক'রে এ ভুজঙ্গীর শিরে আঘাত কর। (অসিনিষ্কাষণ)

সৈন্য। না না—কেউ পালিয়োনা। একে ছেড়ে গেলে আবার বেঁচে উঠবে—বাঁধ—বাঁধ—বেধে নিয়ে যেতে পা'ল্‌লে এনাম পাব—

কমলা। আয় শয়তানের দল! রাজপুতের শক্তির পরিচয় পেয়েছিস—রাজপুতবালার শক্তির পরিচয় নে।

(উভয় পক্ষের যুদ্ধ)

কুন্ত। একি তুমি ক'র্‌লে কমলা! একটা গতপ্রায় জীবনের জন্য তোমার ঐ অমূল্য প্রাণ নষ্ট ক'রতে চল্‌লে! (উঠিবার চেষ্টা) ওঃ—

(ইত্যি মধ্যে একজন সৈন্যের পতন)

সৈন্য। কেউ পিছু ফিরোনা—কেউ পিছু ফিরোনা।

কুম্ভ। না—না—ও রকমে ত হবে না—কজনকে তুমি হত্যা ক'রবে কমলা! কতক্ষণ তুমি যুদ্ধ ক'রবে—ওঠ কুম্ভ! তোমার জন্য নারী হত্যা হয়—ওঠ—যাবার সময় জীবনের শেষ স্পন্দন পাঠানকে দেখিয়ে যাও। (উত্থান ও দুজনকে হত্যা করণ)

পাঠান সৈন্য। বাপরে, বাপরে—বেঁচে উঠেছে—

[সকলের পলায়ন।

কুম্ভ। (কাঁপিতে কাঁপিতে) কমলা! যাই— (মৃত্যু)

কমলা। কোথায় যাবে?—কমলাকে ফেলে কোথায় যাবে নাথ! (বক্ষের উপর পতন) কুম্ভ! কুম্ভ! ওহোহো নিবে গেল—নিবিয়ে দিলে—শান্তিতে ম'রতে দিলে না—ম'র্‌বার আগে একটু বিশ্রাম নেবে ব'লে শুয়েছিলে · বিশৃঙ্খলার মত চীৎকার ক'রে জাগিয়ে দিলে—বিশ্বাস-ঘাতক পাঠান সুস্থ হ'য়ে ম'রতে দিলে না! নিবিয়ে দিলে—কমলার সমস্ত জীবনটা আজ অন্ধকার ক'রে দিলে। শাস্তি দেব—প্রতিশোধ নেব—প্রতি রাজপুতের দ্বারে দ্বারে ঘুর্‌ব—যেখানে একটি কণা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পাব, ফুৎকারে তাকে বৃহৎ ক'রে পাঠানের সর্ব্বাঙ্গ জ্বালিয়ে দেবো—জ্বালা উদ্গিরণ ক'র্‌ব আগ্নেয়-গিরির মত মুহুর্মুহুঃ অগ্ন্যুদ্গারে পাঠানের রাজ্যে ছড়িয়ে প'ড়ব। বাত্যাবিক্ষুব্ধ সাগর-তরঙ্গের মত আছড়ে প'ড়ে পাঠানের বুক ভেঙ্গে দেব—বজ্রাঘাতের মত পাঠানের জাগ্রত কীর্ত্তির শিরে প'ড়ে হাহাকার তু'ল্‌ব।

পঞ্চম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

দরবার।

(শেরসা বিচারাসনে উপবিষ্ট—বিচারপ্রার্থী ব্যক্তিগণ দণ্ডায়মান)

কৃষক। জনাব! চাষা আমরা। চ'ষে খুঁড়ে, দেশের আহার যোগাড় ক'রে দিয়ে,—অন্নকষ্টে ম'রতে আমরা—জলে ভিজে, কাদা ঘেঁটে, পচা পুকুরে দিনভোর ডুবে থেকে, রোগে ভুগে,—ম'রতে আমরা – ফসল হ'ক না হ'ক রাজার খাজনা দিতেই হবে।

শের। আজ হ'তে খাজনা রহিত হ'ল। ফসল হয়, চাষা খাজনা দেবে—না হয় কোন চিন্তা নাই। ফসল যা উৎপন্ন হবে, তার চার ভাগের এক ভাগ রাজার ঘরে তুলে দিতে হবে।

কৃষক। মোটে চার ভাগের একভাগ! আমরা মাথায় করে দিয়ে যাব! ফিরে যাবার সময় বাদশার জয়গান ক'রতে ক'রতে চলে যাব।

একব্যক্তি। জনাব! সুবর্ণ গ্রাম হ'তে সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাজপথ নিৰ্ম্মাণ ক'রে দিয়ে দেশের দুর্দ্দশা মোচন ক'রে দিয়েছেন। ঘোড়ার

ডাকের সৃষ্টি ক'রে খবরাখবরের সুবিধা ক'রে দিয়েছেন—পথের উভয় পার্শ্বে কূপ খনন ক'রে দিয়ে জলকষ্ট নিবারণ করেছেন—পান্থনিবাস নির্ম্মাণ ক'রে পথিকের কষ্ট দূর করেছেন। কিন্তু সম্রাট! রাজপথের বৃক্ষের ফলে পথিকের অধিকার থাকবে না কেন?

শের। কেন থাকবে না—আজ হ'তে সকলের তাতে সমান অধিকার রহিল।

-ম ব্যক্তি। জয় বাদশার জয়—

[প্রস্থান।

শের। আর কারও কিছু বক্তব্য আছে?

(সহসা ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। আমার বক্তব্য আছে সম্রাট! না—বক্তব্য নয়—অভিযোগ—দীন দুনিয়ার মালিকের কাছে আমার নিবেদন।

শের। প্রভু!

ফকির। কে প্রভু? বাদশা আর ফকির—কে প্রভু? আমি মর্ম্মাহত বিচার-প্রার্থী।

শের। প্রভু! আজ্ঞা করুন।

ফকির। বড় তৃষ্ণা পেয়েছিলো—পুষ্করিণীর জল স্পর্শ ক'রতে গেলুম—দুট কাফের হিন্দু স্নান ক'রছিল—তারা আমায় জলে নামতে দিলে না। মুসলমান জলে নামলে জল অপবিত্র হবে!

শের। নিষ্ঠুর পশু তারা—তৃষ্ণার্ত্তকে জল পানে বাধা দেয়।

ফকির। তৃষ্ণা ছুটে গেল—প্রতিহিংসায় শিরা উপশিরা ফুলে উঠল। বিচার কর সম্রাট!

শের। আজ্ঞা করুন প্রভু! হতভাগাদের সপ্তাহকাল তৃষ্ণার জল হ'তে বঞ্চিত করি।

ফকির। আমি তাদের চিরকালের জন্য জল হ'তে বঞ্চিত ক'রতে পারতুম। দেহে এখনও সে শক্তি আছে—এ বিচারের জন্য বাদশার কাছে ছুটে আসতে হ'ত না।

শের। তবে আপনিই বিচার করুন।

ফকির। মুসলমান রাজ্যে মুসলমান জল স্পর্শ ক'রলে জল অপবিত্র হবে—এ কথা যে জাতি বলে—মুসলমান রাজ্যে তার স্থান থাকা উচিত নয়।

শের। ব্যক্তিগত পাপে আমি জাতির উৎসাদন ক'রতে পারিনা প্রভু! শুধু জাতির উৎসাদন নয় তাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ! উঃ—অসম্ভব—

ফকির। শেরসা! কাফেরের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করায় পাপ নাই—বরং পুণ্য আছে।

শের। মহাপাপ—মহাপাপ—

ফকির। (অতীব ক্রুদ্ধ স্বরে) শেরসা!

শের। ভ্রূকুটী কেন প্রভু—সমস্ত পৃথিবী যদি উৎসাহিত করে—কোন জাতির ধর্ম্মে শেরসা হাত দেবে না। দুনিয়া যদি শেরসার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে, তথাপি শেরসা ভীত হবে না।

ফকির। শেরসা! শুন্‌লে না—আচ্ছা থাক।

[প্রস্থান।

হিন্দুসভাসদ। সম্রাট শুধু হিন্দুর বাদশা নন—হিন্দুর দেবতা—হিন্দুর দেবতা—জয় বাদশার জয়—জয় বাদশার জয়—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কালেঞ্জর প্রান্ত।

কমলা।

কমলা। ঘুমন্ত যে তাকে ডেকে তুল্‌লুম—জাগ্রত্ যে তাকে সঙ্গে আস্‌তে বল্‌লুম—রাজপুতের দ্বারে দ্বারে কেঁদে বেড়ালুম—কেউ শুন্‌লে না! কেমন ক'রে রাজপুত আজ এমন হ'য়ে গেল! শেরসার ভয়ে! না—উৎপীড়িত রাজপুত চিরদিন ত তার শির উচ্চ রেখে চ'লে এসেছে। তবে—এ আকস্মিক পরিবর্ত্তন তবে কি কমলার অদৃষ্টের ফল! আর একজন অবশিষ্ট—কালেঞ্জর-অধিপতি কীর্ত্তিসিংহ। কালেঞ্জরের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি—যাই কি না যাই—না না—এতদূর যখন এসেছি—তখন একবার যাব—না গিয়ে ফির্‌ব না—কিন্তু রাজপুতের এ জাতিগত অধঃপতনের দিনে—কালেঞ্জর কি সেই পূর্ব্বের কালেঞ্জর আছে!

(সোফিয়ার প্রবেশ)

সোফিয়া। বড় দুঃখিত হচ্চি রাজকুমারী! কালেঞ্জরের অবস্থা দেখ্‌বার আর অবসর হবে না। অন্য পথে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে।

কমলা। একি! কে তুমি?

সোফিয়া। এখনি অস্ত্র মুখেই সে পরিচয় পাবে রাজপুতবালা!

কমলা। পরিচ্ছদ দেখে বুঝ্‌ছি তুমি পাঠান-রমণী।

সোফিয়া। আর তুমি পাঠানের শত্রু—এখন বুঝ্‌তে পাচ্ছ, তোমার আমার সম্বন্ধ কি? সেই সম্বন্ধটা ভাল ক'রে ফুটিয়ে তুল্‌তে আজ এখানে এসেছি। অনেক কষ্টে তোমার সন্ধান পেয়েছি। রাজপুতবালা! পাঠানকে দংশন ক'রতে উদ্যত হ'য়েছো—তার পূর্ব্বে পাঠানের দন্তে কত ধার তার একটু পরিচয় নাও।

কমলা। সে পরিচয় নেবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি—এস পাঠানবালা! (উভয়ের যুদ্ধ ও সোফিয়ার হস্ত হইতে তরবারি পতন) বুঝ্‌তে পার্‌ছ নারী! তোমার জীবন এখন আমার হাতে, কিন্তু তোমায় হত্যা ক'রব না—যাও পাঠান-নন্দিনী! তোমাদের সম্রাটকে গিয়ে সংবাদ দাও—যে রাজপুত এখনও মরেনি—তার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেবার জন্য শীঘ্রই তার সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ ক'রবে।

সোফিয়া। বটে—এতদূর স্পর্দ্ধা!

(বংশীতে ফুৎকার ও কতিপয় পাঠান সৈন্যের প্রবেশ)

সোফিয়া। বন্দী কর—সর্ব্বাগ্রে যে বন্দী ক'র্‌তে পারবে—এই সুন্দরীকে তার অঙ্কশায়িনী ক'রে দেবো।

কমলা। আয় শয়তানের দল—রাজপুতের মেয়েকে অঙ্কশায়িনী ক'রতে হ'লে কত অস্ত্রের ক্ষত বক্ষে ধারণ ক'রতে হয়—তা দেখ।

(সকলে কমলাকে আক্রমণ করিল)

সোফিয়া। সকলের আগে যে বন্দী ক'র্‌তে পার্‌বে—সে এই অমূল্য নারীরত্ন উপহার পাবে।

(কমলার হস্ত হইতে তরবারি পতন)

কমলা। দাঁড়াও—একটু অপেক্ষা কর—অস্ত্র নিতে দাও—পুরুষ তোমরা বীর তোমরা—অস্ত্রহীনাকে মেরোনা।

সোফিয়া। সাবধান—যে যুদ্ধে ক্ষান্ত হবে—আমি তাকে হত্যা কর্‌ব। বন্দী কর—

কমলা। কিছুতেই না—এমনভাবে ম'র্‌তে পারি না। কে আছ রক্ষা কর—রক্ষা কর—

নেপথ্যে। ভয় নাই—ভয় নাই।

(কীর্ত্তিসিংহের প্রবেশ)

সোফিয়া। খবরদার—পালাতে দিও না।

কীর্ত্তিসিংহ। পুরুষে নারীর উপর অত্যাচার ক'রছে—আর সেই পুরুষের পরিচালক নারী! খবরদার শয়তানের দল (তরবারি খুলিয়া দাঁড়াইলেন—পাঠানগণ সরিয়া গেল)

সোফিয়া। একজন পুরুষের ভয়ে তোমরা পেছিয়ে যাচ্ছ পাঠান! এগোও দুটোকেই হত্যা কর।

কীর্ত্তিসিংহ। সাবধান! একপা এগিয়েছো কি ম'রেছ।

(উভয়পক্ষে যুদ্ধ ও পাঠান সৈন্যগণের পলায়ন)

সোফিয়া। পালালে—আবার পালালে কাপুরুষের দল। কে তুমি? এখনও এ রমণীকে ত্যাগ কর—এ দুষ্টাকে শাসন ক'র্তে আমি পাঠান সম্রাট শেরসার প্রেরিত হয়ে এসেছি।

কীর্ত্তিসিংহ। শেরসা শঠ খল বিশ্বাসঘাতক হ'তে পারে—কিন্তু রমণীর উপর অত্যাচার ক'রতে সে কখনও তোমাকে পাঠাবে না—আর তাই যদি হয়—ঈশ্বর প্রেরিত হয়েও তুমি যদি আজ এসে থাক—ত'াহ'লেও যে অত্যাচার আমি চোখে দেখছি—মানুষ আমি—নিরস্ত হ'তে পারি না।

সোফিয়া। নিরস্ত হবে না—আচ্ছা থাক কাফের—ভাল ক'রে আমাকে দেখে রাখ—আজ পরিত্রাণ পেলে—কিন্তু কা'ল পাবে না।

[প্রস্থান।

কীর্ত্তিসিংহ। আজকের দিন ত কাটুক—কা'লকের ব্যবস্থা তখন কা'লকে। তোমার পরিচয় পেতে পারি মা!

কমলা। পরিচয় দেবার ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু তুমি আমার প্রাণদাতা—শুধু প্রাণদাতা নয়—দেখছি তুমি রাজপুত। তোমায় পরিচয় না দিয়ে থা'ক্‌তে পা'র্‌ব না।

কীর্ত্তিসিংহ। বল মা! তুমি কে?

কমলা। রাজা মল্লদেবের কন্যা আমি—রাজপুত বীর কুম্ভের বাগ্‌দত্তা স্ত্রী আমি—

কীর্ত্তিসিংহ। মল্লদেবের কন্যা! এ কি দৃশ্য দেখালি মা!

কমলা। কেন, শুননি রাজপুত!

কীর্ত্তিসিংহ। শুনেছি মা—পাঠানের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে—

কমলা। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ নয় রাজপুত! বিশ্বাসঘাতকতা—

কীর্ত্তিসিংহ। সব শুনেছি—সেনাপতির অমানুষিক বীরত্বের কথাও শুনেছি। তা'হ'লেও যে শক্তির সংঘর্ষে এত বড় একটা মোগল শক্তি চূর্ণ হ'য়ে গেল—সে শক্তির বিরুদ্ধে রাজপুত কতক্ষণ দাঁড়া'ত মা!

কমলা। সোজা হ'য়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল যে—

কীর্ত্তি। তা'হ'লেও সে বড় ভীষণ শক্তি—

কমলা। হাঃ ঈশ্বর—বন্যায় রাজপুতের দেশ ভাসিয়ে দিয়েছে—সংক্রামক ব্যাধির মত এ দুর্ব্বলতা রাজপুতের জীবাণু নষ্ট ক'রে দিয়েছে—তবে এ জাতিগত অধঃপতনের দিনে কমলা কি ক'রবে

কীর্ত্তি। এত দুঃখ কেন মা!

কমলা। হায় রাজপুত! জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার আগে এ দুঃখের দুঃখী হ'য়ে একবার কাঁদলে না! তারা শাস্তিতে ম'র্‌তে দেয় নি—রাজভক্তকে রাজদ্রোহী সাজিয়ে দিয়ে শুধু মৃত্যুর মুখে তুলে দিয়ে নিবৃত্ত হ'তে পারে নি—মুমূর্ষুর বক্ষে তারা পদাঘাত ক'রেছে। একটু সুস্থ হবে ব'লে চেষ্টা ক'রছিল—একটু বিশ্রাম নিতে শুয়েছিল—তা পাঠানের প্রাণে সহ্য হয় নি—

কীর্ত্তি। আহা!

কমলা। প্রাণহীন বীর্য্যহীন রাজপুত! শুধু এতটুকু একটু আহা ব'লে চুপ ক'রলে! শিরা উপশিরা গুলো তোমার ফেটে প'ড়ল না! তবে—ঈশ্বর—তবে আর কোথায় যাব—না না—যাবো—না গিয়ে ফিরবো না।

কীর্ত্তি। কোথায় যাবে মা!

কমলা। কালেঞ্জর অধিপতি কীর্ত্তিসিংহের কাছে যাব।

কীর্ত্তি। কীর্ত্তিসিংহের কাছে! কেন মা! আমি তাঁর একজন সামান্য কর্ম্মচারী—উদ্দেশ্য বল্‌তে বোধ হয় বাধা নাই।

কমলা। আবার কেন তুমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ রাজপুত! আমি একবার শেষ চেষ্টা ক'র্‌ব—তাঁর পায়ে ধ'রে কাঁদব—রাজপুতের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়ে দেব—যে অত্যাচার আজ তুমি স্বচক্ষে দেখ্‌লে রাজপুত! সে অত্যাচারের কাহিনী তাঁকে শুনাব—এ মূর্ত্তি তাঁকে দেখাব।

কীর্ত্তি। বড় ভুল ক'রেছ মা! এতটা পরিশ্রম সব পণ্ড হয়েছে—শেরসা তাঁকে বশ্যতা স্বীকার ক'রতে পত্র লিখেছিলো—তিনি আজ প্রত্যূষে পাঠানের দরবারে আত্ম সমর্পণ ক'রতে চ'লে গেছেন। প্রাণের ভয় ত আছে মা!

কমলা। ঈশ্বর! ঈশ্বর! সাগর তরঙ্গশূন্য হয়েছে—সূর্য্য দীপ্তি ভুলে গিয়েছে—মরুভূমি উত্তাপ ছেড়ে দিয়েছে—যাদের বাপ্পারাও ছিল, হামির ছিল—ভীমসিংহ ছিল, সংগ্রামসিংহ ছিল—আজ তাদের এই দশা! যে, জাতের রমণীগুলো হাসতে হাসতে আগুনে পুড়ে ম'রেছে—সে জাতের পুরুষ গুলোর প্রাণে আজ মৃত্যুর আশঙ্কা জেগে উঠেছে—না, না—তবু যাব—কাঁদব—চীৎকার ক'রে রোষরক্তিম নয়নে ভ্রূকুটী ক'রে দাঁড়াব—আমি জাগাব, আবার রাজপুতকে জাগাব—কিছুতেই তাঁকে আত্মসমর্পণ ক'রতে দেব না।

কীর্ত্তি। না মা—আর কীর্ত্তিসিংহ আত্মসমর্পণ ক'রতে যাবেনা—বল মা কি ক'রতে হবে।

কমলা। তবে কি আপনিই কালেঞ্জর অধিপতি কীর্ত্তিসিংহ!

কীর্ত্তি। হাঁ মা! আমিই কীর্ত্তিসিংহ—প্রাণে বড় আশঙ্কা জেগেছিল মা—সত্যই কীর্ত্তিসিংহ পাঠানের দরবারে আত্মসমর্পণ ক'রতে চ'লেছিল—আর যাবে না—সে শক্তি পেয়েছে—যাচিঞা ক'রে একটা প্রচণ্ড শক্তি আজ ঈশ্বর কীর্ত্তিসিংহের হাতে তুলে দিয়েছেন।

কমলা। ভগবান্! একি কমলার অদৃষ্ট!

কীর্ত্তি। আয় মা! শক্তিস্বরূপিণী নারী! ভীমা ভৈরবী মূর্ত্তিতে দুর্গের উপর দাঁড়িয়ে—কীর্ত্তিসিংহের অদৃষ্ট পরিচালনা ক'রবি আয়—কোন শঙ্কা নাই মা! কীর্ত্তিসিংহের কীর্ত্তিজ্যোতিঃ হয় আজ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক—না হয় জ্বলে উঠে নিবে যাক।

তৃতীয় দৃশ্য

(ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। আহার নাই, নিদ্রা নাই, তাদের বুঝাতে গেলুম—তারা একটু বুঝলে না! এ কাফেরের দেশে থেকে দেখছি মুসলমানের প্রাণ নিস্তেজ হ'য়ে গেছে। নতুবা মুসলমান সম্রাটের কাফেরের উপর এই পক্ষপাতিত্ব তারা সহ্য ক'র্‌বে কেন? এই যে একটা জোয়ান আসছে—দেখি একে একবার বুঝিয়ে—

(একজন কৃষক লাঙ্গল স্কন্ধে সেই কুটীর হইতে বাহির হইল)

কৃষক। কি চাও মিঞা!

ফকির। আমি তোমাকে চাই।

কৃষক। আমাকে! কেন মিঞা?

ফকির। বিস্তর ধন দৌলত এক জায়গায় দেখে এসেছি—রাশি রাশি—পা'র্‌বি?

কৃষক। চেয়ে দেখ মিঞা! (কুটীরের ছাউনির দিকে দৃষ্টিপাত করাইল)

ফকির। একি! মানুষের মাথার খুলী দিয়ে ঘরের ছাউনী ক'রেছিস! মানুষের হাত পা দিয়ে—এঁ্যা—এত মানুষ মেরেছিস! হাঁ ঠিক পার্‌বি তুই।

কৃষক। বাদশার হুকুমে—না—বাদশা আদর ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে গ'ড়ে দিয়ে গেছে। আমার কাঁধে কি দেখছিস মিঞা!

ফকির। এত লাঙ্গল—তা বেশ হবে। গায়েও বেশ শক্তি আছে।

কৃষক। শক্তি ছিল। তলয়ারের মত বাঁকা, লাঠির মত হোৎকা, গুলির মত গোঁয়ার শক্তি ছিল। বাদশা জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছে—না না, আদর ক'রে ভুলিয়ে সেটাকে গলিয়ে পিটিয়ে এই লাঙ্গলের ফালের মত মোলাম ক'রে রেখে গেছে।

ফকির। তা বেশ হবে—লাঙ্গলখানা মাথার উপর তুলে ঘোরাতে পা'র্‌লে—হাজার লোক পেছু হ'টবে।

কৃষক। জোর ক'রে লাঙ্গল খানা বিশ হাত মাটীর নিচে নাবিয়ে দিতে পারি—মাথার উপর তুলে ঘুরিয়ে মানুষের মাথায় মারবার শক্তি আর নাই। (সেই সময়ে এক বৃদ্ধ চক্ষু মুছিতে মুছিতে তাহাদের নিকটে আসিল)। কি বুড়ো! ঘুম ভেঙ্গে গেল?

বুড়ো। খুব ঘুমিয়েছি—এক ঘুমে রাত কাবার।

কৃষক। বড় অসময়ে কাল এসেছিলি বুড়ো! খাওয়া দাওয়া কিছুই হয় নি—পেটে ক্ষিদে ছিল তাই এত ঘুমিয়েছিলি।

বুড়ো। রাজার বাড়ীও খেয়েছি—এত আদর, এত যত্ন কোথাও দেখিনি। সেলাম এখন বিদায় হই।

কৃষক। তা কি হয়! আমি চ'যে আসি—এসে তোকে ভাল ক'রে খাওয়াব। আমার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ততক্ষণ খেলা কর।

বুড়ো। আমার বড় দরকার—আগ্রায় যেতে হবে—আমি বিদায় হই—সেলাম— (প্রস্থানোদ্যোগ)

কৃষক। বুড়ো বুড়ো! তোর বাক্স নিয়ে গেলিনে! (বুড়ো ফিরিল)

বুড়ো। ওতে কিছু নেই—ব'য়ে নিয়ে যাব না।

কৃষক। না তা হবে না—থাক না থাক—তোর বাক্স তোকে নিয়ে যেতেই হবে। দাঁড়া বল্‌ছি—পালা'স যদি মাথা ভেঙ্গে দেবো।

(কৃষক লাঙ্গল রাখিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল)

ফকির। তুমি আগ্রায় যাবে? বাদশাকে বোলো একটা ফকিরের সঙ্গে দেখা হ'লো—সে ক্ষেপেছে।

বুড়ো। ব'ল্‌ব—যদি দেখা ক'র্‌তে পারি।

(কৃষকের বাক্স লইয়া প্রবেশ—বুড়ো বাক্স খুলিলে দেখা গেল মতির মালা, বুড়ো একগাছি মালা উঠাইল)

কৃষক। এ্যাঁঃ—ব'ল্‌ছিলি কিছু নেই!

বুড়ো। এ পুতুলের গলায় পরিয়ে খেলা ক'রতে হয়—তোমার মেয়েকে দিও—

কৃষক। খবরদার, চ'লে যা ব'ল্‌ছি—আমারও ঘরে অমন হাজার হাজার ছিল—সব বিলিয়ে দিয়েছি। সেগুলো—ঐ যে মানুষগুলোর

খুলি দেখতে পাচ্ছিস—ঐ গুলোর রক্তে ভিজে গিয়েছিলো—তাই—যা--চ'লে যা—

ফকির। চাষা! চাষা! চিন্‌তে পারলি না? এক এক গাছার দাম লাখ টাকা—কেড়ে নে কেড়ে নে।

বুড়ো। কেড়ে নিতে হবে কেন—আমি নিজেই দিচ্ছি।

কৃষক। (ফকিরের প্রতি) কি ব'ল্‌লি! কেড়ে নেব—তোর ফকিরি ঘুচিয়ে দেব—তোর দাড়ী উপড়ে ফেলে দেবো।

ফকির। কি বল্লি! ফকির আমি—মুসলমান হ'য়ে তুই আমার দাড়ী উপড়ে ফেল্লে দিবি বল্লি!

বুড়ো। কি আর বলেছে ফকির সাহেব! গায়েও হাত দেয়নি—মা'র্‌তেও যায় নি।

ফকির। কি ব'লছো! তুমি না মুসলমান—আমার মাথায় লাথি মেরেছে—মুসলমানের বুকে ছুরি মেরেছে—উঃ, উঃ—আমার কি শক্তি নেই! ধর্ম্মে হাত দিয়েছে -ধর্ম্মে হাত দিয়েছে—খুন ক'রবো।

বুড়ো। (মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া) ফকির! ফকির! তবে হিন্দুর ধর্ম্ম—তাদের পুতুল খেলা নয় ফকির! তাদের ধর্ম্মে হাত দিলে তাদেরও প্রাণে লাগে।

ফকির। এঁ্যাঃ—কে তুমি! তুমি কি শেরসার চর!

বুড়ো। প্রভু! দীন আমি—আশ্রয়হীন আমি—শেরসাকে ক্ষমা কর—হিন্দুকে ক্ষমা কর।

(ছদ্মবেশ খুলিয়া পদপ্রান্তে পড়িলেন)

ফকির। এঁ্যাঃ এঁ্যাঃ—একি! শেরসা! শেরসা! হিন্দুর প্রাণে কি এমনি লাগে শেরসা!

শের। এমনি বাজে—বুঝি ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যায়।

ফকির। শেরসা! শেরসা! আমি তোমার গুরু নই—তুমি আমার গুরু—তুমি আমায় শিক্ষা দিলে।

শের। আমার শিক্ষাদাতা! আমার আরাধ্য দেবতা!

ফকির। তবে এস শেরসা! তুমি আমার গুরু—আমি তোমার গুরু। (আলিঙ্গন) এস শিষ্য—এস গুরু—এস বাদশা!

কৃষক। এঁ্যাঃ—বাদশা! তাইত—তাইত! বাদশা! ওরে কে আছিস ছুটে আয়—ফকিরের দ্বারে বাদশা এসেছে—দীনের ঘরে মাণিক জলেছে—ছুটে আয় ছুটে আয়।

(বালক বালিকা স্ত্রী কন্যা সকলে ছুটিয়া বাহির হইল ও বাদশার চারিদিক ঘেরিয়া নৃত্য গীত)

(গীত)

বাদশা! বাদশা! আমাদের বাদশা!
আমাদের আশা, আমাদের ভরসা॥
কণ্ঠে আমাদের উৎসব গীতি, চক্ষে তুমি গো বিশ্বের প্রীতি।
তুমি যে মোদের নবজীবন উষা।
বাদশা! বাদশা! আমাদের বাদশা!
মাথায় ঢেলে দেছ অশীষ বাণী, মরমে তুলেছ আকুল ধ্বনি
আঁধার পথে তুমি দেখায়েছ আলো, দীনের বাপ মা তুমি বড় ভালো।
রসনায় ফুটায়েছ কোরাণের ভাষা।
বাদশা! বাদশা! আমাদের বাদশা!
আত্মায় আত্মায় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা, প্রাণে প্রাণে দিয়েছ জাগায়ে নিষ্ঠা
ঝরায়েছ অশ্রু ঘাতকের চক্ষে, ফল ফুল ফুটায়েছ মরুর বক্ষে
ফুটায়েছ দীপ্তি ছুটায়ে কুয়াসা।
বাদশা! বাদশা! আমাদের বাদশা!

শের। এস মা সব—এস ভাই সব—তোমাদের আশীর্ব্বাদ ফরি—

(সকলকে এক এক গাছি মাল্য দান)

ফকির। শেরসা! শেরসা! চল অন্ধ আমি—আমার হাত ধর-পথ দেখিয়ে দাও।

চতুর্থ দৃশ্য।

পল্লী পথ।

(একজন দরবেশ গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল)

(গীত)

পেয়েছিলে যাহা, রেখেছিলে তাহা, দিয়েছিলে ভালবাসা
গিয়াছে যখন, যাকনা তখন, মিছে কেন কর আশা।
আসে যা আসুক ক্ষতি কি তোমার
যেতে চাহে যাহা ইতি কর তার
করুণার সার, বিধির বিচার, একই কথা কাঁদা হাসা।
সেদিন প্রভাতে কিবা ছিল সাথে
এসেছ জগতে শূন্য দুহাতে
তবে কেন বল, ফেল অশ্রুজল—বিষাদের কেন ভাষা!
লহ আশীর্ব্বাদ, দাও ধন্যবাদ
ছুটুক প্রমাদ মিটে যাক সাধ
কৃপায় যাঁহার, যা নহে তোমার, মিটেছে তাহার আশা

পঞ্চম দৃশ্য।

কক্ষ।

বারবিলাসিনীবেশে সোফিয়া।

সোফিয়া। পরাজয় এসে আজ আবার বুকে ধাক্কা দিয়েছে—আর আমি বাঁচতে পারি না। চমৎকার প্রতিশোধ নিয়েছি—যে পথটা ধ'রেছি তারই বুকের উপর একটা বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের চিহ্ন রেখে

শেষ ক'রেছি-- যখন যে কাজটা আরম্ভ ক'রেছি বিস্মিত আতঙ্কে মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে দেখেছে) কিন্তু সমাপ্তি যখন ক'রেছি—কেউ ঘৃণায় চক্ষু সরিয়েছে, কেউ রাক্ষসী ব'লে দূরে স'রে গেছে। জয়ী হয়েও বিজিত আমি আজ—শত্রুকে আহত ক'রে আমিও আহত আজ। না—আর আমি বাঁচতে পারি না—কিন্তু শেষ দিনে এমন একটুও কিছু রেখে যেতে কি পা'র্‌ব না—যা দেখে অন্ততঃ একজনও বড় দুঃখিনী আমি ব'লে একফোঁটা চ'খেরজল ফে'ল্‌বে। আদিল! আদিল! তোমাকে পাবার লোভে আমি বারবিলাসিনীর ছদ্মবেশ প'রেছি—তোমাকে পেয়েছি কিন্তু এ বেশ আমার মর্ম্মে মর্ম্মে শেল বিঁধছে। ওহো আদিল! তুমি সোফিয়াকে চাওনা—বারবিলাসিনীকে চাও—এ জ্বালা যে মৃত্যুতেও যাবে না।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। তোমার সাজাদা আসছে বিবিসাহেব!

সোফিয়া। আসছে! বড় সুখবর—এই নে বক্‌সিস নে।

প্রহরী। আল্লা আপনার মঙ্গল করুন। [লইয়া প্রস্থান।

সোফিয়া। তাই করুন—যা কিছু ছিল সব দিয়ে দিলুম—আর কি হবে—বেচারী আমার জন্য অনেক কষ্ট ক'রেছে ও বক্‌সিসের উপযুক্ত পাত্র।

(আদিলের প্রবেশ)

আদিল। কাকে বকসিস দিচ্ছ বিবি!

সোফিয়া। আমার অদৃষ্টকে—

আদিল। বেশ ক'রছ—আজ আমাকে কিছু বক্‌সিস দাও—

সোফিয়া। পুরুষ মানুষ নেশার ঝোঁকে অমন ব'লেই থাকে।

আদিল। বিশ্বাস হ'লো না!

আদিল। বিশ্বাস হ'লো না!

সোফিয়া। বিশ্বাস—বিশ্বাস—না—না—নেশা ছুটে যাবে—স্ত্রী পুত্রের কথা মনে প'ড়বে—পদাঘাত ক'রে চ'লে যাবে।

আদিল। তবে নেশা ছুটবেনা জান্—জান্ যাবে তবু নেশা ছুটবে না—নেশায় আমি মস্‌গুল হ'য়ে থা'কব। বিশ্বাস কর বিবি!

সোফিয়া। স্ত্রী পুত্র—না ভুলে যাবে—পা'র্‌বে না—

আদিল। তোমার মূর্ত্তি আমার স্মৃতির দ্বারে আঘাত ক'রেছে বিবি! বুঝি সে এই—এই বুঝি সেই ছবি! রূপের তটে গানের তুফান—গানের তটে রূপের উজান! না বিবি! সে কোমল ছিল—কঠোর হ'ত। তাতে ভয় ছিল—অভয়ও দিত। তাতে হাসি ছিল, কান্না ছিল। সে উদাস হ'য়ে উড়ে যেত—গম্ভীর হ'য়ে ভয় দেখা'ত—তরল প্রেমে গ'লে প'ড়ত। আর এ বুঝি শুধুই শুভ্র হাসির লহর—বুঝি শুধুই পাগল বাঁশীর গান—বুঝি শুধুই পুণ্য প্রেমের তুফান!

সোফিয়া। আহা সে বুঝি তোমায় ভালবাসত?

আদিল। বুঝি বাসত—বুঝি—যা'ক্ ছেড়ে দাও—আমি চাই যা পেয়েছি তা।

সোফিয়া। আহা সেই প্রেমের প্রতিমাকে ছেড়ে ঘৃণ্য বারবিলাসিনীর প্রেমে—

আদিল। বারবিলাসিনী! তুমি যদি তাই হও—তা'হ'লে বুঝি বারবিলাসিনীই ভাল।

সোফিয়া। ছিঃ ছিঃ—আদিল!

আদিল। [illegible]াঃ সে কি—আমার নাম আদিল! [illegible] আমার—

সোফিয়া। [illegible] বঞ্চনা কেন ক'রছ সাজাদা!

আদিল। এ্যাঃ সে কি! কে তুমি! [illegible]!

সোফিয়া। আশ্চর্য্য কেন সাজাদা! বারবিলাসিনী যদি বাদশা-পুত্রের অনুসন্ধান না ক'র্‌বে তবে কে ক'র্‌বে সাজাদা!

আদিল। তাইত। তা বেশ ক'রেছ।

সোফিয়া। কি ক'রে বিশ্বাস ক'র্‌বে সাজাদা? আমরা যে ছুরী ধ'র্‌তে জানি।

আদিল। অসম্ভব। মিথ্যা ব'লছ—ভয় দেখাচ্ছ—

সোফিয়া। না সাজাদা! এই দেখ—(একখানি ছুরি বাহির করিল) এ আমাদের হাতের খেলানা।

আদিল। বেশ থা'ক্—মা'র্‌বে মার—

সোফিয়া। আদিল! এত ভালবাস! কই ছুরী দেখে ত ভয় পেলে না! তবে সেই অভাগিনী চ'ক্ষের জলে পা ধুইয়ে দিতে যখন চেয়েছিলো—কেন তাকে প্রত্যাখ্যান ক'রেছিলে? কেন তার বুক ভেঙ্গে দিয়েছিলে? আদিল! কেন তাকে আজ এই হেয় আবরণে দেহ ঢা'কতে বাধ্য ক'র্‌লে?

আদিল। এঁ্যাঃ! তবে কি তুমি সম্রাট নন্দিনী! তাইত! তাইত! সাহাজাদী! হৃদয়েশ্বরী! এস, আদিল পরাজিত আজ।

(আলিঙ্গন করিলেন)

সোফিয়া। ছিঃ ছিঃ—কামুক পুরুষ—এমন জঘন্য তুমি—আজ বিলাসিনীর প্রেমে ভু'ললে—তা'হ'লে ত সব ক'রতে পার। না—না—ছেড়ে দাও—আমি জ্ব'লতে চাই, আমি তোমায় খুন ক'রব।

আদিল। তাই কর—আদিল আজ নির্ভয়। এই নাও বুক পেতে দই—

সোফিয়া। (ছুরি তুলিলেন ও পরে নামাইয়া) না না—তা কি

পারি! আমার জীবন-সর্ব্বস্ব! তা কি পারি—নিজের বুকে নিজে ছুরি বসাতে পারি, কিন্তু (নিজের বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করণ)

আদিল। একি! একি! লীলাময়ী নারী—একি ক'র্‌লে!

(পতনের পূর্ব্বে বক্ষে ধারণ)

সোফিয়া। কিছু না নাথ! আশঙ্কা—পাছে তুমি ছেড়ে যাও। তোমাকে বুঝিয়ে দিতে আদিল! নারী আশ্রয় না পেলে আশ্রয়ের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নিজের দেহ খণ্ড খণ্ড করে—পুরুষের মত নূতন আকাঙ্ক্ষা তার হৃদয়ে জাগেনা।

আদিল। প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! হৃদয়েশ্বরি! প্রতিহিংসা নিলে!

সোফিয়া। বড় সুখস্পর্শ আদিল! বড় সুখশয্যা—বড় সুখের মৃত্যু! আশা মিটেছে—বিশ্ব খুঁজে এক ক্ষীণ রশ্মি এনে তাকে সারা আকাশে জ্বালিয়ে দিয়েছি—সমুদ্র মন্থন ক'রে এক রত্ন তুলে কীর্ত্তির শিরে বসিয়ে দিয়েছি। সাধ মিটেছে—পাঠানের মেয়ে আমি—পাঠানের রাজ্যে মর'তে পারছি। আঃ—

আদিল। জীবনে কখনও ভাল ক'রে দেখিনি—আমার জীবন নাটকের ঘাত-প্রতিঘাত—আমার সংসার-চক্রের ঘন আবর্ত্তন! চল সাহাজাদি! মৃত্যুর শয্যায় আজ তোমাকে ভাল ক'রে দেখিগে চল—মৃত্যুর ফুলে তোমায় সাজিয়ে স্মৃতির পূজা করিগে চল

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কালেঞ্জর দুর্গ-সম্মুখ।

(কতিপয় সৈন্যসহ মুবারিজের প্রবেশ)

মুবা। সাবাস রাজপুত বড় যুদ্ধ ক'রেছ, কিন্তু আর অধিকক্ষণ নয়

(সৈন্যগণের প্রতি) ভাই সব এইবার দুর্গের দক্ষিণ দিক আক্রমণ কর—তোপখানা দখল ক'রতে চেষ্টা কর—সিংহ-বিক্রমে রাজপুতদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়—দেখিয়ে দাও পাঠানেরাও যুদ্ধ ক'রতে জানে।

(শেরশার প্রবেশ)

শের। যুদ্ধ স্থগিত হ'ক। সন্ধিপ্রার্থী আমি—নরহত্যায় আর প্রবৃত্তি নাই। দুর্গাধিপতি কীর্ত্তিসিংহ যদি এখনি আত্মসমর্পণ করেন—বীরের যোগ্য সম্মানে আমি তাঁকে ভূষিত ক'রব—

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। বীরের মত রাজপুত তোমাকে যখন যুদ্ধ দিতে এসেছিল বীরের সম্মান তুমি তাকে দিয়েছিলে সম্রাট! না—না—নিষ্কলঙ্ক রাজপুতের চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা ঢেলে দিয়ে রাজপুতকে ছত্রাকার ক'রে দিয়েছিলে। কিন্তু স্থির জেন পাঠান—অচিরেই তোমাকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে হবে।

শের। (বজ্রের মত সাহস নিয়ে) কে তুমি বালিকা! আজ নির্ম্মম শেরশার বুকের ভেতর আশঙ্কা জাগিয়ে দিলে!

কমলা। কে আমি! না—এখন না—পরিচয় দেব—পাঠানের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে অট্টহাস্যে যখন হেসে উঠব—তখন আমার পরিচয় পাবে।

শের। বুঝেছি মা! ব্যথিতের দীর্ঘশ্বাস তুমি—একটা ভুল—চিনতে পারিনি—আশীর্ব্বাদের আবরণে সঙ্গ নিয়ে অভিশাপের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে গেছে—পাঠানের অভ্যুত্থান শিরে ভুজঙ্গের মত দংশন ক'রে চ'লে গেছে—আমার জীবনের সমস্ত অধ্যবসায়টুকুকে পায়ের তলায় ফেলে দ'লে রেখে গেছে—কিন্তু সে অধ্যায় শেষ হয়েছে—তুমি আর সে ভুলের অপরাধে সমস্ত জীবনটা পদতলে নিষ্পেষিত

ক'রে দিওনা। যাও মা! এই আমি অস্ত্র ত্যাগ ক'রলুম—আমি সন্ধিপ্রার্থী।

কমলা। সন্ধি অসম্ভব—যুদ্ধ অনিবার্য্য। রাজপুতের প্রত্যেক শোণিত-বিন্দুটুকু তোমার কামানের আগুন নিবিয়ে দিতে প্রস্তুত আছে। দুর্গের শেষ প্রস্তরখানি পর্য্যন্ত তোমার বীরত্বকে প্রতিহত ক'রবে।

শের। যুদ্ধ অনিবার্য্য! বেশ তবে যাও মা! তোমার ঐ ক্ষুদ্র প্রাণে যদি এ পাঠানের অত্যাচার এত বেজে থাকে—তবে সে অত্যাচারের নির্ব্বাণ ক'রে দাও—যাও মা—যুদ্ধ অনিবার্য্য—পাঠান! আক্রমণ কর—আক্রমণ কর।

[শেরশা, মুবারিজ ও পাঠান সৈন্যগণের প্রস্থান।

কমলা। রাজপুত! গম্ভীর স্বরে উত্তর দাও—

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

কালেঞ্জর দুর্গাভ্যন্তর।

(পাঠান সৈন্যগণ ও মুবারিজের প্রবেশ)

মুবারিজ। শুধু এই তোপখানাটুকু আমরা দখল ক'রেছি—এখনও সমস্ত বাকি—এই দুর্গের ভেতর অসংখ্য রাজপুত এক একজন এক একটা জ্বলন্ত তোপখানার মত ব'সে আছে। এবার তাদের সম্মুখে তোমাদের অগ্রসর হ'তে হবে। ভীত হ'ওনা সৈন্যগণ! খোদার আদেশে এ জাত মাথা তুলেছে—এ উচ্চ শির নত ক'রে দেয় এমন জাত এখনও সৃষ্ট হয়নি। অগ্রসর হও—আল্লার নাম স্মরণ ক'রে রাজপুতের শক্তিকে প্রতিহত কর।

(আল্লাধ্বনি করিয়া সকলের দুর্গমধ্যে প্রবেশ)

(জালাল ও সৈন্তগণের প্রবেশ)

জালাল। দেখলে সৈন্তগণ! প্রাণের মমতা তুচ্ছ ক'রে মুবারিজের সৈন্তগণ আজ এ অকূল বিপদসাগরে ঝাঁপ দিয়েছে—তোমরাও এদের অনুসরণ কর—এ কীর্ত্তি একজনকে অর্জ্জন ক'রতে দিও না—পাঠান তোমরা—যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ কর। মৃত্যুর ভয় ক'র না—ম'রতেই হবে একদিন—এ কীর্ত্তি সঞ্চয় ক'রে রেখে যদি ম'রতে পার—দুনিয়া তোমাদের ভুলবে না।

(সকলের দুর্গমধ্যে প্রবেশ)

(রাজপুত-সৈন্ত ও কমলার প্রবেশ)

সৈন্ত। আর উপায় কৈ মা?

কমলা। উপায় খুঁজছ! রাজপুত তোমরা—বুকের ভেতর এখনও রক্তের ঢেউ খেলছে—এর মধ্যেই তোমরা উপায় খুঁজছ! লক্ষ উপায় তোমাদের সম্মুখে রয়েছে—কিছু দেখতে পাচ্ছ না—না না—এক জনকে পার—একজনকে মেরে এস—একটা অঙ্গ ভেঙ্গে দিতে পার—তাই কর—উপায় নেই ব'লে হতাশ হ'ও না।

(শেরশা ও সৈন্যগণের প্রবেশ)

শের। বৃথা চেষ্টা—কোথায় যাবে রাজপুত—তোমরা অবরুদ্ধ।

কমলা। তাইত তাইত—তা'হ'লে সত্যই ত উপায় নেই।

শের। তোমাদের সৈন্যগণকে আত্মসমর্পণ ক'রতে বল মা—আমি সসম্মানে তাদের মুক্তি দেব।

কমলা। তাইত—তাইত—রাজপুতকে আত্মসমর্পণ ক'রতে হবে—নিজের হৃৎপিণ্ড নিজে উপড়ে শত্রুর হাতে তুলে দিতে হবে!.. তাই কর—তাই কর—কিন্তু একটা নূতন রকমে আত্মসমর্পণ কর—হাতে

গড়া তোমাদের এ কীর্ত্তি-মন্দির—গোটা শত্রুর হাতে তুলে দিওনা—এমনি ক'রে পুড়িয়ে ছাই ক'রে শত্রুর মুখে চোখে ছড়িয়ে দাও—

(ছুটিয়া একটি মশাল লইয়া বারুদখানার দিকে অগ্রসর হইল)

শের। বারুদখানা দখল কর—বারুদখানা দখল কর—

কমলা। কর—কর—দখল কর— (অগ্নি প্রদান)

(সঙ্গে সঙ্গে বিকট ধ্বনি হইয়া সমস্ত জ্বলিয়া গেল ও পরে অন্ধকার হইয়া গেল—পরিষ্কার হইলে দেখা গেল শেরশা ও কমলা আগুনের উপর গড়াইতেছে)

শের। খোদা! খোদা! এ কি ক'রলে!

কমলা। হাঃ হাঃ হাঃ—এ সেই রাজভক্ত কুম্ভের শুভ্র ললাটে কলঙ্ক লেপনের প্রায়শ্চিত্ত—এ সেই শঠতার প্রতিশোধ—হাঃ হাঃ হাঃ—আমি কে জান সম্রাট—আমি সেই বৃদ্ধ রাণা মল্লদেবের কন্যা—সেই রাজভক্ত বীর কুম্ভের বাক্‌দত্তা স্ত্রী—ক্ষমা—ক'রো সম্রাট—ব্যক্তিগত বিদ্বেষে এ প্রতিশোধ নিলুম না—প্রজার অপরাধের জন্য রাজা দায়ী, তাই প্রজার ভুলে রাজার উপর প্রতিশোধ নিলুম—কিন্তু এ প্রতিশোধ তোমার উপর নয়—পাঠান জাতির উপর—বীর তুমি ক্ষমা ক'রো। সম্রাট তুমি—আমার প্রথম ও শেষ রাজকর গ্রহণ কর (অভিবাদন) কার্য্য শেষ হ'য়েছে আমি চল্লুম—তুমিও এস সম্রাট! (মৃত্যু)

শের। একটু দয়া হ'ল না—বিষ খেয়ে বিষ উদ্গার ক'রে দিলি—আগুন মেখে পাঠানের সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে ধরলি—বেশ ক'রলি মা! সে ভুলের দায়ী আম—খাসা শাস্তি দিলি—জীবনের ভার বড় গুরু হ'য়ে যাচ্ছিল—তুই লঘু ক'রে দিলি—মহাপাপী আমি—তুই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে দিলি—শুভাকাঙ্ক্ষিণী মা আমার! তোর সন্তানের অভিবাদন গ্রহণ করে যা। (পতন)

(মুবারিজের প্রবেশ)

মুবারিজ। একি—একি—তাই সমস্ত সৈন্য ছত্রভঙ্গ হ'য়ে প'ড়ছে! খোদা! খোদা! একি ক'রেছ!

শের। কে? মুবারিজ! সৈন্য সব ছত্রভঙ্গ হ'য়ে প'ড়ছে! চুপ চু চেঁচিও না—আমার নাম ক'রে কেউ কেঁদোনা—তা'হ'লে পণ্ড হ'য়ে যাবে সব—সাবধান—আমাকে ধর—দাঁড় করিয়ে দাও—ভয় পেওনা কে —দাঁড় করিয়ে দাও—দেখছ কি? পুড়ুক—পুড়ে যাক—সর্ব্বাঙ্গ ছা হ'য়ে যাক—কিছু ভয় নেই—ছেড়ে দাও—যাও—আক্রমণ কর—ধ্বং কর—প্রতিশোধ নাও—জল—জল—কে আছ জল দাও—(পতন)

(ফকিরের প্রবেশ)

ফকির। শের! জল পান কর।

শের। না না—ভুলে ব'লেছি—দুর্গ জয় না হ'লে আমি জলপা ক'রতে পা'র্ব্ব না—জালাল! মুবারিজ! দুর্গ জয় কর—

(জালালের প্রবেশ)

জালাল। বাবা! বাবা! দুর্গ জয় হ'য়েছে।

শের। দুর্গ জয় হয়েছে? ওহোহো—খোদা! খোদা! (মৃত্যু

ফকির। একটি জীবন্ত আদর্শ দুনিয়ার বুক থেকে স'রে গেল— বুঝি দুনিয়ার শিক্ষার শেষ হ'য়েছে—বুঝি যত্ন ক'রে সে এঁকে নিয়েছে।